ওথেলো, দ্য মুর অফ ভেনিস

উইলিয়াম শেকসপিয়র

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওথেলো, দি মুর অফ ভেনিস

নাটকের চরিত্র

ভেনিসের ডিউক।
ব্রাবানশিও, একজন সিনেটর ও ডেসডিমোনার পিতা।
অন্যান্য সিনেটাররা।
গ্র্যাশিয়ানো, ব্রাবানশিওর ভাই।
লোডোভিকো, ব্রাবানশিওর আত্মীয়।
ওথেলো, ভেনিসে কর্মরত একজন মুর।
ক্যাসিও, ওথেলোর লেফ্‌টন্যান্ট বা সহকর্মী।
ইয়াগো, ওথেলোর অধীনস্থ কর্মচারী একজন খল।
রোডারিগো, ভেনিসের একজন ভদ্রলোক।
মোণ্টাগো, সাইপ্রাসের গভর্নর।
ক্লাউন, ওথেলোর ভৃত্য।
ডেসডিমোনা, ব্রাবানশিওর কন্যা ও ওথেলোর স্ত্রী।
এমিলিয়া, ইয়াগোর স্ত্রী।
বিয়াঙ্কা, ক্যাসিওর প্রণয়িনী।
সাইপ্রাসের ভদ্রমহোদয়গণ, নাবিক, অফিসার, দূত, প্রহরী ও বিভিন্ন কর্মচারি।

দৃশ্যস্থল : ভেনিস। সাইপ্রাস।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

রোডারিগো ও ইয়াগোর প্রবেশ

রোডারিগো। যাঃ, একথা কখ্‌খনো আমায় বলো না। এটা তোমার আমার প্রতি নির্দয়তার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই না। দেখ ইয়াগো, যাকে আমি এতখানি বিশ্বাস করতাম, সেই তুমি একথা জেনেও আমায় বলনি।

ইয়াগো। কী মুস্কিল! তুমি ত আমার কথা শুনবে না। যদি আমি এই ধরনের কথা স্বপ্নেও ভেবে থাকি তাহলে তুমি আমায় সত্যি সত্যিই ঘৃণা করতে পার।

রোডারিগো। তুমি আমায় বলেছিলে যে তুমি তাকে ঘৃণা করো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। নিশ্চয় করি, যদি না করে থাকি ত তুমি আমায় ঘৃণা করতে পার। কেন করব না বলতে পার? এই শহরের তিনজন প্রধান প্রধান ব্যক্তি আমাকে তার লেফ্‌টন্যান্ট করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং আমি জানি এ পদের সম্পূর্ণরূপে আমি যোগ্য। কিন্তু তিনি, যিনি শুধু অহঙ্কার আর স্বার্থ ছাড়া কিছু জানেন না, সেই তিনি সবার সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের বেশ কিছু বড় বড় কথা শুনিয়ে অবশেষে বললেন, 'আমি আমার অফিসার আগেই বেছে নিয়েছি।' অথচ অফিসার লোকটি কে জান? মাইকেল ক্যাসিও নামে ফ্লোরেন্সের একজন লোক যিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন সব সময়, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা কি জিনিস তা জানেন না, যাঁর সৈনিকত্ব মানে শুধু কথার কচকচি, কোন বীরত্বের কাজ নয়, সেই তিনিই হলেন তাঁর মনোনীত ব্যক্তি। আর আমি যার সামরিক বীরত্বের নিদর্শন তিনি নিজের চোখে দেখেছেন রোডস্, সাইপ্রাস ও আরও কত জায়গায়, সেই আমাকে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হলো আর কোন কর্মদক্ষতা দেখাবার সুযোগ না দিয়েই। সেই ক্যাসিও কালক্রমে হবে তাঁর লেফ্‌টন্যান্ট আর আমি ঐ মুরের অধীনস্থ চাকরই রয়ে যাব চিরদিন।

রোডারিগো। ভগবানের নাম করে বলছি, আমি হলে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতাম।

ইয়াগো। কোন উপায় নেই। কী করতে বল, আজকাল পদোন্নতি ঠিক পর্যায়ক্রমে গুণ বা যোগ্যতার মাধ্যমে হয় না, হয় চিঠি আর ব্যক্তিগত ভালবাসা বা মায়ামমতার মাধ্যমে। এবার বল ত দেখি, বিচার করে বলো, আমি কোনক্রমে ঐ মুরকে ভালবাসতে পারি কি না?

রোডারিগো। আমি হলে ওর কথা শুনতামই না।

ইয়াগো। থাম থাম। যাচ্ছ কোথা, আমি তার হুকুম এমনি তামিল করছি না। আমি করছি তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য। আমরা সবাই মনিব হতে পারি না আর সব মনিবই তার চাকরদের কাছ থেকে সমান যোগ্যতা পেতে পারে না। তুমি দেখবে, এমন অনেক কর্তব্যপরায়ণ আজ্ঞাবহ দাস আছে যারা তাদের মনিবের গাধার মত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুখ বুজে সততার সঙ্গে দাসত্ব করে যায়। আবার এক শ্রেণীর চাকর আছে দেখবে, যারা উপরে উপরে কর্তব্যপরায়ণতার ভান করে চলে কিন্তু তাদের অন্তরটা থাকে নিজের কাছে বাঁধা, স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। এই শ্রেণীর চাকরেরাই ভাল আর আমিও এদেরই একজন হতে চাই। তুমি যেমন রোডারিগো আছ তেমনি আমিও আমিই থাকতে চাই। ধরো যদি আমি মুর হতাম তাহলে যেমন আমি ইয়াগো হতে পারতাম না, তেমনি এখন আমি ইয়াগো থেকেও অন্য কিছু হতে পারি না। উপরে উপরে তার হুকুম তামিল করেও আসলে আমি নিজেই নিজের প্রভু রয়ে যাব। কোন কর্তব্যবোধ বা ভালবাসার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাগিদে আমি কাজ করে যাব না ; আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই ধরনের একটা ভাব দেখিয়ে যাব। যদিও আমি এখন কিছু জানতে দেব না, যদিও আমার আসল উদ্দেশ্যসাধনের দিকে মন রেখে বাইরের কাজকর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে এমন এক কপট কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়ে যাব, তবু বেশীদিন এভাবে চলব না। অল্পদিনের ভিতরেই আমার আসল রূপ প্রকাশ করব। দেখিয়ে দেব, আপাত আমি আর আসল আমি এক নয়।

রোডারিগো। ঐ ঠোঁটমোটা লোকটা কী সৌভাগ্যেরই না অধিকারী! অবশ্য যদি এটা চালিয়ে যেতে পারে।

ইয়াগো। ওর বাবাকে ডেকে তোল। তাকে জাগাও ; তার আনন্দটাকে নষ্ট করে দাও। রাস্তায় তার নাম ধরে চীৎকার করো। তার আত্মীয় স্বজনের মনগুলোকে বিষিয়ে দাও। আর যদিও সে ভাল স্বাস্থ্যকর সুন্দর পরিবেশে বাস করে তথাপি সেখানে অসংখ্য মাছির মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়িয়ে দাও। যদিও তার জীবনের আনন্দের কারণটাকে একেবারে দূর করা যাবে না তথাপি বিষাদ আর বিতৃষ্ণার ছায়া দিয়ে সে আনন্দের রংটাকে বেশকিছুটা ম্লান করে দাও।

রোডারিগো। এই যে মেয়েটার বাবার বাড়ি এসে গেছে। আমি চীৎকার করে ডাকব।

ইয়াগো। কোন রাত্রির অসতর্ক মুহূর্তে কোন জনবহুল শহরে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড হলে লোকে যেমন প্রকম্পিত আর্তনাদে ফেটে পড়ে, তুমিও তেমনি গলা ফাটিয়ে আর্ত চীৎকারে কাঁপিয়ে তুলবে চারদিক।

রোডারিগো। কই, ব্রাবানশিও আছেন! ও মশাই ব্রাবানশিও, বাড়ি আছেন?

ইয়াগো। জেগে উঠুন। ও মশাই ব্রাবানশিও। চোর, চোর, চোর। আপনার বাড়ির ভিতর খোঁজ করে দেখুন আপনার মেয়ে ও টাকাকড়ি ঠিক আছে কি না। চোর, চোর, চোর।

জানালার ধারে ব্রাবানশিও এসে হাজির হলেন।

ব্রাবানশিও। এই ধরনের ভয়ঙ্কর ডাকাডাকির কারণ কি? ব্যাপার কী?

রোডারিগো। আপনার বাড়ির সব লোক কি ভিতরে আছে?

ইয়াগো। আপনার বাড়ির দরজাগুলো ঠিকমত তালাবন্ধ আছে ত?

ব্রাবানশিও। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন আপনারা করছেন?

ইয়াগো। ভগবানের মার স্যার। আপনার চুরি হয়ে গেছে। লজ্জার বিষয় শীগগির গাউন পরে নেমে আসুন। আপনার হৃদয় ফেটে যাবে জানতে পারলে। আপনার আত্মার আধখানাই চলে গেছে। এখনি ঠিক এই মুহূর্তে একটা বুড়ো কালো ভেড়া এসে আপনার একটা সাদা ভেড়ীর শালীনতা নষ্ট করেছে। উঠুন উঠুন। ঘণ্টা বাজিয়ে শহরের ঘুমন্ত লোকদের জাগান। ত'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাহলে শয়তানটা আপনাকে বোকা বনিয়ে সর্বনাশ করবে আপনার। আমি বলছি, উঠুন উঠুন।

ব্রাবানশিও। ব্যাপার কী? আপনাদের মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

রোডারিগো। মাননীয় ব্রাবানশিও, আপনি আমার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পেরেছেন, আমি কে?

ব্রাবানশিও। না, আপনি কে?

রোডারিগো। আমার নাম হচ্ছে রোডারিগো।

ব্রাবানশিও। মোটেই স্বাগত জানাতে পারলাম না। আমি আগেই বারণ করে দিয়েছি, তুমি আমার বাড়ির দিকে আসবে না। পরিষ্কারভাবে আমি বলে দিয়েছি, আমার মেয়েকে কোনদিনই তোমার হাতে দেব না। কিন্তু একথা জেনেও তুমি নৈশভোজন ও পানের আতিশয্যে উন্মত্ত হয়ে হিংসাত্মক বীরত্ব দেখাতে আমার শান্তি ভঙ্গ করতে এসেছ।

রোডারিগো। স্যার, স্যার, স্যার—

ব্রাবানশিও। আমি যে জয়গায় বাস করি এবং আমার যে শক্তি আছে তাতে তোমাকে উচিত শিক্ষা দিতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

রোডারিগো। ধৈর্য ধরুন স্যার।

ব্রাবানশিও। তোমরা চুরির কথা কি বলছিলে? মনে রাখবে এ ভেনিস শহর। আমার বাড়ি পাড়াগাঁয়ের কোন নির্জন জায়গায় নয়।

রোডারিগো। বিচক্ষণ ব্রাবানশিও। শুনুন, অত্যন্ত সরল এবং পবিত্র অন্তঃকরণে আমি আপনার কাছে এসেছি।

ইয়াগো। ভগবানের নাম করে বলছি স্যার। আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনি দেখছি এমনি একজন লোক যিনি শয়তান যদি নিষেধ করে ত ভগবানের নাম করবেন না। আমরা আপনার উপকারের জন্যেই এসেছি। অথচ আপনি আমাদের দুর্বৃত্ত ভেবে আমাদের কথা না শুনে একটা মায়াবী ঘোড়ার কাছে আপনার কন্যাকে বিলিয়ে দিয়েছেন আর সেই ঘোড়াটাকে পরম আত্মীয় ভেবে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছেন। ফলে আপনার প্রকৃত আত্মীয় ও ভদ্রসন্তানদের বাধানিষেধ উড়িয়ে দিচ্ছেন।

ব্রাবানশিও। তুমি কী ধরনের পাজী বদমায়েস আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ইয়াগো। আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্খী এবং এই কথাই বলতে এসেছি যে আপনার মেয়ে সেই মুরটার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

ব্রাবানশিও। তুমি একটি আস্ত শয়তান।

ইয়াগো। আপনি একজন মাননীয় সিনেটার।

ব্রাবানশিও। আচ্ছা রোডারিগো, আমি তোমায় চিনি। তুমি ব্যাপারটা খুলে বল।

রোডারিগো। আমি যা জানি অবশ্যই সব বলব। কিন্তু আমি জানতে চাই,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি কি জেনেশুনে এই অসময়ে রাত্রিকালে আপনার সুন্দরী কন্যাকে ভেনিসের ক্যানেলে একটি প্রমোদতরীর উপর একজন উচ্ছৃংখল মুরের নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে ঠেলে দিয়েছেন? এ বিষয়ে কি আপনার সম্মতি আছে? যদি তা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আপনার প্রতি অযথা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে অন্যায় করেছি। কিন্তু যদি আপনি তা না জেনে থাকেন অর্থাৎ এ ব্যাপারে আপনার কোন সম্মতি না থাকে তাহলে বুঝব আপনিই অকারণে আমাদের ভৎর্সনা করেছেন। এটা মনেও ভাববেন না যে, আমি আপনার সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা করতে এসেছি। ভদ্রতাজ্ঞান আমার যথেষ্টই আছে। আপনার মেয়েকে যদি আপনি এবিষয়ে সম্মতি না দিয়ে থাকেন তাহলে সে বিদ্রোহিণীর মত কাজ করেছে। যার চালচুলো বা স্থায়ী বাসস্থান নেই এমন একজন উচ্ছৃংখল প্রকৃতির বিদেশীর কাছে তার সকল ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বুদ্ধি, বিবেক, কর্তব্যবোধ সব বিলিয়ে দিয়ে সত্যিই ভুল করেছে সে। আপনি সোজাসুজি ভাল করে জানুন, এই মুহূর্তে আপনার এই বাড়ির ভিতর সে তার ঘরে আছে কি না। যদি আপনাকে কোনভাবে প্রতারিত করে থাকি তাহলে এই রাজ্যের আইন অনুসারে বিচার করে আমার শাস্তি দিন।

ব্রাবানশিও। কই কে আছ, ঘণ্টা বাজাও, আমাকে একটা বাতি দাও আমার লোকজনকে সব ডাকো। ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত এই দুর্ঘটনার কথাটা ভাবতেও আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আলো, আলো নিয়ে এস।

(উপরতলার জানালা হতে প্রস্থান)

ইয়াগো। আমার কিন্তু ভাই এখানে আর থাকা চলে না; আমি বিদায় নিচ্ছি। আমার এখানে থাকা মানেই মুরের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা। এ রাজ্যের ব্যাপার আমি বুঝি। যদিও এ ব্যাপারটা মুরের নামটা কিছুটা খারাপ করবে এবং তাকে কিছুটা ঘা দেবে তবু আমাদের সরকার ওকে একেবারে ছাড়তে পারবে না। কারণ সাইপ্রাস যুদ্ধে ও যা করেছে তার তুলনা নেই এ রাজ্যে। এ রাজ্যে ওর সমকক্ষ কেউ নেই। ওর সমপরিমাণ কৃতিত্ব দেখিয়ে ওর অবর্তমানে কাজ চালাবার কেউ নেই। এইজন্যেই যদিও আমি তাকে নরকের মতই ঘৃণা করি, তবু বর্তমানে বৃহত্তর প্রয়োজনের খাতিরে ওপরে ওপরে তার প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে যাব। অবশ্য এটা এক ভালবাসার মিথ্যা ভান ছাড়া আর কিছুই না। তুমি এখান থেকে সোজা সেই পাম্পনিবাসে চলে যাবে যেখানে ও থাকে। আমি ওইখানেই ওর কাছে থাকব। এখন বিদায়।

নীচে মশালহাতে কয়েকজন ভৃত্য ও নৈশ পোষাক পরিহিত ব্রাবানশিওর প্রবেশ

ব্রাবানশিও। এটা একটা জঘন্য ব্যাপার হলেও সত্যি। সত্যিই সে নেই। এখন আমার সময় সত্যিই খুব খারাপ যাচ্ছে, আমার ভাগ্যে এখন তিক্ততা

www.BanglaBook.org

আর বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নেই। আচ্ছা রোডারিগো, কোথায় তাকে দেখেছ বলছ? হা আমার মুখপোড়া মেয়ে!—কী বললে, সে মুরের সঙ্গে রয়েছে? আর যেন কেউ কখনো কোন মেয়ের পিতা না হয়।। আচ্ছা তুমি কেমন করে জানলে যে সে-ই বটে। হায়, হায়, আমি যা আগে ভেবেছিলাম তা সব ভুল। আচ্ছা সে তোমায় কি বলল?—আমায় একটা বাতি দাও বলছি না? আচ্ছা, ওদের বিয়ে কি হয়ে গেছে?

রোডারিগো। সত্যিই হয়ে গেছে। যতদূর আমার মনে হয় তারা এখন বিবাহিত।

ব্রাবানশিও। হা ভগবান! কিকরে সে বাইরে গেল? আমার যে রক্ত তার দেহের শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে সে রক্ত কেমন করে বিদ্রোহ করল, কেমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করল! পৃথিবীর পিতারা, তোমরা আর কোনদিন তোমাদের মেয়ের মনকে বিশ্বাস করো না। তাদের উপরকার কাজ দেখে তাদের মনকে বিচার করো না। আচ্ছা রোডারিগো, এমন কোন মন্ত্রের কথা জান যা দিয়ে কোন কুমারী মেয়ের উদ্ধত অসংযত যৌবনের সব ঐশ্বর্যকে নষ্ট করে দিতে পারা যায়? এ ধরনের কোন কিছু তোমার পড়া আছে?

রোডারিগো। হ্যাঁ, আমি তা জানি।

ব্রাবানশিও। আমার ভাইকে ডাক। তোমরা সব এক এক দিকে চলে যাও। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। বুঝলে? যেখানে গেলে তাকে আর মুরটাকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে সেখানে যেমন করে হোক যেতেই হবে।

রোডারিগো। আমি তাকে খুঁজে বার করতে পারি, তবে অবশ্য যদি আপনি আমার সঙ্গে উপযুক্ত রক্ষী দেন এবং আপনিও আমার সঙ্গে যান।

ব্রাবানশিও। দয়া করে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। প্রতিটি বাড়ি আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজব। সে অধিকার আমার আছে। কই, অস্ত্র নিয়ে এস। নৈশ পাহারাদারদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশেষ অফিসারকে ডেকে আনো। চল রোডারিগো। সত্যিই তুমি আমার হিতাকাঙ্খী। আমি তোমার কষ্টের একদিন উপযুক্ত দাম দেবই। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ভেনিস। অন্য একটি রাজপথ।

ওথেলো, ইয়াগো ও মশালহাতে কয়েকজন পার্শ্বচরের প্রবেশ

ইয়াগো। যদিও যুদ্ধে বহু লোক মেরেছিল তবু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে লোক খুন করতে আমার বিবেকে বাধে। এই সব কাজ করতে অনেক সময় আমি উপযুক্ত মনের জোর পাই না। কি বলব, নয় দশবার এইখানে আমার মনে হয়েছে ওর পাঁজরার ভিতরে আমূল ছুরিটা বসিয়ে দিই।

ওথেলো। দাওনি ভালই হয়েছে।

ইয়াগো। কিন্তু সে আপনার সম্মানে আঘাত দিয়ে এমন সব বাজে বাজে কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে আমায় উত্তেজিত করে চলছিল যে আমার মধ্যে কিছুটা বিবেক বুদ্ধি ছিল বলেই অতি কষ্টে আমি তা সহ্য করতে পেরেছিলাম। কিন্তু স্যার, আমি একটা কথা শুধোচ্ছি, আপনাদের বিয়েটা কি হয়ে গেছে? তবে এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, লোকসমাজে ওর যথেষ্ট খাতির আছে, ওর প্রভাব-প্রতিপত্তি ডিউকের থেকে দ্বিগুণ। ও আপনাদের বিয়ে বাতিল করে দিতে পারে অথবা আইনের সাহায্য নিয়ে কতকগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে তার ওপর।

ওথেলো। ওঁর যা খুশি ওঁকে করতে দাও। আমি ডিউককে যে সেবা দান করেছি তা ওর অভিযোগকে একেবারে স্তব্ধ করে দেবে। অবশ্য তখন আমায় জানতে হবে আমি যে বড়াই করেছি তা কতখানি সত্যি অর্থাৎ ডিউক আমায় কতটা সম্মান দান করতে চান। তারপর আমি আমার কথা বলব। আমিও রাজপরিবারের ছেলে। তার ওপর আজ আমি যে সম্মান ও সৌভাগ্য লাভ করেছি তা আমার এই দোষের দ্বারা কিছুটা কলুষিত হতে পারে। তবে জেনে রেখো ইয়াগো, আমি সুন্দরী শান্ত ডেসডিমোনাকে ভালবাসি বলেই সেই ভালবাসার খাতিরে আমার অবাধ অর্গলমুক্ত স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারব না। আমার সীমাহীন সমুদ্রপিপাসাকে খর্ব ও খুন্ন করতে পারব না।

ক্যাসিও ও মশালহাতে অফিসারদের প্রবেশ

দেখ ত কিসের আলো আসছে।

ইয়াগো। এরা হচ্ছে সেই ক্রুদ্ধ পিতা আর তার লোকজন। আপনার এখন সরে যাওয়া উচিত।

ওথেলো। না, আমি তা যাব না। আমাকে দেখা দিতেই হবে। আমার নিষ্পাপ অন্তঃকরণ আর পদমর্যাদার দিক থেকে সেটাই হবে ঠিক কাজ। এরা কি তারাই?

ইয়াগো। আমি ভেনাসের নামে শপথ করে বলছি, এরা তারাই।

ওথেলো। আমার প্রিয়তম সহকর্মী এবং ডিউকের অধীনস্থ কর্মচারিবৃন্দ আপনাদের সকলকে নৈশ শুভেচ্ছা জানাই। কি সংবাদ?

ক্যাসিও। ডিউক আপনাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এখনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি চান আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোন।

ওথেলো। ব্যাপারটা কি বলুন ত! আপনি কি মনে করেন?

ক্যাসিও। আমার যতদূর মনে হয় সাইপ্রাস থেকে খবর এসেছে। ব্যাপারটা খুবই উত্তপ্ত বলে মনে হয়, নৌবাহিনীর দপ্তর থেকে বারো জন তাতারবহ দূতকে পর পর পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রদূতরা ডিউকের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করছেন। আপনাকে তাই তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠানো হয়েছে। আপনাকে বাড়িতে পাওয়া না গেলে যেখান থেকে হোক খুঁজে বার করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল সিনেট থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওথেলো। ভালই হয়েছে আমাকে আপনারা এখানেই পেয়েছেন। যাই হোক, এখানে আর আমি একটা কথাও ব্যয় না করে এখনি আপনাদের সঙ্গে ওখানে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

ক্যাসিও। আচ্ছা, বন্ধু, আজ মুর এ সময়ে এখানে কেন?

ইয়াগো। বিশ্বাস করো, আজ রাত্রে সে এমন এক কাজ করেছে যদি তা আইনতঃ প্রমাণ হয় তাহলে ওর দফা রফা হয়ে যাবে।

ক্যাসিও। আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

ইয়াগো। সে বিয়ে করেছে।

ক্যাসিও। কাকে?

ওথেলোর পুনঃপ্রবেশ

ইয়াগো। কাকে বিয়ে করেছে—আসুন সেনাপতি সাহেব, আপনি তাহলে যাবেন?

ওথেলো। তোমার সঙ্গেই যাব।

মশাল ও অস্ত্রহাতে কয়েকজন অফিসারসহ
ব্রাবানসিও ও রোডারিগোর প্রবেশ

ক্যাসিও। এখানে আর একজন আপনার খোঁজ করতে আসছে।

ইয়াগো। ইনিই হচ্ছেন ব্রাবানশিও। সেনাপতিসাহেব, ভাল কথা বলছি, আপনি সাবধান হোন। ওঁর উদ্দেশ্য ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

ওথেলো। কে বটে, ওইখানেই দাঁড়াও।

রোডারিগো। মহাশয়, ইনিই হচ্ছেন সেই মুর।

ব্রাবানসিও। জাহান্নামে যাক, চোর কোথাকার।

(উভয়পক্ষেই তরবারি বার করল)

ইয়াগো। আপনি রোডারিগো না? আসুন, আমি আপনার সঙ্গে লড়ব।

ওথেলো। আপনাদের চকচকে তরোয়ালগুলো সব ঢুকিয়ে রাখুন। কারণ অকালে চলে গেলে ওগুলোতে শিশির পরে মরচে ধরবে। নমস্কার সিগনিওর, আপনি অস্ত্র ধারণ করে পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না এসে নিজের বয়সের সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

ব্রাবানসিও। বদমাস চোর কোথাকার। কোথায় আমার মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছ? তুমি নিশ্চয়ই যাদু জান। যাদুর মায়ায় তাকে ভুলিয়ে রেখেছ। কারণ আমি অনেক ভেবে এ ছাড়া আর কোন কারণ খুঁজে পাইনি। যদি সে এই-ভাবে মায়াজালে আবদ্ধ না হত তাহলে তার মত সুন্দরী মেয়ে কখনো তোমার মত একটা লোকের পোড়-খাওয়া কালো বুকে ঢলে পড়ে সাধারণের কাছে উপহাসের পাত্রী হত না। একাজ সে করেছে, ভয়ে, সুখের জন্য করেনি। আমি যা বলছি ঠিক কি না পৃথিবীর লোক বিচার করুক। কোন দৈব ওষুধ বা ধাতুর দ্বারা তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তার সুকুমার যৌবনকে কলুষিত করেছ; তার স্বাধীন

www.BanglaBook.org

ইচ্ছার গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছ। এটা ভাবতেও খারাপ লাগে এবং এ নিয়ে আমি বিচার প্রার্থনা করব। একজন দুষ্টমতি যাদুকর হিসাবে অভিযুক্ত করব তোমায়। আপাততঃ ওকে তোমরা গ্রেপ্তার করো। যদি ও বাধা দেয় তাহলে যেমন করে হোক ওকে আঘাত করে করায়ত্ত করো।

ওথেলো। থাম, থাম, তোমরা হাত তুলো না। উভয়পক্ষই নিবৃত্ত হও। লড়াই করার প্রয়োজন বোধ করলে কারো সাহায্যের দরকার হবে না, আমি একাই তা ভাল পারব। এখন বলুন, আপনার এই অভিযোগের উত্তর দিতে কোথায় আমার যেতে হবে!

ব্রাবানশিও। জেল হাজতে। আদালতে তোমার বিচার শুরু না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে।

ওথেলো। যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই? কিন্তু তাহলে ডিউককে কি করে সন্তুষ্ট করা যায়? তাঁর লোক এখনো আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজ্যসংক্রান্ত কোন জরুরী কাজের জন্য এখনি আমায় নিয়ে যাবার জন্য তিনি লোক পাঠিয়েছেন।

প্রথম অফিসার। আপনি ঠিকই বলেছেন সিগনিয়র। ডিউক সভায় বসেছেন এবং সেখানে আপনার মহামান্য উপস্থিতির জন্য আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

ব্রাবানশিও। সেকি! ডিউক সভায় বসেছেন! এই রাত্রিকালে! যাই হোক তাকে নিয়ে যাও। তবে আমার কাজটাও কম জরুরী না। ডিউক নিজে বা রাজ্যের যেকোন লোক এ ব্যাপারটাকে পরের ভেবে উড়িয়ে দিতে পারবে না, প্রত্যেকেই নিজের মত করে দেখে তার প্রতিকারের চেষ্টা করবে। যদি এ ধরনের অন্যায় কাজের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে যত সব ক্রীতদাস আর নাস্তিকরাই একদিন আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে উঠবে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেনিস। সভাকক্ষ।

একটি আলোকিত টেবিলের চারপাশে পার্শ্বচরসহ ডিউক ও সিনেটারদের প্রবেশ

ডিউক। এই খবরটার মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্যে তাদের বাহবা দেওয়া যায়।

প্রথম সিনেটার। আমার চিঠিতে বলে একশো সাতটি রণতরী। ওদের বিবরণের মধ্যে কোন সমতা নেই।

ডিউক। আমার চিঠিতে বলে একশো চল্লিশটি।

দ্বিতীয় সিনেটার। আমার চিঠিতে বলে দুশো। যদিও আমাদের হিসেব ঠিক না, এবং এসব ক্ষেত্রে হিসেবে প্রায়ই এরকম গরমিল হয়, তবু একদল তুর্কী যুদ্ধজাহাজ যে সাইপ্রাসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু সব খবরেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিউক। না, এটা এখন বিচার করে দেখতে হবে। আমি হঠাৎ কোন ভুল করে বসতে চাই না। যদিও আতঙ্কের কিছুটা কারণ রয়েছে।

নাবিক। (ভিতর থেকে) কই কে আছেন ? কেউ আছেন ?

নাবিকের প্রবেশ

অফিসার। নৌবাহিনী হতে একজন দূত এসেছে।

ডিউক। কী ব্যাপার ?

নাবিক। তুর্কীদের রণপ্রস্তুতি এখন রোড্‌স্‌এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। সিগনিয়ার এঞ্জেলো আমায় এই খবরটা জানাবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

ডিউক। হঠাৎ এই পরিবর্তনের মানে কিছু বুঝতে পারছেন ?

প্রথম সিনেটার। এটা হতেই পারে না। কোন কারণেই এটা হতে পারে না। এটা শুধু আমাদের ধোঁকা দেবার একটা ছল মাত্র। আমরা যদি ভেবে দেখি রোড্‌স্‌এর থেকে সাইপ্রাসের প্রয়োজন তুর্কীদের কাছে কত বেশী, তাহলে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারব। তাছাড়া আর একটা চিন্তা করলে প্রশ্নটা সহজ হয়ে উঠবে আরও। রোড্‌স্‌ এখন যেভাবে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত তাতে তাকে জয় করা তুর্কীদের বর্তমানের এই সামরিক প্রস্তুতির দ্বারা সম্ভব না। তুর্কীরা এতটা বোকা না যে, তারা যেটা সবচেয়ে আগে দরকার সেটা ছেড়ে সবচেয়ে শেষেরটা ধরতে যাবে, সহজলভ্য সাইপ্রাসকে ছেড়ে তারা বৃথা এক নিষ্ফল বিপদের ঝুঁকি নিতে যাবে।

অফিসার। এই যে আরও খবর আছে।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহামহিমান্বিত তুর্কীরা এখন রোড্‌স্‌ দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে তারা পৌঁছতে না পৌঁছতে আরও একদল জাহাজ গিয়ে হাজির হবে।

প্রথম সিনেটার। আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। আচ্ছা, কতগুলো জাহাজ মনে হবে ?

দূত। তিরিশটা জাহাজ। এখন তারা ফেরার পথে পরিষ্কার সাইপ্রাসের পথে তাদের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে। আপনার বিশ্বস্ত ও সাহসী কর্মচারি সিগনিয়র মঁতানো এ খবরটা আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে অনুরোধ করেছেন।

ডিউক। এখন তাহলে সাইপ্রাসই ওদের লক্ষ্য। আচ্ছা মার্কাম লুসিজ কি এখন শহরে নেই ?

প্রথম সিনেটার। এখন তিনি শহরে।

ডিউক। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে লিখে দিন, যত তাড়াতাড়ি পারেন তিনি যেন চলে আসেন।

ব্রাবানশিও, ওথেলো, ইয়াগো, রোডারিগো ও কয়েকজন অফিসারের প্রবেশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রথম সিনেটার। ব্রাবানশিও আর আমাদের বীর মুর এসে পড়েছেন।

ডিউক। আসুন বীরশ্রেষ্ঠ ওথেলো, আমরা সরাসরি আপনাকে আমাদের সাধারণ শত্রু তুর্কীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে চাই। (ব্রাবানশিওর প্রতি) আসুন সিগনিয়র। আজকের রাত্রিতে আপনার পরামর্শ আর সাহায্যের অভাব অনুভব করছিলাম।

ব্রাবানশিও। আমিও আপনার পরামর্শ এবং সাহায্য চাই মহামান্য ডিউক। আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বা আমার ওখানকার কেউ এই সব জরুরী ব্যাপারের কথা জানে না। আমাকে কেউ ঘুম থেকে ডেকে বলেওনি। তাছাড়া এখন আমি ব্যক্তিগতভাবে এমনই এক অসহ্য দুঃখে ভুগছি যে তাতে অন্যান্য দুঃখের কথা বা সাধারণভাবে দেশের কথা সব আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

ডিউক। কেন, সে দুঃখটা কী?

ব্রাবানশিও। আমার মেয়ে! হায় হায়, আমার মেয়ে।

সকলে। মারা গেছে?

ব্রাবানশিও। অন্ততঃ আমার কাছে সে মৃত। মাউন্তেব্যাঙ্ক থেকে সংগৃহীত ও আনীত কোন ওষধির বলে সে আমার কাছ থেকে অপহৃত কলুষিত ও কলঙ্কিত। স্বভাবতঃ তার বিচারবুদ্ধি বা বোধশক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। সুতরাং যাদু ছাড়া তাকে স্বাভাবিকভাবে কখনই খারাপ করা যেত না।

ডিউক। সে যেই হোক না কেন, যে এই অন্যায় কাজ করেছে, যে অন্যায়ভাবে আপনার মেয়েকে তার নিজের কাছ থেকে ও আপনার কাছ থেকে ভুলিয়ে এনেছে ছিনিয়ে এনেছে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। ভয়ঙ্কর আইনশাস্ত্রের পাতায় রক্তাক্ষরে এ বিষয়ে কি লেখা আছে তা আপনি নিজে পড়ে দেখতে পারেন। আচ্ছা, আপনার বাড়িতে ত উপযুক্ত রক্ষী ছিল।

ব্রাবানশিও। আপনার দয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এই সেই লোক, এই মুর যাকে রাজ্যের এক বিশেষ কাজের জন্য এখানে আনা হয়েছে।

সকলে। আমরা সবাই এজন্য দুঃখিত।

ডিউক। (ওথেলোর প্রতি) আপনার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু বলার আছে?

ওথেলো। মহামান্য শ্রদ্ধাভাজন ভদ্রবৃন্দ, আমার প্রিয় ও মহান মালিকবৃন্দ! আমি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি একথা সত্য। আর একথাও সত্য যে আমি তাকে বিয়ে করেছি। তবে আমার যা কিছু অপরাধ তার পরিধি শুধু এইখানেই সীমাবদ্ধ। এর বেশী কিছু না। হয়ত আমি আমার কথাবার্তায় কিছুটা রূঢ় হয়ে পড়েছি, শান্তির সুললিত বাণীর হয়ত কিছুটা অভাব ঘটেছে আমার কথায়; কারণ সাত সাতটি বছর ধরে আমার এই দুটি বাহু শুধু যুদ্ধ করে এসেছে। তাঁবু-খাটানো যুদ্ধের মাঠে অবিরাম অবিচ্ছিন্নভাবে কেটেছে আমার জীবনের এতগুলি বছর। ফলে আমি শুধু

www.BanglaBook.org

যুদ্ধ বিগ্রহের বিপদ আপদ ছাড়া এই বিশাল জগতের আর কোন কথাই জানি না। তবু যদি আপনারা দয়া করে ধৈর্য সহকারে শোনেন, তাহলে আমার প্রেমকাহিনীর গোটা ব্যাপারটাই আমি অমার্জিত ও মোটামুটিভাবে ব্যক্ত করব আপনাদের কাছে। তারপর বিচার করে দেখবেন, কি ওষধি, কি যাদু বা কোন মন্ত্র আমি প্রয়োগ করেছি ওঁর মেয়েকে লাভ করার জন্যে।

ব্রাবানশিও। ভেবে দেখুন, একটি মেয়ে যে মোটেই সাহসী নয়, যে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির, যে এতদূর লজ্জাশীলা যে অকারণে নিজে নিজেই লজ্জায় মুষড়ে পড়ে। সেই মেয়ে তার বয়সের সীমা ডিঙ্গিয়ে তার দেশীয় প্রথা আর স্বভাবের বাইরে এমন একজনকে বিয়ে করল যার দিকে তাকাতে একদিন সে ভয় পেত! নিশ্চয় তার বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করা হয়েছে, নিশ্চয় কোন নারকীয় কৌশলের দ্বারা তাকে এই স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু কেন তা করা হবে? সুতরাং আমি সমস্ত দায়িত্বের সঙ্গে একথা বারবার বলছি যে, নিশ্চয়ই রক্তের উপর কার্যকরী কোন শক্তিশালী ওষুধের অথবা কোন জঘন্য মন্ত্রের দ্বারা তাকে ও আয়ত্ত করেছে।

ডিউক। দায়িত্বের সঙ্গে কোন কথা বলাটাই প্রমাণ হতে পারে না কোন কিছুর। কতকগুলো দুর্বল সাদৃশ্য থেকে আপনি ওঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা আপাততঃ আনুমানিক এবং ব্যাপক ও খোলাখুলিভাবে ভাল করে পরীক্ষা না করে এ অভিযোগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না।

প্রথম সিনেটার। কিন্তু ওথেলোকেও বলতে দেওয়া উচিত। আপনি বলুন, আপনি কি পরোক্ষ ও বাধ্যতামূলকভাবে অথবা কোন বিষক্রিয়ার দ্বারা এই তরুণী কুমারীর ভালবাসাকে আয়ত্ব করেছেন? অথবা যা সাধারণতঃ এ সব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, আত্মার কাছে আত্মার এক নিবেদনের মাধ্যমে তার প্রেম আকর্ষণ করেছেন?

ওথেলো। আপনাদের নিকট আমার কাতর আবেদন, পান্থনিবাস হতে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসুন। আমার সম্বন্ধে তাঁর পিতার সামনে সব কথা তাঁকে বলতে দিন। যদি তাঁর বিবরণের মধ্যে আমার সম্বন্ধে অন্যায় বা আপত্তিকর কিছু পেয়ে থাকেন তাহলে যে পদমর্যাদা আমায় দান করেছেন, যে বিশ্বাস আমার উপর স্থাপন করেছেন, তা সব কেড়ে নেবেন আমার কাছ থেকে উপরন্তু আমার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশও দিতে পারেন।

ডিউক। ডেসডিমোনাকে এখানে নিয়ে এস।

ওথেলো। বন্ধু তুমি ভালভাবেই জান, সে কোথায় আছে। সুতরাং ওদের দেখিয়ে নিয়ে যাও।

(ইয়াগো ও কয়েকজন অনুচরের প্রস্থান)

যতক্ষণ পর্যন্ত না উনি আসেন ততক্ষণ আমি ঈশ্বরের নামে যথাসম্ভব বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমি আপনাদের সামনে বলে যাব কেমন করে আমরা দুজনে এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেমসম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম।

ডিউক। আপনি তা বলুন ওথেলো।

ওথেলো। ওঁর পিতা আমাকে স্নেহ করতেন এবং প্রায়ই বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন। উনি প্রায়ই দিনের পর দিন আমার পুরোন জীবনের কথা শুনতে চাইতেন। আর আমি সুদূর বাল্য হতে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সব কথা বলতাম। উনি শুনতে চাইতেন কত সব যুদ্ধ, অবরোধ, ভাগ্যের আশ্চর্য উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে বছরের পর বছর আমি কাটিয়েছি। কখনো আমি বলতাম আমার যত সব বিপদ আর দুর্ঘটনার কথা, বলতাম কেমন করে কত মারাত্মক বিপদ থেকে মরতে মরতে কোনরকমে বেঁচে গেছি, অনমনীয় শত্রুর হাতে ধরা পড়ে ক্রীতদাসের মত বিক্রীত হয়েছি, পরে আবার ছাড়া পেয়ে পথ চলতে শুরু করেছি; আবার কখনো বা বলতাম কত সব আকাশচুম্বী পাহাড় পর্বত, সুবিশাল মরুভূমি আর বড় বড় গুহার কথা; বলতে বলতে আমিও যেন নেশায় জড়িয়ে পড়তাম। আরও বলতাম ভয়ঙ্কর মানুষখেকো আর সেই সব অদ্ভুত মানুষদের কথা যাদের ঘাড়ের নিচে মাথা গজায়। এই সব কথা শুনতে ডেসডিমোনা খুব ভালবাসত। বাড়িতে কোন কাজ থাকলে মাঝে মাঝে তাকে উঠে যেতে হত, কিন্তু কাজটা তাড়াতাড়ি সেরেই আবার এসে বসত আর লুব্ধ কর্ণকুহর দিয়ে আমার কথাগুলোকে গিলে খেত। এই সব দেখে সময় বুঝে একদিন তার এক কাতর ও আন্তরিক অনুরোধে সম্মত হয়ে আমার যৌবনের বিভিন্ন দুরবস্থার কথা বেশ বিস্তারিতভাবে প্রাণ দিয়ে বললাম। দুঃখের কথা বললেই তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত। আমার দুঃখের কাহিনী শেষ হয়ে গেলে সে কতকগুলো গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত। বারবার বলত, এটা সত্যিই বিস্ময়কর, খুব বিস্ময়কর, এটা সত্যিই খুব দুঃখের, খুবই সকরুণ, এসব কথা না শুনলেই বরং ভাল হত। তবু সে শুনতে চাইত। সে ইচ্ছা প্রকাশ করত, ঈশ্বর তাকেও আমার মত এমনি বিপদে ফেললে ভাল হত। তার কোন প্রিয়জনকে এমনি করে গল্প বলা শেখাতে সে আমায় অনুরোধ করত মাঝে মাঝে। তার এই কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি আরও গল্প বলতাম। সে ভালবেসেছিল আমার জীবনের যত সব অতিক্রান্ত দুঃখ ও বিপদকে। আর আমি ভালবেসেছিলাম আমার দুঃখের প্রতি তার অখণ্ড অন্তরের অকৃত্রিম সমবেদনাকে। এটাই হচ্ছে একমাত্র যাদু যা আমি প্রয়োগ করেছি তার উপর। এই যে উনি এসে গেছেন, এবার ওঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করুন।

ডেসডিমোনা, ইয়াগো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ডিউক। আমার ত মনে হয় ওথেলোর এই কাহিনী আমার মেয়েকেও অভিভূত করবে। আচ্ছা ব্রাবানশিও, এবার ব্যাপারটা ভালভাবে নিস্পত্তি করে ফেল। মানুষ খালি হাতের থেকে অনেক সময় ভাঙ্গা অস্ত্রও ব্যবহার করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্রাবানশিও। মহামান্য ডিউক, এবার ওর কথা শুনুন। যদি এই অন্যায় প্রেমসম্পর্কের মধ্যে আমার মেয়ের অর্ধেক তৎপরতা থাকে, যদি আমি অন্যায়-ভাবে দোষারোপ করে থাকি মুরের উপর, তাহলে আমার শিরশ্ছেদের আদেশ দিতে পারেন। এবার এস ত মেয়ে। আচ্ছা, এখানে যে সব ভদ্রলোক উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কার বশ্যতা তুমি সবচেয়ে বেশী স্বীকার করো? ডেসডিমোনা। হে আমার পিতা! আমি দেখছি এখানে আমার কর্তব্যবোধ দ্বিধাবিভক্ত। আপনি আমার পিতা; আমার জীবন এবং শিক্ষাদীক্ষার জন্য আপনার কাছে চিরঋণে আবদ্ধ। আমি যে শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছি তাতে আপনাকে উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য আমি। এখনো পর্যন্ত আপনি আমার পিতা এবং আমার সকল কর্তব্যের প্রাণবস্তু। কিন্তু এখানে আমার স্বামীও রয়েছেন। যে পরিমাণ কর্তব্য মা আপনার প্রতি পালন করে এসেছেন, আমিও সেই পরিমাণ কর্তব্যই আমার স্বামী এই মুরের প্রতি পালন করতে চাই।

ব্রাবানসিও। হা ভগবান আমি গেলাম! আমার সর্বনাশ হলো। মহামান্য ডিউক, দয়া করে আপনি রাজকার্য সংক্রান্ত কথাবার্তা বলুন। আমি দত্তকপুত্র বা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করব সে ভাল, তবু আমার সন্তান যেন আর কখনো না হয়। মুর, তুমি এদিকে এস। এতদিন আমার যে অমূল্য রত্ন তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম নিবিড়তম আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে আজ সেই রত্নই আমি অন্তরের সঙ্গে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। আমার আর সন্তান নেই। এখন তোমায় এড়িয়ে গেলে আমার দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। তাতে আমি আরও কষ্ট পাব। আমার কাজ এবার শেষ হয়েছে মহামান্য ডিউক।

ডিউক। এবার আমার বিচারের রায় দিতে দিন, যে রায় আমার মনে হয় এই প্রেমিকযুগলকে আপনার সপক্ষে আসতে সহায়তা করবে। যার কোন প্রতিকার নেই তার জন্য দুঃখ করেও লাভ নেই। অতীত ক্ষতির জন্য বিলাপ করা মানেই আবার নতুন করে ক্ষতিকে ডেকে আনা। যে ধনকে রাখা যাবে না তার ক্ষতিকে সহজভাবে সহ্য করতেই হবে; তাহলে সেই ক্ষতির গুরুত্ব অনেকখানি কমে যাবে। চোর আমাদের কোন বস্তু চুরি করে নিয়ে গেলে আমরা যদি হাসিমুখে তা সহ্য করতে পারি তাহলে সেই চোরই উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠে, তার চুরি করার গুরুত্ব অনেক কমে যায়। কিন্তু আমরা যদি অপহৃত বস্তুর জন্য দুঃখ করি তাহলে আমরা তার দ্বারা নিজেরই ক্ষতি করি, নিজেদেরই মনোবলকে নষ্ট করে ফেলি।

ব্রাবানশিও। তাহলে তুর্কীরা আমাদের কাছ থেকে সাইপ্রাস নিয়ে নিক। আমরা হাসিমুখে সে ক্ষতি সহ্য করব, সে ক্ষতিকে ক্ষতি বলে মনেই করব না। কিন্তু দণ্ড আর দুঃখকে নীরবে সহ্য করা মানেই বৈরের কাছ থেকে কিছু ধার করে তা দুঃখকে দান করা। আপনার এই কথাগুলো এমনই দ্ব্যর্থবোধক যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা মিষ্ট বা বিষাক্ত দুইই মনে হতে পারে। কিন্তু কথা কথা। তার দ্বারা কখনো মানুষের অন্তরের ক্ষত সারে না। আমি বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি, আপনি এবার রাজ্যবিষয়ক কথাবার্তা বলুন।

ডিউক। তুর্কীরা বিরাট সামরিক প্রস্তুতির সঙ্গে সাইপ্রাসের দিকে এগিয়ে আসছে। ওথেলো, ওদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালভাবেই জানেন। ওখানে আমাদের সামরিক সাজসজ্জারও প্রচুর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জনমত আপনাকে সেখানে পাঠাতে চায়, অবশ্য এ জনমত আপনার বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলীর ফলাফল থেকেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং আপনি সেখানে চলে যান, এই বিরাট বিপদসঙ্কুল অভিযানের ঝুঁকি নিয়ে আপনি আপনার নবলব্ধ সৌভাগ্যকে আরও গৌরবান্বিত করে তুলুন।

ওথেলো। মহামান্য সিনেটারগণ, নিষ্ঠুর ভাগ্য আমার জীবনকে এমনইভাবে গড়ে তুলেছে যে যুদ্ধই আমার জীবনের সঙ্গী, সমরক্ষেত্রই হয়ে উঠেছে আমার শয্যা। তবে আমি স্বীকার করছি, যে কোন দুঃখকষ্টের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে পেতে আমার বেশী সময় লাগে না। বর্তমানে আপনাদের এই তুর্কীবিরোধী যুদ্ধে আমি যোগদান করছি। তবে আপনাদের রাষ্ট্রের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আমার স্ত্রীর উপযুক্ত বাসস্থানের যেন ব্যবস্থা করা হয় আমার অবর্তমানে।

ডিউক। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে উনি ওঁর পিতার কাছেই থাকতে পারেন।

ব্রাবানশিও। আমি তা চাই না।

ওথেলো। আমিও তা চাই না।

ডেসডিমোনা। আমিও তা চাই না। আমি সেখানে থাকব না। বাবার চোখের সামনে আমি এখন থাকলে তাঁর অস্বস্তিকর চিন্তা বেড়ে যাবে। মহামান্য ডিউক, আমার সব কথা কান দিয়ে শুনে আমার একটি সাধারণ সরল ইচ্ছাকে সমর্থন দান করুন।

ডিউক। কী তুমি বলতে চাও ডেসডিমোনা?

ডেসডিমোনা। আমি আমার সুখ সম্পদের সৌভাগ্যকে উপেক্ষা করে মূরকে ভালবেসেছি তা জগতের সবাই জানে। আমার স্বামীর গুণাবলীর দ্বারাই আমার অন্তরাত্মা বিমুগ্ধ। তাঁর সম্মান সাহস আর বীরত্বের কাছেই আমি আমার আত্মার ও জীবনের সমস্ত সম্পদ ও ঐশ্বর্যকে উৎসর্গ করেছি। কিন্তু আজ যদি আমার স্বামী যুদ্ধে চলে যান আর আমি একা শান্তির সামান্য কীট হয়ে ঘরে থেকে যাই তাহলে আমার গুণমুগ্ধ প্রেম এবং অন্তরাত্মা অনেকখানি বঞ্চিত হবে নিঃস্ব হবে। তাঁর অনুপস্থিতিকালে আমিও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুধু দিন গণে যাব। সুতরাং আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে দিন।

ওথেলো। এবার আপনি আপনার রায় দিন। ঈশ্বরের নামে শপথ করে

www.BanglaBook.org

বলছি, আমি এমন কোন রায় চাই না যাতে আমার আপন স্বার্থের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়। তবে ব্যাপারটা আমি তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু যদি কেউ মনে করে থাকেন আমার স্ত্রী কাছে থাকলে আমার যুদ্ধকার্যে বিঘ্ন ঘটবে, তাঁরা ভুল করবেন। প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যদি নির্মম খেলার ছলে আমার কর্ম ও চিন্তার উৎসগুলি বন্ধ করে দিতেন তাহলে কখনই আমি জীবনে এত বিপর্যয় এত প্রতিকূল অবস্থা জয় করতে পারতাম না। তাহলে আমার স্ত্রী আমার সব শক্তি কেড়ে নিয়ে রান্না ঘরে আমায় ভরে রেখে দিত, আমার সব সম্মান ভূমিস্যাৎ করে দিত।

ডিউক। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী থাকবেন না যাবেন সেটা আপনারা দুজনে ঘরোয়াভাবে ঠিক করুন। তবে ব্যাপারটা খুবই জরুরী। যা কিছু করতে হবে তাড়াতাড়ি করতে হবে। আপনাকে আজ রাত্রেই রওনা হতে হবে।

ডেসডিমোনা। আজ রাত্রেই!

ডিউক। হ্যাঁ, আজ রাত্রেই।

ওথেলো। আমি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে যেতে রাজী আছি।

ডিউক। সকাল ন'টায় আবার আমাদের এখানে দেখা হবে। ওথেলো, আপনি আপনার মনোনীত একজন অফিসারকে এখানে রেখে যান যিনি আমাদের এখানকার খবরাখবর আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন, যিনি আপনার গুণ ও সম্মানের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে চলতে পারবেন।

ওথেলো। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার এই সহকর্মীই হচ্ছেন সেই অফিসার। ইনি সৎ এবং বিশ্বাসী। এঁরই তত্ত্বাবধানে আমি আমার স্ত্রীকে রেখে যাচ্ছি। বাকি জরুরী খবরাখবর আপনি পাঠাবেন।

ডিউক। তাই হোক। তাহলে এখন বিদায়। (ব্রাবানশিওর প্রতি) মাননীয় সিগনিয়র, যদি গুণের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব না থাকে তাহলে আপনার জামাতা কালো হলেও যথেষ্ট সুন্দর।

প্রথম সিনেটার। বিদায় সাহসী মুর। ডেসডিমোনাকে ভাল করে দেখবেন।

ব্রাবানশিও। আচ্ছা মুর, যদি তোমার চোখ থাকে ত ভাল করে লক্ষ্য রাখবে, কারণ যে তার পিতার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে সে তোমার সঙ্গেও প্রতারণা করতে পারে। (সিনেটার ও অফিসারগণসহ ডিউকের প্রস্থান)

ওথেলো। তার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করছে আমার সমগ্র জীবন। সাধু ইয়াগো, আমি আমার ডেসডিমোনাকে তোমার কাছেই রেখে যাব। আমার অনুরোধ তোমার স্ত্রীই তার দেখাশোনা করবে আর তুমি তাদের সুখসুবিধার দিকে নজর রাখবে। সুন্দরী ডেসডিমোনা, মাত্র আর এক ঘণ্টা বাকি আছে, এর মধ্যে আমায় পার্থিব ও প্রেমগত সব ব্যাপার সারতে হবে তোমার সঙ্গে। উপায় নেই। কালের নির্দেশকে অবশ্যই আমাদের মেনে চলতে হবে।

(ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোডারিগো। ইয়াগো!

ইয়াগো। মহানহৃদয় বন্ধু, কী বলছ দাদা?

রোডারিগো। এখন আমি কি করব, তোমার মতে?

ইয়াগো। কেন, বিছানায় গিয়ে ঘুমোবে।

রোডারিগো। আমি জলে ডুবে মরব, কারও কথা শুনব না।

ইয়াগো। যদি তুমি তা করো, তাহলে আমি এরপর কখনো তোমায় ভালবাসব না। একথা তুমি কোন দুঃখে বললে?

রোডারিগো। জীবন যখন শুধু যন্ত্রণা, তখন বাঁচা মানেই বোকামি। সে যন্ত্রণার হাত থেকে একমাত্র মৃত্যুই আমাদের বাঁচাতে পারে, মৃত্যুই তখন একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে।

ইয়াগো। ও শয়তান! দেখ, আমি আঠাশ বছর ধরে জীবনকে দেখে আসছি। আমি জীবনের ভাল মন্দ লাভ ক্ষতি কাকে বলে জানি। আমি কিন্তু এমন একটি মানুষকেও দেখিনি যে নিজেকে ভালবাসে! যে নিজেকে ভালবাসে সে কখনো আর কারো ভালবাসার জন্যে মরতে যায় না। আমি যদি কখনো একটা মুরগীর ভালবাসার জন্যে ডুবে মরব বলি, তাহলে আমাকে মানুষের পরিবর্তে বেবুন বলে ডাকবে।

রোডারিগো। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমি স্বীকার করছি এটা আমার পক্ষে লজ্জার কথা, কিন্তু আমার গুণের মধ্যে এমন কোন জোর নেই যার দ্বারা এ দোষটা আমি দূর করতে পারি।

ইয়াগো। গুণ? দূর! ওসব গুণটুন কিছু না। আমরা যা হবার তা এমনিতেই হই। আমাদের দেহটা হচ্ছে আমাদের বাগান আর আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে সে বাগানের মালী। সেই বাগানে কে কি ধরনের গাছ পুঁতবে, কে কতখানি পরিশ্রমের সার দিয়ে সে গাছকে বড় করে তুলতে পারবে তারই উপর নির্ভর করবে বাগানের ফলন। সেটা নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছা আর ক্ষমতার উপর। মালী যদি অলস হয় তাহলে গোটা বাগানটাই হয়ে উঠবে বন্ধ্যা। আমাদের জীবনে দেখবে দুটো দিক আছে—যুক্তি আর ইন্দ্রিয়বৃত্তি। এই দুটো দিকের মধ্যে যদি ভারসাম্য না থাকে তাহলে রক্তের উচ্ছ্বাস আর আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির নীচতা ও মত্ততা আমাদের জীবনকে নিয়ে যাবে পদে পদে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে। কিন্তু উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা আমাদের জীবনের যত সব বিক্ষুব্ধ আবেগ, দেহগত ক্ষুধা আর অসংযত কামনা বাসনাকে শান্ত ও শীতল করতে হবে। আমি দেখছি তুমি ভালবাসাকে মনে ভাব শুচিশুভ্র একটি ফুলের কুঁড়ি।

রোডারিগো। না, তা কেন হবে?

ইয়াগো। আসলে ভালবাসা হলো রক্তের কামনা, ইচ্ছা এক উচ্ছৃংখল অভিপ্রকাশ। দেখ, প্রকৃত মানুষ হবার চেষ্টা করো। ডুবে মরবে? কেন, বিড়াল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর অন্ধ কুকুরছানাগুলোকে ডুবিয়ে মার। আমি তোমার বন্ধু হিসেবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের এই বন্ধুত্বের বন্ধনের দৃঢ়তা কোনদিন শিথিল হবে না। বন্ধু হিসেবে এখনই আমি তোমার সবচেয়ে বেশী ভাল করতে পারি। এখন কিছু টাকা জমাও ত। তারপর মুখে দাড়ি রেখে প্রতীক্ষা করে চল। আমি বলছি, টাকা সঞ্চয় করো। বেশীদিন ডেসডিমোনা মুরটার প্রতি তার ভালবাসাকে ধরে রাখতে পারবে না আর মুরটা নিজেও তা পারবে না। এখন শুধু টাকা জমিয়ে চল। মেয়েটা প্রথমে শুরুতে খুব জারিজুরি করেছিল, পরিশেষে বিচ্ছেদ হতে বাধ্য। টাকা জমাও। মুরগুলোর মতিগতি চিরদিন স্থির থাকে না, ওরা বড় পরিবর্তনশীল; যত পার টাকা জমাও। যে খাদ্য এখন তার কাছে সুস্বাদু বলে মনে হচ্ছে, এত সুস্বাদু যে তার লোভে পঙ্গপাল ছুটে আসছে তার কাছে, দুদিন পরে সে খাদ্য তেঁতো ওষুধের মত বিস্বাদ মনে হবে। যৌবনটা চলে গেলেই মেয়েটার পরিবর্তন হবে। লোকটার দেহের দ্বারা ও নিজে চরম দেহগত তৃপ্তি পেলেই নিজের ভুল ও বুঝতে পারবে। সুতরাং এখন থেকে কিছু সঞ্চয় করে চল। নিজেকে যদি ধিক্কার দিতে চাও তাহলে না ডুবে অন্যভাবে তা করতে পার। যতদূর সম্ভব টাকা কর দেখি, যদি ভ্রান্তিসুলভ একজন বর্বর উপজাতির সঙ্গে আমার যথেষ্ট পার্থক্য থেকে থাকে, যদি ভেনিসের একজন মার্জিত সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ভদ্রলোক বলে আমায় স্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমি বলছি তুমি মেয়েটাকে একদিন উপভোগ করবেই। সুতরাং টাকা জমাও। তুমি ডুবে মরবে? না, না তা কখনই হবে না। তার দুঃখে তার বিরহে ডুবে না মরে বরং তাকে পাওয়ার আনন্দের আতিশয্যে ফাঁসিকাঠে ঝোলগে যাও।

রোডারিগো। যদি আমি ব্যাপারটার উপর নির্ভর করি তাহলে তুমি কি তাড়াতাড়ি আমার আশা পূরণের ব্যবস্থা করে দিতে পার।

ইয়াগো। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, বিশেষ করে আমার সম্বন্ধে। যাও টাকা জমাও গে। আমি তোমায় এর আগে বারবার বলেছি, আবার বলছি, মুরটাকে আমি দেখতে পারি না, আমি তাকে ঘৃণা করি। আমার যা কারণ তোমারও সেই কারণ। দুটো কারণই আন্তরিক এবং যুক্তিপূর্ণ। সুতরাং এস আমরা দুজনে যৌথ প্রচেষ্টায় মুরের উপর প্রতিশোধ নিই। কালের গর্ভে এমন অনেক ঘটনা আছে যা কালক্রমে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। যাও, টাকা জমাও গে। আগামীকাল আবার এ বিষয়ে আলোচনা হবে। এখন বিদায়।

রোডারিগো। সকালে কোথায় আমাদের দেখা হবে?

ইয়াগো। আমার বাড়িতে।

রোডারিগো। আমি ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।

ইয়াগো। যাও বিদায়। শুনছ রোডারিগো?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোডারিগো। কি বলছ ?

ইয়াগো। আর যেন ডুবে মরতে যেও না। শুনলে ?

রোডারিগো। আমার পরিবর্তন হয়েছে, আমার সে আমি আর নেই।

ইয়াগো। যাও, বিদায়। প্রচুর টাকা জমাবে।

রোডারিগো। আমি আমার সব জমিজমা বিক্রি করব।

(প্রস্থান)

ইয়াগো। এইভাবে আমি একটা বোকা লোককে দিয়ে আমার কিছু রোজগারের পথ করে নিলাম। কোন কিছু লাভ না থাকলে শুধু শুধু ওই বোকা লোকটার কাছে আমার অর্জিত জ্ঞান বিদ্যার অপচয় করা মানেই বেনার বনে মুক্তো ছড়ানো। আমি মুরকে ঘৃণা করি। এখন বাইরে পাঁচজনে বলছে আমার অফিসের কাজকর্ম আমার বাড়িতেই স্বাধীনভাবে করার ব্যবস্থা করেছে মুর। জানি না কতদূর তা সত্যি। তবে এখনও আমার সন্দেহ আছে এবং আমাকে নিশ্চিত হতে হবে এ বিষয়ে। এখন অবশ্য সে আমাকে ভালভাবেই বশ করেছে। তবে আমি আমার উদ্দেশ্যমত ঠিকই কাজ করে যাব। এখন দেখি কি কতদূর করতে পারি। ক্যাসিওই হচ্ছে এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক। তার পদ আমার লাভ করতে হলে এবং আমার উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে আমায় দুদিক থেকে চাতুরী খেলতে হবে। কিন্তু কেমন করে সেইটেই হল কথা। আচ্ছা দেখা যাক। কিছুকাল পরে এই বলে ওথেলোর কানটাকে ভারী করে তুলতে হবে যে সে তার স্ত্রীর প্রতি খুব বেশী অনুরক্ত।' তারপর এমন একটা লোককে খুঁজে বার করতে হবে যাকে সে সন্দেহ করতে পারে এবং যার দ্বারা তার স্ত্রীর বিশ্বস্ততা নষ্ট হতে পারে। মুরটা বেশ খোলাখুলি স্বভাবের, মনে খল কপটতা কিছু নেই। সব লোককে ও সৎ ভেবে বিশ্বাস করে। ওকে গাধার মত নাকে ধরে ঘোরানো যেতে পারে। পরিকল্পনাটা প্রায় হয়েই গেছে। নরক আর অন্ধকারের মধ্যে যার জন্ম সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাটাকে ধীরে ধীরে বাইরে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে আসতে হবে।

◻ দ্বিতীয় অঙ্ক ◻

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাস। একটি সমুদ্র বন্দর।

দুইজন ভদ্রলোকসহ সাইপ্রাসের গভর্নর মোঁতানোর প্রবেশ

মোঁতানো। এই অন্তরীপ হতে সমুদ্রে কি দেখছেন ?

১ম ভদ্রলোক। কিছুই না। দেখছি কেবল তরঙ্গায়িত বিশাল জলরাশি। আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে কোন জাহাজের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না।

মোঁতানো। আমার মনে হয় ঝড়ের গর্জনটা স্থলের উপরেই বেশী। এর আগের কোন ঝড়ে আমাদের দুর্গপ্রাকার এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এই ঝড়ের প্রকোপটা সমুদ্রেও যদি এমনি হয় তাহলে জাহাজের হাড় পাঁজরা তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দূরের কথা, পাহাড় পর্যন্ত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। এর ফল কীই বা আমরা আশা করতে পারি।

২য় ভদ্রলোক। তুর্কী রণতরীগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ওইসব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জাহাজগুলো শূন্য উপকূলভাগে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে আর অসংখ্য বায়ুতাড়িত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা পর্বতপ্রমাণ স্পর্ধায় যেন আকাশের মেঘগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে উন্মত্ত ঢেউগুলো যেন সুদূর মেরুপ্রদেশের দিগন্তবর্তী কোন জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জলের অঞ্জলি দিচ্ছে। ঝড়ের এই ধ্বংসলীলা দেখতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

মোঁতানো। তুর্কী রণতরীগুলো যদি নোঙর করতে না পায়, যদি কোন আশ্রয় না পায় তাহলে তারা নিশ্চয় ডুবে যাবে। তারা এ আঘাত কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ

৩য় ভদ্রলোক। খবর আছে। তোমাদের যুদ্ধের দফা ত শেষ। এই ঝড় একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে তুর্কীদের। তাদের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে। ভেনিসের একটি জাহাজের লোকেরা নিজের চোখে দেখেছে তুর্কী-দের জাহাজগুলো কিভাবে ভেঙ্গে চুরে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মোঁতানো। কিন্তু কেমন করে! এটা কি সত্যি?

৩য় ভদ্রলোক। জাহাজটা ত এসে গেছে এখানে। নোঙর করা হয়েছে, নাম 'ভেরোনেসা' বীর মুর ওথেলোর সহকর্মী মাইকেল ক্যাসিও তীরে এসে উঠেছেন। মুর অবশ্য এখনও সমুদ্রে আছেন। তিনি সাইপ্রাসের পক্ষে এ যুদ্ধে যোগদান করতে এসেছেন।

মোঁতানো। এতে সত্যিই আমি আনন্দিত। ওখানকার গভর্নর সত্যিই উপযুক্ত ব্যক্তি।

৩য় ভদ্রলোক। তুর্কীদের ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে ক্যাসিও সুখবর আনলেও তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কারণ ভয়ঙ্কর ঝড়ে তাঁরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; তাই তিনি মুরের নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

মোঁতানো। ঈশ্বর যেন তাঁকে নিরাপদে রাখেন। তিনি এর আগেও আমাদের পক্ষে কাজ করেছেন। যুদ্ধের কাজ তিনি খুব ভাল জানেন। চল আমরা এখন সমুদ্রকূলে যাই। বীর ওথেলোর জাহাজটার দিকে নজর রাখিগে। এখন সমুদ্রের নীল আর আকাশের নীল একাকার হয়ে গেলেও সেই অস্পষ্টতার মাঝে জাহাজটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

৩য় ভদ্রলোক। চলুন তাই যাই। প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা তাঁর আগমন প্রত্যাশা করছি।

ক্যাসিওর প্রবেশ

ক্যাসিও। সমরকুশলী এই দ্বীপপুঞ্জের বীর যোদ্ধাগণ, ধন্যবাদ। আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুরের পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে তিনি যেন রক্ষা পান।

মোঁতানো। তাঁর জাহাজটা ভাল ত?

ক্যাসিও। হ্যাঁ, তাঁর জাহাজের কাঠগুলো খুবই শক্ত আর চালকও খুবই দক্ষ। সুতরাং আমি আশা করছি, নিশ্চয়ই তাঁরা ভাল আছেন, মৃত্যুর কবলে পড়েননি। (ভিতরে, 'জাহাজ' 'জাহাজ' বলে চীৎকার)

জনৈক দূতের প্রবেশ

ক্যাসিও। গোলমাল কিসের?

দূত। গোটা শহর খালি। সব লোক সমুদ্রের কূলে গিয়ে হাজির হয়েছে। 'জাহাজ' 'জাহাজ' বলে চীৎকার করছে।

ক্যাসিও। আমার আশা এবার বোধহয় সত্যি হতে চলেছে। (তোপধ্বনি)

২য় ভদ্রলোক। মনে হয় আমাদের বন্ধু এসে গেছেন। তাঁরই সৌজন্যে এই তোপধ্বনি।

ক্যাসিও। দয়া করে বাইরে গিয়ে একটু দেখুন এবং আমাদের সত্য খবরটা দিন, কে এল।

২য় ভদ্রলোক। যাচ্ছি।

মোঁতানো। আচ্ছা বন্ধু, আপনাদের সেনাপতির কি বিয়ে হয়েছে?

ক্যাসিও। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী। তিনি এমনই এক সৌন্দর্যের খনিকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করেছেন যার রূপসৌন্দর্য অবর্ণনীয়, যার প্রতিরূপ বা প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকের পুনঃপ্রবেশ

তাহলে কে এল?

২য় ভদ্রলোক। ইয়াগো নামে এক সেনাপতি মুরের সহকর্মী।

ক্যাসিও। খুব তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবেই ওঁরা এসে পড়েছেন। দেখ মনে হচ্ছে দুরন্ত ঝড়, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, গর্জনশীল বাতাস, সমুচ্চ পাহাড়, পুঞ্জীভূত বালুকারাশি—এদেরও সৌন্দর্যবোধ আছে আর সেই সৌন্দর্যবোধের তাড়নায় এরা এদের স্বভাবসুলভ ধ্বংসক্রিয়ার কথা ভুলে গিয়ে অসামান্যা সুন্দরী ডেসডিমোনার পথকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করে তুলেছে।

মোঁতানো। কে সে?

ক্যাসিও। যাঁর কথা একটু আগে বলছিলাম, আমাদের ক্যাপ্টেনের ক্যাপ্টেন, যিনি এতদিন ইয়াগোর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ওঁর কথা চিন্তা করতে না করতেই উনি নিজে এখানে এসে গেলেন। হে দেবতা জোভ, দয়া করে ওথেলোকে রক্ষা করো, তুমি তোমার নিজের জোড়ালো নিঃশ্বাস দিয়ে তার জাহাজটাকে গতি দাও, যাতে সে জাহাজটা ওথেলোর প্রভূত উপকার সাধন করতে পার, যাতে তিনি অবিলম্বে তার উদ্বিগ্নমনা ডেসডিমোনার বাহুলগ্ন হতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারেন, আমাদের শীতল হয়ে থাকা উদ্যমকে আবার উত্তপ্ত করে তুলতে পারেন এবং সারা সাইপ্রাসকে দুশ্চিন্তার কবল থেকে বাঁচাতে পারেন।

ডেসডিমোনা, ইয়াগো, এমিলিয়া, রোডারিগো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

দেখ, দেখ, আমাদের নবাগত জাহাজের প্রকৃত সম্পদ সশরীরে এখানে উপস্থিত। সাইপ্রাসের অধিবাসীবৃন্দ, নতজানু হয়ে অভ্যর্থনা করো এই নারীকে। স্বাগতম দেবী। ঈশ্বরের অকৃপণ কৃপা বর্ষিত হোক আপনার উপর।

ডেসডিমোনা। ধন্যবাদ বীর ক্যাসিও, আমার স্বামীর খবর কি?

ক্যাসিও। তিনি এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছাননি। কিছু খবরও পাইনি। তবে মনে হয় তিনি ভালই আছেন এবং খুব শীগ্‌গির এসে পড়বেন।

ডেসডিমোনা। কিন্তু আমার যে ভয় হচ্ছে। কেমন করে আপনারা ছাড়াছাড়ি হলেন?

ক্যাসিও। আকাশ ও সমুদ্রের তুমুল ঝগড়াই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল।

(ভিতরে 'জাহাজ' 'জাহাজ' বলে চীৎকার)

শুনুন, নিশ্চয়ই জাহাজ দেখা গেছে। (তোপধ্বনি)

২য় ভদ্রলোক। নিশ্চয়ই আমাদের কোন বন্ধুবরকে পেয়ে তারা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

ক্যাসিও। কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হচ্ছে। তবে একবার ব্যাপারটা দেখুন ত। (২য় ভদ্রলোকের প্রস্থান) (এমিলিয়ার প্রতি) আসুন আসুন। আমি আমার স্বভাবসুলভ কায়দায় ওঁর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করছি বলে তুমি যেন কিছু মনে করো না। আমি এইভাবে সৌজন্য প্রকাশ করে থাকি।

(এমিলিয়াকে চুম্বন)

ইয়াগো। উনি যতটা আমায় ওঁর জিব দান করেন ততটা ঠোঁট আপনাকে দেবেন কি?

ডেসডিমোনা। না, উনি মোটেই ঝগড়াটে নন, মোটেই বেশী কথা বলেন না।

ইয়াগো। আমি তা জানি। তবে আমি আমাদের মাননীয়া লেডির সামনে সত্যি করে বলছি, আমি ঘুমোবার সময় বিছানায় গিয়ে দেখেছি উনি মুখে কোন কথা না বললেও মনে মনে চিন্তা করেন তখন। আর ওঁর সেই সোচ্চার চিন্তা দিয়ে আমায় ভর্ৎসনা করেন।

এমিলিয়া। তুমি শুধু শুধু একথা বলছ।

ইয়াগো। থাম, থাম। তোমরা হচ্ছ ঘরের বাইরে ছবির মত, বৈঠকখানা ঘরে ঘণ্টা, রান্না ঘরে বনবিড়াল, একটু রুষ্ট হলেই শয়তান আর আঘাত পেলেই সাধু; ঘরকন্না করতে গিয়ে খেলা করো আর ঘুমোতে গিয়ে ঘরকন্না করো।

ডেসডিমোনা। এটা কিন্তু আপনার অহেতুক নিন্দা ছাড়া আর কিছুই না!

ইয়াগো। আমি যা বলছি সব সত্যি; তা না হলে আমায় তুর্কী বলবেন। আপনারা বিছানায় গিয়ে ঘরকন্যা করেন আর বিছানা থেকে জেগে খেলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেন।

এমিলিয়া। তুমি আমার প্রশংসা কখনই করবে না।

ইয়াগো। না, আমাকে তা করতে বলো না।

ডেসডিমোনা। যদি আপনাকে আমার প্রশংসা করতে হয় তাহলে কি লিখবেন?

ইয়াগো। দয়া করে আমাকে তা করতে বলবেন না। কারণ সমালোচনা করাই হলো আমার কাজ।

ডেসডিমোনা। আচ্ছা এবার কাজের কথায় আসা যাক। কেউ কি বন্দরে দেখতে গেছে?

ইয়াগো। হ্যাঁ ম্যাডাম।

ডেসডিমোনা। আমার মনে সুখ নেই। কিন্তু মনটাকে আমি কিছুক্ষণ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে আমার আসল ভাবটাকে চেপে রাখতে চাই। এবার কেমন করে আমার প্রশংসা করবেন?

ইয়াগো। আচ্ছা তা করছি। তবে এটা আমার নিজস্ব উদ্ভাবন। পাখি ধরার ফাঁদ থেকে যেমন আস্তে আস্তে আঠা বেরিয়ে আসে তেমনি মাথা থেকে সাক্ষাৎ জ্ঞানবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং যেন আঁকপাঁক করতে করতে বেরিয়ে আসেন। যদি সে দেবী একই সঙ্গে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী হন তাহলে তার ফল হয় বুদ্ধি আর সৌন্দর্য। একটি হলো ভোক্তা আর অন্যটি হলো ভোগ্যা।

ডেসডিমোনা। ভালই ত বললেন। কিন্তু যদি তিনি বুদ্ধিমতী অথচ দেখতে কালো হন?

ইয়াগো। বুদ্ধিমতি অথচ কালো হলে তিনি এমন একজন সাদা লোককে অবশ্যই খুঁজে নেবেন যে তাঁর কালোর উপযুক্ত জবাব দেবে।

ডেসডিমোনা। এটা কিন্তু নিন্দার কথা হলো। খুব খারাপ কথা।

এমিলিয়া। যদি তিনি সুন্দরী অথচ বুদ্ধিহীনা হন?

ইয়াগো। তা কখনো হতেই পারে না। সুন্দরীরা কখনই বোকা হয় না। যত বোকাই হোক, ঠিক তার লোক জুটে যাবে, ঠিক তার সন্তান সন্ততি থেকে যাবে।

ডেসডিমোনা। কিন্তু যারা বোকা আর বদমাস তাদের আপনি কি বলবেন?

ইয়াগো। একই লোক কখনই বোকা আর বদমাস হতে পারে না। বোকারা অনেক সময় ভাঁড়ামি করে, জ্ঞানী লোকদের মতই বাজে কথা বলে রসিকতা করে।

ডেসডিমোনা। এ হচ্ছে এক বিরাট অজ্ঞতা যা খারাপকে ভাল বলে প্রশংসা করে। আচ্ছা, যে নারী সত্যি সত্যি ভাল, যে হিংসাকে জয় করে গুণের দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, তাকে আপনি কি বলে প্রশংসা করবেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। আমি প্রশংসা করব সেই নারীকে যে সুন্দরী কিন্তু অহঙ্কারী নয়, যার জিব আছে কিন্তু যে বেশী কথা বলে না, যার সোনাদানা আছে প্রচুর কিন্তু সেসম্পর্কে কোন উল্লাস নেই; ক্রোধ আছে কিন্তু কোন প্রতিশোধ-বাসনা নেই, যার বুদ্ধির কোন অভাব নেই, যে চিন্তা করতে পারে, কিন্তু মনের কথা কাউকে খুলে বলে না; যার পিছনে অনেক প্রণয়ী ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সে নিজে একবারও পিছন ফিরে কারো পানে তাকায় না। যদি মানুষ হতে হয় এমনি মানুষই হতে হয়।

ডেসডিমোনা। ওঁর সিদ্ধান্তটা একেবারে দুর্বল এবং অর্থহীন। এমিলিয়া, উনি তোমার স্বামী হলেও ওঁর কথা তুমি শুনো না। আপনি কি মনে করেন ক্যাসিও, উনি কি উদার অথচ অধার্মিক পরামর্শদাতা নন?

ক্যাসিও। এমনি উনি ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা বলছেন ম্যাডাম। উনি পাণ্ডিত্য থেকে যুদ্ধটাই ভাল বোঝেন।

ইয়াগো। (স্বগত) ক্যাসিও ওঁর হাতের তালুটা ধরে কথা বলছে। আবার ফিসফিস করে কথা বলছে। ভালই হচ্ছে। ব্যাপারটা খুব তুচ্ছ হলেও ক্যাসিওর মত বড় ধুরন্ধর মাছিও এ ফাঁদে আটকে যেতে পারে। আবার ওর দিকে চেয়ে হাসা হচ্ছে। বেশ বেশ হাস, আমি তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব। এই ছলচাতুরীর খেলা খেলতে গিয়ে যদি তোমার লেফটন্যান্টের চাকরি চলে যায় ত যাক না, তুমি ত দিব্যি তোমার তিনটি আঙ্গুল বারবার চুম্বন করে ওর প্রতি সৌজন্য জানাচ্ছ। আঙ্গুলগুলো আবার ঠোঁটে ঠেকাচ্ছ? ওটা কি ইনজেকশানের সিরিঞ্জ? (জয়ঢাকের শব্দ)

নিশ্চয়ই মুর। আমি তার জয়ঢাকের শব্দ জানি।

ক্যাসিও। হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

ডেসডিমোনা। চলুন আমরা তাকে অভ্যর্থনা করি।

ক্যাসিও। দেখ, কোথায় উনি আসছেন।

(ওথেলো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

ওথেলো। হে আমার সুন্দরী বীরাঙ্গনা।

ডেসডিমোনা। হে আমার প্রিয়তম ওথেলো।

ওথেলো। তোমাকে এখানে আসার আগে পৌঁছতে দেখে আনন্দের সঙ্গে বিস্ময় অনুভব না করে পারছি না। হে আমার আত্মার আনন্দ, প্রতিটি ঝড়ের পর যেন এমনি শান্তি নেমে আসে। প্রতিটি বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রার পর যদি এমনি করে তোমার দেখা পাওয়া যায় তাহলে সে যাত্রাই যেন আমার নিত্যসঙ্গী হয়। আমার কেবলি ভয় হচ্ছে, আজ আমার আত্মা যে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করেছে সে আনন্দের তুলনা আর কি ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে জুটবে?

ডেসডিমোনা। আর কিছু হোক না হোক এটা ত নিশ্চিত যে আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালবাসা আর আনন্দ বেড়ে চলবে দিনে দিনে।

ওথেলো। মঙ্গলময় ঈশ্বর যেন তাই করেন। তবে আমার মনে হয় এ আনন্দ অপরিসীম। এতখানি আনন্দ আর কখনো পাওয়া যাবে না। আজকের এই আনন্দই প্রাণভরে আমরা উপভোগ করি। এরপর যত ঝগড়া পারব আমরা দুজনে করব। (পরস্পর চুম্বন করল)

ইয়াগো। (স্বগত) এবার তোমরা ঠিক কথাই বললে। আমি এমন ফাঁদ পাতব যাতে উপর থেকে কিছু বুঝতে পারবে না।

ওথেলো। এখন প্রাসাদে চল। খবর দাও, যুদ্ধ শেষ। তুর্কীরা সব ডুবে মরেছে। এ দ্বীপের লোকেরা সব কেমন আছে? ডেসডিমোনা, তোমাকে ওরা ভালভাবেই বরণ করে নেবে। আমি ওদের কাছে যথেষ্ট ভালবাসা পেয়েছি। আচ্ছা ভাই ইয়াগো, আমার মালপত্রগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে এনে ঐ দুর্গের উপরে তুলুন। উনিও খুব ভাল লোক। এস ডেসডিমোনা, সাইপ্রাসে আবার আমাদের দেখা হলো।

(ইয়াগো ও রোডারিগো ছাড়া সকলের প্রস্থান)

ইয়াগো। (একজন গমনোন্মুখ ব্যক্তিকে ডেকে) তুমি বন্দরে আমার সঙ্গে দেখা করছ? (রোডারিগোর প্রতি) এদিকে এস। তোমার সাহস আছে? লোকে বলে প্রেমে পড়লে অনেক খারাপ লোকও ভাল হয়ে যায়—আমার কথা শোন। আজ রাত্রে আমাদের লেফ্‌টন্যাণ্ট পাহারাদারদের উপর নজর রাখবে। ডেসডিমোনা সরাসরি তার প্রেমে পড়েছে।

রোডারিগো। তার প্রেমে? কেন এটা কখনই সম্ভব না।

ইয়াগো। তোমার আঙ্গুলগুলো এইভাবে রাখ তারপর তোমার আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর ত। আমার কথা শোন। মুরটার কাছ থেকে যতসব আজেবাজে মিথ্যে কাহিনীগুলো শুনে মেয়েটা প্রথমে তাকে ভীষণভাবে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু এটা তুমি মনে করো না যে, শুধু কথার কচকচির জন্য মেয়েটা এখনও তাকে ভালবেসে যাবে। যে চোখ দিয়ে একদিন মুরটাকে দেখেছিল সে চোখ এখন নিশ্চয়ই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছে; এখন শয়তান-টাকে দেখে কোন আনন্দই পায় না। খেলতে খেলতে রক্তে যখন ক্লান্তি বা ঝিমুনি আসে, তখন নতুন করে তাকে উত্তেজিত করতে হয়, নতুন করে তার ক্ষুধায় তৃপ্তি যোগাতে হয়। সৌন্দর্য, সহানুভূতি, নতুন নতুন চালচলন, আদব-কায়দা ওইগুলোই হলো সে ক্ষুধার খাদ্য আর এগুলোর কোনটাই মুরের নেই। এইসব সুযোগ সুবিধা না পেয়ে তার সুকুমার সৌন্দর্যানুভূতি আহত ও অপমানিত বোধ করবে, অসন্তোষ প্রকাশ করবে এবং পরিশেষে মুরটাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। স্বভাবতই মেয়েটা তখন আর কাউকে পছন্দ করবে। তা যদি হয় তাহলে সেদিক দিয়ে ক্যাসিওর দাবিই এই সৌভাগ্যলাভে সবচেয়ে বেশী। লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান হলেও খুব সুন্দর কথা বলতে

www.BanglaBook.org

পারে। তার গোপন ভালবাসাটাকে বেশ ভদ্রভাবে কায়দা করে হাবে-ভাবে প্রকাশ করতে পারে। সে ছাড়া আর কেউ নেই। সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন একটা মস্ত জুয়াচোর যে সুযোগ বুঝে কোপ মারতে পারে সে সুযোগও ঠিক খুঁজে নিতে পারে। সুযোগ খুঁজে নেবার চোখ থাকা চাই, সুযোগ কখনো আপনা থেকে আসে না হাতের মুঠোর মধ্যে। তাছাড়া শয়তানটা দেখতে ভাল, বয়স কম, কাঁচা বুদ্ধির এক তরুণী মেয়েছেলে যা যা চায় তা সবই আছে ওর মধ্যে। লোকটা ভয়ঙ্কর রকমের শয়তান আর এর মধ্যেই মেয়েটার মনে ধরে গেছে লোকটাকে।

রোডারিগো। আমি ত মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু দেখিনি। আমার তা বিশ্বাস হয় না। এখন সে সব দিক দিয়ে খুব ভাল অবস্থায় আছে। সব দিক থেকে সুখে আছে।

ইয়াগো। বাঃ। খুব সুখে আছে! খুব ভাল আছে! হ্যাঁ, সে যে মদ খায় তা আঙ্গুরের তৈরি এবং তা ভাল। সে যে পুডিং খায় তাও ভাল। কিন্তু তাকে সুখ বলে না। সে যদি সুখী হত, তার ভাগ্যে সুখ থাকলে সে মুরকে ভালবাসত না। সেদিন তুমি ক্যাসিওর হাতের তালুটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখনি? সেদিন লক্ষ্য করনি?

রোডারিগো। হ্যাঁ, দেখেছি; কিন্তু ওটা একটা সৌজন্য ছাড়া আর কিছুই না।

ইয়াগো। আরে কি বলছ? হাতটা নিয়ে বেশ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। ওটা হচ্ছে ওর অন্তরের কামনা আর কুমতলবের অস্পষ্ট সূচনা আর ভূমিকা। ওদের ঠোঁটদুটো পরস্পরের এত কাছাকাছি হয়েছিল যে ওদের নিঃশাসগুলো মিশে যাচ্ছিল একে অন্যের মধ্যে। রোডারিগো তুমি জান না। এরমধ্যে শয়তানি চিন্তা আছে। এই সব আনুষঙ্গিক ছোটখাটো কাজগুলোর মধ্য দিয়েই প্রেম গড়ে ওঠে। যাকগে, আমি যা বলছি শোন। আমি তোমাকে ভেনিস থেকে এনেছি। আজকের রাতটা একটু লক্ষ্য করো, আজকের রাতের পাহারার ভারটা আমি তোমার উপরেই দেব। ক্যাসিও তোমায় চেনে না, আমি অবশ্য তোমার কাছাকাছিই থাকব। আচ্ছা, কোন না কোনভাবে ক্যাসিওকে রাগিয়ে তুলতে পার? হয় চেঁচিয়ে জোরে কথা বলে অথবা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে যখন যেকোনভাবে সুযোগ বুঝে তাকে রাগিয়ে তুলতে পার?

রোডারিগো। আচ্ছা।

ইয়াগো। ও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায় এবং ওর লাঠি দিয়ে হয়ত তোমায় মেরেও বসতে পারে। যাই হোক, যাতে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তাই করবে। আর তার জন্যে আমি সাইপ্রাসের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলব আর তার ফলে ক্যাসিওকে সরিয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং এইভাবে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে অল্প পথ হাঁটতে হবে। এইভাবে তোমার পথের মোটা বাধাটা সরে যাবে, যেটা না সরলে তোমার সৌভাগ্যলাভের কোন উপায়ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকবে না।

রোডারিগো। যদি এতে কোন সুযোগের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে আমি তা নিশ্চয়ই করব।

ইয়াগো। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। মাঝে মাঝে দুর্গে আমার সঙ্গে দেখা করবে। এখন জাহাজ থেকে ওর মালগুলো নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা বিদায়।

রোডারিগো। আচ্ছা বিদায়। (প্রস্থান)

ইয়াগো। ক্যাসিও ডেসডিমোনাকে ভালবাসে, সেটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং সহজ কথা। কিন্তু ডেসডিমোনা যে মুরকে ভালবাসে, এটা সত্যিই বিশেষ প্রশংসার কথা। অবশ্য আমি তাকে দেখতে না পারলেও প্রেমিক হিসেবে মুর সত্যিই যোগ্য। তার ভালবাসা মহৎ অচঞ্চল এবং দৃঢ়সংবদ্ধ। স্বামী হিসেবে তার যোগ্যতার পরিচয় ডেসডিমোনা নিশ্চয়ই পাবে। এখন আবার আমিও ডেসডিমোনাকে ভালবাসি। ঠিক যে কামনার বশবর্তী হয়ে তা নয়, এমনি ঘটনাক্রমে এই পাপে জড়িয়ে পড়েছি। অবশ্য কিছুটা প্রতিশোধ বাসনা থেকেও বটে। কারণ আমার বিশ্বাস মুর আমারই পদটা দখল করে বসেছে। এই চিন্তাটা এক বিষাক্ত ধাতুর মত আমার অন্তরের ভিতরটাতে আঁচড় কাটছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর স্ত্রীকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি অথবা এক প্রবল ঈর্ষা জাগাতে পারি ওর মনের মধ্যে, ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হব না। এমন ঈর্ষা ওর মনে জাগিয়ে তুলব যা কোন যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা দূর করা যাবে না আর তা করতে ভেনিস থেকে নিয়ে আসা এই বোকা লোকটাকে কাজে লাগিয়েছি। মাইকেল ক্যাসিওকে প্রথমে তুলে ধরব, তারপর ওকে অপমানিত করব মুরের কাছে, কারণ আমার ভয় ক্যাসিও-ও আমাকে ল্যাং মারতে পারে। মুরকে এইভাবে এমন করে গাধা বানাব যে সে যেন আমায় ভালবাসতে, ধন্যবাদ দিতে ও পুরস্কৃত করতে বাধ্য হয়। আমি তার সংসারের সুখশান্তি এমনভাবে নষ্ট করব যে সে যেন পাগলের মত হয়ে যায়। এখন অবশ্য সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে ; তবে কোন দুষ্ট পরিকল্পনার কাজ শুরু না হলে ত তার আসল চেহারাটা দেখা যায় না। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। রাজপথ।

একটি ঘোষণাপত্র হাতে ওথেলোর একজন প্রহরীর প্রবেশ
পিছনে অনুসরণকারী জনতা।

প্রহরী। আমাদের মহান বীর সেনাপতি ওথেলোর ইচ্ছানুসারে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করা হইতেছে। এই ঘোষণাপত্রটি একটি জাতীয় সুসংবাদকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। সে সংবাদটি হইতেছে এই যে, তুর্কী রণতরীর সমূহ বিনাশ সাইপ্রাসের জনগণের নিকট আনিয়া দিয়াছে এক অভূতপূর্ব বিজয় গৌরব। ঘোষণায় তাই বলা হইতেছে দেশের প্রতিটি নাগরিক পান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভোজন, বাজি পোড়ানো, নৃত্যগীত প্রভৃতি যেকোনভাবে আপন আপন খুশিমত তাহাদের বিজয়োল্লাস প্রকাশ করিতে পারিবে। এই সুখবর ব্যতীত আর একটি সংবাদের কথাও এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে। তাহা হইল, আমাদের সেনাপতির বিবাহোৎসব এবং এই উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত অফিস খোলা থাকিবে এবং সেখানে বেলা পাঁচটা হইতে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত সকলেই আনন্দোৎসব করিতে পারিবেন। ঈশ্বর সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জের জনগণের এবং আমাদের মহান সোনানায়ক ওথেলোর মঙ্গল সাধন করুন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গ।

ওথেলো, ডেসডিমোনা, ক্যাসিও ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ওথেলো। দেখবেন মাইকেল, আজ রাত্রে পাহারার দিকে নজর রাখবেন। নির্দিষ্ট সময়ের বেশী যেন কেউ উৎসব নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে।

ক্যাসিও। কি করতে হবে না হবে ইয়াগোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও অবশ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য রাখব।

ওথেলো। ইয়াগো সত্যই খুব সৎ লোক। আচ্ছা মাইকেল বিদায়! কাল সকালে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলব। (ডেসডিমোনার প্রতি) এবার এস প্রিয়তমা, কোন জিনিস কিনলেই ত হলো না, তার ফল ত ভোগ করা চাই। সেই ফলভোগ এখনো হয়নি। তোমার আমার পরিপূর্ণ মিলন এখনো পর্যন্ত হয়নি। আচ্ছা বিদায় ক্যাসিও।

(ক্যাসিও ছাড়া অন্য সকলের প্রস্থান)

ইয়াগোর প্রবেশ

ক্যাসিও। এস ইয়াগো। এবার আমাদের পাহারা শুরু করে দেওয়া উচিত।

ইয়াগো। এখন নয় লেফ্‌টন্যান্ট। এখন দশটাও বাজেনি। আমাদের সেনাপতি তাঁর পত্নীপ্রেমের জন্যই আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। এখনো অবশ্য তাঁরা নৈশ প্রেমোচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেননি। মেয়েটা কিন্তু সত্যিই দেবতার উপভোগ্য।

ক্যাসিও। সত্যিই উনি পরমা সুন্দরী।

ইয়াগো। আমি বলছি, ওর মধ্যে ক্রীড়াসুলভ ছেলেমানুষীর একটা ভাবও আছে।

ক্যাসিও। মেয়ে হিসাবে উনি সূক্ষ্ম এবং সজীব।

ইয়াগো। চোখগুলো কেমন দেখছে? দেখলেই কথা বলার ইচ্ছা হয়।

ক্যাসিও। চোখগুলো ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। তবু কিন্তু শান্ত আর শালীনতাপূর্ণ।

ইয়াগো। তার কথা শুনলেই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে না কি?

ক্যাসিও। সব দিক দিয়ে উনি পূর্ণতার প্রতীক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। যাই হোক, ওরা সুখে রাত্রি যাপন করুক। এখন এস, আমার কাছে কিছু ভাল মদ আছে। বাইরে সাইপ্রাসের কিছু উচ্চবংশজাত ভদ্রলোক আছেন যাঁদের চেহারা কালো ওথেলোর চেহারাটার একেবারে বিপরীত।

ক্যাসিও। আজ নয় ভাই ইয়াগো। আজ আমার মাথাটা মদ খাওয়ার উপযুক্ত নয়। দয়া করে অন্ততঃ সৌজন্যের খাতিরে অন্য কোন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করো।

ইয়াগো। ওঁরা আমাদের বন্ধু—অন্ততঃ এক কাপ খাবে। তারপর আমিই তোমার হয়ে খাব।

ক্যাসিও। আজ রাত্রে আমি এক কাপ এর আগেই খেয়েছি এবং তাও কৌশলে আমায় খাওয়ানো হয়েছিল। কিন্তু তার ফল কেমন হয়েছে দেখ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার শরীরটাই দুর্বল। তাই আর কোন দুর্বলতার ঝুঁকি নিতে পারি না।

ইয়াগো। কী বলছ, এটা উৎসবের রাত। ভদ্রলোকের ছেলেরা একটু আনন্দ করতে চাইছে।

ক্যাসিও। কোথায় তাঁরা ?

ইয়াগো। এই ত দরজার কাছেই। আমি বলছি তুমি তাঁদের ডেকে নিয়ে এস।

ক্যাসিও। যাচ্ছি বটে, কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। (প্রস্থান)

ইয়াগো। আগেই কিছু খেয়েছে এবং আর এক কাপ যদি তাকে কোনরকমে খাওয়াতে পারি তাহলে আমার স্ত্রীর কুকুরটার মতই ও ঝগড়াটে হয়ে উঠবে। আর আমাদের বোকা রোডারিগোটা ডেসডিমোনার প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে যেকোন অন্যায় কাজ করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। সে ঠিক লক্ষ্য রাখছে। সাইপ্রাসের আর তিনজন লোককেও মদ খাইয়ে বশ করেছি; তারাও লক্ষ্য রাখছে। এই সব পাগলদের দলে ভিড়িয়ে ক্যাসিওকে দিয়ে এমন কোন অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে হবে যাতে সাইপ্রাসের লোক খুব রেগে যায় তার উপর—এই যে ওরা দেখছি এসে গেছে।

মোঁতানো, কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভৃত্যসহ ক্যাসিওর পুনঃপ্রবেশ

এখন যা ভেবেছি তা যদি সত্য হয় তাহলে আমার আশার নৌকা ঠিক উপযুক্ত বাতাস আর অনুকূল স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাবে।

ক্যাসিও। হা ভগবান, ওরা আমার বেশ ত মাতিয়ে তুলল।

মোঁতানো। শোন্ আমার কথা, আর একটু দেখ। আমি একজন সৈনিক।

ইয়াগো। কিছু মদ আছে ? (গান করতে শুরু করল)

ক্যানাকিন ক্লিঙ্ক ক্লিঙ্ক ক্লিঙ্ক,
ক্যানাকিন ক্লিঙ্ক ক্লিঙ্ক ক্লিঙ্ক।
সৈনিকরাও মানুষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষের জীবন হচ্ছে একটা ফানুস
অতএব সৈনিকদের দাও কিছু ড্রিঙ্ক।
কই রে, আমাকে কিছু মদ দে।

ক্যাসিও। হা ভগবান, বেশ ভাল গান ত।

ইয়াগো। এ গান আমি শিখেছি ইংল্যাণ্ডে। সেখানকার লোকেরা খুব ভাল মদ খেতে পারে। তোমার জার্মান বা হল্যাণ্ডের লোক! যাঃ, মদ্যপানের ব্যাপারে ইংরেজদের কাছে কিছুই না।

ক্যাসিও। মদ্যপানে তোমার ইংরেজরা এতই সুদক্ষ?

ইয়াগো। হ্যাঁ, ইংরেজরা মদ খাবে। খেতে খেতে ঘেমে উঠবে। কিন্তু কিছুই করবে না, আর এরা পাত্র ভরতে না ভরতে বমি করে ফেলবে।

ক্যাসিও। আসুন, আমরা আমাদের জেনারেলের স্বাস্থ্য পান করি।

মোঁতানো। আমিও তাই চাই লেফ্‌টন্যাণ্ট।

ইয়াগো। (গান করতে লাগল) হে মধুর ইংল্যাণ্ড!
রাজা ষ্টীফেন ছিলেন একজন মহান লর্ড;
মাত্র একটা ভুলের জন্যে তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর রাজমুকুট।
মাত্র দু পেনিও তাঁর কাছে ছিল ভীষণ প্রিয়।
তিনি ছিলেন উচ্চবংশজাত সন্তান;
তোমরা হচ্ছ তাঁর তুলনায় নীচবংশোদ্ভূত।
কখনো গর্ব করো না, গর্ব করো না
গর্বই খর্ব করে দেশকে;
অতএব খুব কমদামী পোষাক পরবে।

মদ। কিছু মদ দাও ত হে।

ক্যাসিও। বাঃ, এ গানটা দেখছি আগেরটা থেকে ভাল।

ইয়াগো। আরো শুনতে চাও?

ক্যাসিও। না। যারা কোন কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আমি তাদের অযোগ্য বলে মনে করি। মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন, তিনি সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন। যে সব আত্মা মৃত্যুর পর মুক্তি পায় তারাও ওখানে যায়, যারা মুক্তি না পায় তারাও যায়।

ইয়াগো। একথা সত্যি লেফ্‌টন্যাণ্ট।

ক্যাসিও। আমার দিক থেকে বলতে পারি আমি আমাদের সেনাপতির উপর কোন অন্যায় করব না, কোন ভাল লোকের উপরেই না। ঈশ্বর আমায় নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।

ইয়াগো। আমিও ঠিক তোমার মতই করব লেফ্‌টন্যাণ্ট! আমিও তোমার মত মুক্তি পেতে চাই।

ক্যাসিও। আমার আগে? লেফ্‌টন্যাণ্টের আগে তার সহকর্মী কখনো মুক্তি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেতে পারে না। যাক, এ বিষয়ে আর কোন কথা হবে না। এখন আমাদের কথায় এস। ঈশ্বর আমাদের সব পাপ ক্ষমা করুন। ভদ্রমহোদরগণ, এবার কাজের কথা বলুন। একথা মনেও ভাববেন না যে আমি মদ খেয়েছি। এই ত আমি বেশ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি এবং কথা বলতে পারছি।

সকলে। খুব ভালভাবে।

ক্যাসিও। কেন, এই ত বেশ ভালভাবে। আপনারা মোটেই ভাববেন না, আমি মদ খেয়েছি। (প্রস্থান)

মোঁতানো। আপনারা সবাই প্ল্যাটফরমে চলুন। পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইয়াগো। লোকটাকে দেখলেন, এই একটু আগে চলে গেল। লোকটা সৈনিক হিসেবে সত্যিই এমন যোগ্য যে সীজারের পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্য পরিচালনা করতে পারত। কিন্তু নিজের দোষটাই শুধু বড় করে দেখে। ওর গুণের মধ্যে যেন দুটো বড় সংক্রান্তি আছে। তাই সে গুণের বিকাশ হয় না। আমার ভয় হয়, ওর এই মানসিক দুর্বলতার সময়ে যে বিশ্বাস ওথেলো ওর ওপর স্থাপন করেছে সে বিশ্বাস ও রাখতে পারবে না। আর তার ফলে এ দ্বীপের ক্ষতি হবে।

মোঁতানো। উনি প্রায়ই এইভাবে থাকেন ?

ইয়াগো। ঘুমোবার আগে রোজই এই অবস্থায় থাকেন। মদের নেশা ওঁর বিছানার দোলনাটা না দোলালে উনি চোখে সর্ষেফুল দেখেন।

মোঁতানো। আমাদের জেনারেলকে এটা মনে করিয়ে দিলে ভাল হত। উনি বোধহয় এসব দেখেন না, অথবা ওঁর নিজের স্বভাবটা খুবই ভাল বলে উনি ক্যাসিওর উপর থেকে শুধু ভাল গুণটাই দেখেন। দোষটা দেখেন না। এটা কি ঠিক নয় ?

রোডারিগোর প্রবেশ

ইয়াগো। (রোডারিগোকে আড়ালে ডেকে) কী খবর রোডারিগো ! আমি বলছি, তুমি এখন লেফ্‌টন্যাণ্টের কাছে যাও।

(রোডারিগোর প্রস্থান)

মোঁতানো। এটা কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে আমাদের সদাশয় মুর এইরকম দুর্বল প্রকৃতির মানুষকে সহকর্মী হিসেবে নিয়ে এখানকার শাসনভার হাতে নিয়েছেন। আমার মনে হয় এটা তাঁকে বলা ভাল।

ইয়াগো। কিন্তু আমি তা বলতে পারি না, এই সুন্দর দ্বীপকে আমি যতই ভালবাসি না কেন। আমি ক্যাসিওকে ভালবাসি এবং তাকে দোষমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে যাব।

(ভিতরে 'সাহায্য করো' 'বাঁচাও' বলে চীৎকার)

শুনুন শুনুন। কিসের গোলমাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোডারিগোর পশ্চাদনুসরণকারী ক্যাসিওর প্রবেশ

ক্যাসিও। নিপাত যাও, দুর্বৃত্ত কোথাকার। রাস্কেল।

মোঁতানো। কী ব্যাপার লেফ্‌টন্যাণ্ট ?

ক্যাসিও। একটা পাজী বদমাস আমাকে শেখাবে কিনা আমার কর্তব্য! এমন মার দেব যে ভুলতে পারবে না।

রোডারিগো। মারবে ?

ক্যাসিও। আবার কথা বলছিস পাজি বদমাস কোথাকার!

(আঘাত করল)

মোঁতানো। মারবেন না মাননীয় লেফ্‌টন্যাণ্ট, আমার অনুরোধ, নিবৃত্ত হোন।

ক্যাসিও। আমাকে আমার মতে চলতে দিন। তা না হলে আমি আপনার মাথাটাও ভেঙ্গে দেব।

মোঁতানো। আরে যাও যাও, মাতাল কোথাকার।

ক্যাসিও। মাতাল! (লড়াই করতে লাগল)

ইয়াগো। (রোডারিগোকে আড়ালে ডেকে) পালাও পালাও। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বিদ্রোহ বলে চীৎকার করে সবাইকে জানাও।

(রোডারিগোর প্রস্থান)

মাননীয় লেফ্‌টন্যাণ্ট এমন করবেন না। আপনারা শান্ত হোন। কই কে আছ ছুটে এস। এখানে নিশ্চয়ই পাহারার ভাল ব্যবস্থা আছে।

(ঘণ্টার শব্দ হলো)

কে ঘণ্টা বাজাল ? কই কে আছ ? গোটা শহরটা জেগে উঠবে। আপনি থামুন লেফ্‌টন্যাণ্ট, পরে আপনাকে লজ্জিত হতে হবে এ নিয়ে।

ওথেলো ও অস্ত্রহাতে কয়েকজন ভদ্রলোকের পুনঃপ্রবেশ

ওথেলো। এখানে কি হচ্ছে ?

মোঁতানো। ঈশ্বরের অভিশাপ। রক্ত ঝরছে আমার গা দিয়ে। মারাত্মক-ভাবে আমি আহত। উনিও মরছেন।

ওথেলো। বাঁচতে চান ত সব থামুন।

ইয়াগো। লেফ্‌টন্যাণ্ট, মোঁতানো আপনারা—সব থামুন। আপনারা কি স্থান কাল ও কর্তব্যের কথা একেবারে ভুলে গেছেন ? জেনারেল আপনাদের থামতে বলছেন। আপনাদের লজ্জা থাকে ত থামুন।

ওথেলো। কিসের থেকে ব্যাপারটার উদ্ভব হলো ? আমরা কি সবাই তুর্কী হয়ে গেলাম ? এমন কি তুর্কীরাও যা করে না তাই করতে চলেছি ? খৃষ্টিয় লজ্জাবোধ বলে যদি কোন জিনিস থাকে তাহলে এই বর্বরোচিত ঝগড়া থামান। এরপর রাগের মাথায় যে অস্ত্রচালনা করবে অথবা একটু নড়বে সে মরবে। ওই ভয়ঙ্কর ঘণ্টাধ্বনিটা থামাও। এতে সমগ্র দীপপুঞ্জের লোক অযথা আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। কী ব্যাপার বলুন ত। সৎ ইয়াগো দেখছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুঃখে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছেন। ইয়াগো, আপনি বলুন ত, কে প্রথমে শুরু করে? আমি আপনাকে ভালবাসি, সেই ভালবাসার খাতিরেই আমি আপনাকে এই ভারটুকু দিচ্ছি।

ইয়াগো। আমি জানি না। এইমাত্র বন্ধুরা সব বরকনের মত গলায় গলায় ভাবে ভালবাসায় জড়িয়ে ছিল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে কী যে হয়ে গেল! যেন কোন দুষ্টগ্রহ ওদের মাথায় কুমতলব ঢুকিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা তরবারি বার করে একে অন্যের বুক লক্ষ্য করে আঘাত করতে ছুটল। এক রক্তক্ষয়ী বিরোধিতায় ফেটে পড়ল। এই অদ্ভুত ঘটনার ঠিক শুরু কোথায় আমি বলতে পারছি না। এই গৌরবময় ঘটনাস্থলের কিছুটা কাছে এসে পড়ায় আমার পা দুটোতে এমন আঘাত লেগেছে যে আমি তা হারাতে চলেছি।

ওথেলো। আচ্ছা মাইকেল, কি করে ঘটনাটা ঘটল? আপনি কি সবকিছু ভুলে গেলেন?

ক্যাসিও। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কথা বলতে পারছি না। যোগ্য বীর মোঁতানো, আপনার আরও ভদ্র হওয়া উচিত ছিল। আপনি যুবক হলেও আপনার গাম্ভীর্যপূর্ণ শান্তস্বভাবের কথা দেশের সবাই জানে। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের মুখে মুখে আপনার সুনাম। কী এমন ঘটল যার জন্য আপনি আপনার খ্যাতির কথা ভুলে গিয়ে সমস্ত বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আপনার নামটাকে সামান্য নৈশ মাতালদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন? আমার কথার উত্তর দিন।

মোঁতানো। সুযোগ্য ওথেলো, আমি বিপজ্জনকভাবে আহত। আপনার অফিসার ইয়াগোই আপনাকে সব কথা জানাতে পারে। এখন আমি কথা বলতে পারছি না যার জন্য আমার আরও খারাপ লাগছে। আমি যা জানি তা হলো এই : আমি জানি না, এই রাত্রিতে আমি কি এমন বলেছি বা করেছি। বিপদের সময় কারো দ্বারা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা অন্যায় বা পাপ হয় কি না আমি তা জানি না।

ওথেলো। এখন দেখছি ঈশ্বরের নামে আমাকে নিজেকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য আবেগে আমার বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি হাত তুলি তাহলে আপনাদের মৃত্যু অবধারিত। এখন আমায় জানতে দাও, কে এই অন্যায় কাজ শুরু করেছে। যার অপরাধ প্রমাণিত হবে সে আমার যমজ ভাই হলেও আমায় হারাবে। কতদূর স্পর্ধা তার! সুসজ্জিত একটা শহর, শহরের লোকরা এমনিতেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। এই সময় রাত্রি-কালে আমায় ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ঝগড়া মেটাতে হবে এবং লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে! এটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। ইয়াগো, কে প্রথমে শুরু করেছিল?

মোঁতানো। যদিও কিছুটা আপনি মার্জিত এবং কর্তব্যপরায়ণ, তথাপি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি ঠিক সৈনিক নন। আপনি আসল সত্যটা বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে বলবেন।

ইয়াগো। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জড়াবেন না। আমার জিবটা মুখ থেকে খসে যাবে সেও ভাল; তবু আমি সেই জিব দিয়ে মাইকেল ক্যাসিও সম্বন্ধে কোন অন্যায় কথা বলতে পারব না। তবুও আমি সত্য কথা বলার চেষ্টা করব অবশ্য তাঁকে কোন আঘাত না করে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই, মাননীয় জেনারেল! মোঁতানো আর আমাতে কথা বলছিলাম তখন হঠাৎ একটা লোক সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে করতে ছুটে এল; তার পিছনে দেখি মুক্ত তরবারি হাতে ক্যাসিও ছুটে আসছে তাকে মারার জন্য। তখন এই ভদ্রলোক ওদের মাঝখানে গিয়ে ক্যাসিওকে থামতে অনুনয় বিনয় করলেন। আমিও তাঁকে থামবার জন্য বললাম। ভাবলাম ওদের ঝগড়া ঝাঁটিতে শহরের লোক যাতে সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে তার জন্য ওদের থামানো দরকার। কিন্তু ক্যাসিও আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে এগিয়ে এসে বড় বড় কথা বলতে লাগল আর তারপরই অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ আর ক্যাসিওর লম্ফঝম্ফ যা এর আগে কখনো আমি দেখিনি। একটু পরে দেখি দুজনে খুব কাছাকাছি এসে মারামারিতে মেতে উঠেছে এবং এইভাবেই আপনিও ওদের দেখেন এবং ছাড়িয়ে দেন। এর থেকে আর বেশী কিছু জানি না। তবে কি জানেন? মানুষ মানুষ। অনেক সময় খুব ভাল লোকও রাগে সব কিছু ভুলে যায়। যদিও ক্যাসিও ওঁর প্রতি কিছুটা অন্যায় করে ফেলেছেন, তবু আমার মনে হয়, উনি রাগের মাথাতেই ওর হিতাকাংখী এমন একজনকে আঘাত করে ফেলেছেন। রাগের মাথায় অনেকেই তা করে। তথাপি এটাও বুঝতে হবে, ক্যাসিও যাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল এবং যে পালিয়ে গেছে সে নিশ্চয় এমন কোন অপমানজনক কিছু করেছে যা ক্যাসিওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে।

ওথেলো। আমি জানি ইয়াগো, আপনি আপনার ক্ষমতা আর ভালবাসার খাতিরে ঘটনাটাকে খুব কায়দা করে সতর্কতার সঙ্গে গুছিয়ে বললেন। ক্যাসিওর অপরাধের গুরুত্বটা কিছু লঘু করে তুললেন। ক্যাসিও, আমি আপনাকে ভালবাসি। কিন্তু আপনি আর আমার অফিসার পদে থাকতে পারবেন না।

পরিচারিকাসহ ডেসডিমোনার পুনঃপ্রবেশ

দেখ আমার প্রিয়তমা আবার রেগে না যায়। আমি তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরব।

ডেসডিমোনা। কী ব্যাপার, প্রিয়তমে!

ওথেলো। এখন সব ঠাণ্ডা। চল আমরা বিছানায় যাই। (মোঁতানোর প্রতি) আপনার আঘাতের চিকিৎসা আমাকেই করতে হবে দেখছি। এই, একে এখান থেকে নিয়ে যাও। (মোঁতানোকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো) ইয়াগো, ভাল করে শহরটার দিকে নজর রাখুন। এই ঝগড়ার জন্য যারা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তাদের শান্ত করুন। এস ডেসডিমোনা। সৈনিকের জীবনই এই। এমনি সব বিবাদ বিসম্বাদের দ্বারা প্রায়ই বিঘ্নিত হয় তাদের সুখনিদ্রা।

(ইয়াগো ও ক্যাসিও ছাড়া অন্য সকলের প্রস্থান)

ইয়াগো। লেফ্‌টন্যান্ট, আপনি কি খুব আহত হয়েছেন ?

ক্যাসিও। আমার আঘাত সমস্ত চিকিৎসার অতীত।

ইয়াগো। ঈশ্বরের কৃপায় তা যেন না হয়।

ক্যাসিও। যশ, যশ, যশ। আমি আমার যশ সুনাম সব হারালাম। আমার জীবনের একটি অমর অংশ আমি হারিয়ে ফেললাম চিরতরে, যা রয়ে গেল তা শুধু পশুত্ব। ইয়াগো, আমার যশ, আমার মান।

ইয়াগো। দেখ, যেহেতু আমি সৎ লোক, আমি ভেবেছিলাম, তুমি কোন দৈহিক আঘাত পেয়েছ। তোমার যশের থেকে সে আঘাতের তবু একটা মানে হত। দেখ, যশ কথাটাই একটা মিথ্যা বস্তু। এই যশ অনেকে বিনা গুণেই পেয়ে যায় আর বিনা কারণেই হারিয়ে ফেলে। তুমি তোমার যশ হারিয়েছ বলে সকলের কাছে যদি খেদ না করো তাহলে তোমার যশ কিছুতেই হারাতে পারে না। কী ভাবছ ভাই, জেনারেলের মন পাবার অনেক উপায় আছে। তুমি ত সবেমাত্র তার মেজাজের সঙ্গে পরিচিত হলে। এ শাস্তি উনি দিয়েছেন নীতিগতভাবে, কোন হিংসাভাব থেকে নয়। মানুষ দেখবে অনেক সময় ঝিকে মেরে বউকে শেখায়, তার শান্ত নিরীহ কুকুরটাকে প্রহার করে বিক্ষুব্ধ সিংহটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে।

ক্যাসিও। এতবড় একজন সেনাপতির অধীনে আমার মত একজন তুচ্ছ মাতাল এবং বিচারবুদ্ধিহীন লোকের অফিসার হিসেবে কাজ করা মানে তাকে ঠকানো ; তার থেকে এইভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলিত হওয়া ঢের ভাল। ছিঃ, মদ খেয়ে ভুল বকা, তারপর ঝগড়া মারামারি। তারপর নিজের ছায়ার সঙ্গেই হয়ত কথাকাটাকাটি। হে মদের অদৃশ্য দেবতা ! যদি তোমার অন্য কোন নাম না থাকে ত ভাল, আমি তোমায় শয়তান বলে ডাকব।

ইয়াগো। কে সে যার পিছনে তরোয়াল নিয়ে ছুটছিলে ? সে তোমার কী বা করেছিল ?

ক্যাসিও। আমি জানি না।

ইয়াগো। সেটা কি সম্ভব ?

ক্যাসিও। আমার মনে পড়ছে শুধু একতাল ঘটনার কথা, কিন্তু কোন কিছু স্পষ্ট করে মনে পড়ছে না। তবে একটা ঝগড়া হয়েছিল, কিন্তু কিসের থেকে সে ঝগড়া হলো তা বলতে পারব না। হা ভগবান, একি তোমার লীলা ! মানুষের মুখের মধ্যে শত্রু থেকে তার মস্তিষ্কের সব বুদ্ধি কেড়ে নেবে। আনন্দ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উৎসব করতে গিয়ে আমরা নিজেদের পশুতে পরিণত করে তুলব।

ইয়াগো। এখন ত দেখছি তুমি ভাল হয়ে গেছ। কিন্তু কি করে তুমি ভাল হয়ে উঠলে?

ক্যাসিও। মাতলামির শয়তান চলে গিয়ে তার জায়গায় এসেছে ক্রোধের শয়তান। একটার পর একটা ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে আর তা ভেবে আমি নিজের তুচ্ছতার কথা স্বীকার না করে পারছি না।

ইয়াগো। তুমি দেখছি, এক কঠোর নীতিবাদী হয়ে উঠেছ। দেশের স্থান কাল অবস্থার কথা বিচার করে বলব আজ এ ধরনের ঘটনা না ঘটাই উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু ঘটে গেছে, এটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করো।

ক্যাসিও। আমি তাঁকে আমার পদে আমাকে পুনর্বহাল করার জন্য অনুরোধ করব। তিনি হয়ত তখন বলবেন, আমি একজন মাতাল। আমার যদি হায়েড্রার মত অসংখ্য মাথা আর মুখ থাকত তাহলেও কি একথার উত্তর দিতে পারতাম? এখন ভদ্র হতে হলে বোকার মত চুপ করে থাকতে হবে, তারপর জানোয়ার হতে হবে। কী আশ্চর্য! প্রতিটি অসংযত পানপাত্র মানেই দুঃখ-জনক, আর তার উপাদানের মধ্যে আছে আস্ত একটি শয়তান।

ইয়াগো। রেখে দাও তোমার কথা। মদ যদি ভাল হয় আর ঠিকমত ব্যবহার করা যায় তাহলে তা কখনই ক্ষতি করে না। দেখ লেফ্‌টন্যাণ্ট সাহেব, আর কিন্তু মদের নিন্দা করো না। তুমি জান আমি তোমাকে ভালবাসি।

ক্যাসিও। আমি তা ভালভাবেই স্বীকার করি স্যার। আমি নিজেও তাই ভাবি।

ইয়াগো। তুমি অথবা যেকোন লোক কোন এক বিশেষ সময়ে মাতাল হয়ে উঠতে পারে। এখন তুমি কি করবে আমি তাই বলছি। এখন আমাদের জেনারেলের স্ত্রীই হচ্ছে আসল জেনারেল। আমি একথা এইজন্যে বললাম যে, আমাদের জেনারেল তাঁর স্ত্রীর গুণ ও মহিমা চিন্তার মধ্যেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন একেবারে। সুতরাং তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে খোলাখুলিভাবে সবকিছু স্বীকার করো। তোমার চাকরি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করো। ওঁর স্বভাবটা এমনই দয়ালু সহানুভূতিশীল এবং ভাল যে কারো অনুরোধের থেকে বেশী ভাল না করাটাকেই যেন দোষের বলে মনে করেন। আমার মনে হয় এইভাবে তোমার ও তাঁর স্বামীর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল ধরেছে, সেই ফাটলধরা ভালবাসাটা আবার আরও জোরাল হয়ে উঠবে আগের থেকে।

ক্যাসিও। তুমি ভাল পরামর্শই দিয়েছ।

ইয়াগো। তুমি ঠিকই ধরেছ। যাই হোক এখন বিদায়। আমাকে আবার পাহারায় যেতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাসিও। বিদায় ইয়াগো। (প্রস্থান)

ইয়াগো। কে আমায় বলে আমি শয়তানের মত কাজ করছি। পরামর্শ দিতে যখন পয়সা লাগে না তখন আমি সৎ পরামর্শই দিই এবং আমি যা বলেছি সেইটাই মুরের মন জয় করার একমাত্র পথ। কোন ভাল কাজে ডেসডিমোনাকে রাজী করানো খুবই সহজ হবে। জল মাটি হাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর মতই সে সরল সহজলভ্য এবং ফলপ্রসূ। সেই ডেসডিমোনার দ্বারাই মুরকে জয় করতে হবে। ওথেলোর দুর্বল মনটা তার স্ত্রীর ভালবাসার কাছে এমনভাবে বাঁধা আছে যাতে তার স্ত্রী তার সেই মনটাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে, তার প্রয়োজনমত খেয়ালমত ভাঙ্গতে বা গড়তে পারে। এমন কি তার নামটাও বদলে দিতে পারে। ক্যাসিওর ভালর জন্যে আমি যে তাকে এই পরামর্শ দিলাম এটা কি শয়তানের কাজ? অবশ্য এটাও হতে পারে, নারকীয় এক বাসনাকে আমি স্বর্গীয় সুষমার দ্বারা ঢেকে রেখেছি। আমার মত অনেক শয়তানই তাদের কুষ্ঠকুটিল পাপটাকে প্রকাশ করার আগে উপরে আপাতমধুর একটা স্বর্গীয় সুষমার ভাব দেখায়। এই সৎ নির্বোধ লোকটা যখন তার হারানো সৌভাগ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ডেসডিমোনাকে ধরবে আর ডেসডিমোনা তার স্বামীর কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করবে ঠিক তখনই আমি ওথেলোর কানে ঢেলে দেব সেই চরম বিষ। বলব ডেসডিমোনা নিজের দেহগত কামনাকে চরিতার্থ করার জন্যই লোকটাকে ক্ষমা করতে বলছে। এইভাবে পরের ভাল করতে গিয়ে ডেসডিমোনা তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা হারাবে, তার সব গুণ দোষে পরিণত করে তুলবে তার আপন সততার সুতোয় সে এমনই জাল তৈরি করে ফেলবে যে জালে সবাই একে একে জড়িয়ে পড়বে।

রোডারিগোর প্রবেশ

কি খবর রোডারিগো, তুমি এখানে?

রোডারিগো। আমি এখানে কারো পিছনে ধাওয়া করে আসিনি, এসেছি তাড়া খেয়ে। আমার টাকা পয়সা সব খরচ হয়ে গেছে এইভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে। কাল রাত্রিতে আবার এক জায়গায় মার খেয়েছি। জানি না কপালে আরো কত না কষ্ট আছে। টাকা নেই, তবু শুধু হাতেই মনে করছি আবার ভেনিসে ফিরে যাব।

ইয়াগো। যাদের ধৈর্য বলে কোন জিনিস নেই তাদের মত হতভাগা আর কেউ নেই। যেকোন আঘাতই ধীরে ধীরে সারে। দেখ, আমরা কাজ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, বাহু দিয়ে নয়। আর সব বুদ্ধিরই ফল পাওয়া যায় দেরিতে। ক্যাসিও তোমাকে মেরেছে আর সেই জন্য আঘাতের জন্যে তুমি ক্যাসিওকে গালাগালি করেছ। যে ফল আগে ধরে সেই ফলই আগে পাকে—এইটাই দুনিয়ার রীতি। তুমি এখন সন্তুষ্ট হবার চেষ্টা করো, এখন সকাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেলা। হাতে কাজ আর মনে আনন্দ থাকলে সময়টা দেখবে কোন দিকে কেটে যায়। এখন তোমার বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করগে। এখন যাও বলছি, পরে সবকিছু জানতে পারবে। (রোডারিগোর প্রস্থান)

এখন দুটো কাজ আমায় করতে হবে। আমার স্ত্রীকে দিয়ে ক্যাসিওর জন্য ডেসডিমোনার কাছে বলাতে হবে। আমি তাকে বুঝিয়ে দেব কি বলতে হবে। আর আমাকে একটা কাজ করতে হবে। এখন মুরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে কিছুকালের জন্য। তারপর এমন সময়ে হঠাৎ তাকে নিয়ে আসতে হবেযখন সে দেখবে ক্যাসিও তার স্ত্রীর কাছে অনুনয় বিনয় করছে। এই হচ্ছে একমাত্র পথ। কুঁড়েমি করে বা দেরি করে পরিকল্পনাটাকে নষ্ট করে দিলে চলবে না। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গের সম্মুখস্থ স্থান।

গায়ক ও বাদ্যকারদের সঙ্গে ক্যাসিওর প্রবেশ

ক্যাসিও। এইখানে বাজাও তোমরা। আমি তোমাদের মজুরি দেব। জেনারেলকে বিদায় দেবার জন্য অল্প কিছুক্ষণ বাজাবে। (গীতবাদ্য)

ভাঁড়ের প্রবেশ

ভাঁড়। ওহে বাজিয়েরা, শোন, তোমরা তোমাদের যন্ত্রগুলো কি নেপল্‌স থেকে এনেছ? এত জোর আওয়াজ।

১ম বাদ্যকার। কেন স্যার?

ভাঁড়। এইগুলোকেই কি বাঁশি বলে?

১ম বাদ্যকার। হ্যাঁ স্যার।

ভাঁড়। কিন্তু সেই সব বাঁশির পিছনে একটা লেজের মত কি ঝোলে।

১ম বাদ্যকার। লেজের মত কি ঝোলে?

ভাঁড়। আমি অনেক বাঁশি দেখেছি যার লেজ আছে। যাই হোক, এই নাও তোমাদের টাকা। তোমাদের বাজনা জেনারেলের এতই ভাল লেগেছে যে তিনি চান আর যেন তোমরা না বাজাও। আর গোলমাল করে লাভ নেই।

১ম বাদ্যকার। আচ্ছা স্যার, আর বাজাব না।

ভাঁড়। অবশ্য যদি তোমাদের এমন কোন বাজনা থাকে যার কোন শব্দ কানে শুনতে পাওয়া যাবে না তাহলে তোমরা বাজাতে পার। তবে আমাদের জেনারেল নাকি গান বাজনা তত ভালবাসেন না।

১ম বাদ্যকার। কিন্তু সেধরনের বাজনা ত নেই স্যার।

ভাঁড়। তাহলে ব্যাগের মধ্যে বাজনাগুলো ঢুকিয়ে কেটে পড়। যাও চলে যাও। (বাদ্যকারদের প্রস্থান)

ক্যাসিও। শুনছ বন্ধু! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাঁড়। আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি। তোমার বন্ধুর কথা না।

ক্যাসিও। এই সামান্য একটুকরো সোনা আছে তোমার জন্যে। যে ভদ্র-মহিলা জেনারেলের স্ত্রীর দেখাশোনা করেন তিনি একটু পরে এলেই তাঁকে বলবে ক্যাসিও নামে এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে অল্প কিছু কথা বলতে চান। তুমি কি এটা পারবে?

ভাঁড়। যদি তিনি এদিকে আসেন তাহলে আমি তাঁকে জানাব।

ক্যাসিও। এটা যেন করো ভাই।

ইয়াগোর প্রবেশ

তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ ইয়াগো।

ইয়াগো। তুমি সেই থেকে ঘুমাওনি?

ক্যাসিও। তোমার কাছ থেকে আসতে না আসতেই সকাল হয়ে গেল। আমি আবার একটা সাহসের কাজ করেছি ইয়াগো। আমি তোমার স্ত্রীকে ডাকতে পাঠিয়েছি। তাঁর কাছে আমি অনুরোধ করব তিনি যেন মহিয়সী ডেসডিমোনার কাছে আমার একবার যাবার ব্যবস্থা করে দেন।

ইয়াগো। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। যাতে তোমাদের আলোচনাটা আরো খোলাখুলি হতে পারে সেজন্য মুরকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবারও একটা মতলব খাটিয়েছি।

ক্যাসিও। তোমাকে এজন্য অশেষ ধন্যবাদ (ইয়াগোর প্রস্থান) সারা ফ্লোরেন্সের মধ্যে এমন সৎ এবং দয়ালু লোক আমি কখনও দেখিনি।

এমিলিয়ার প্রবেশ

এমিলিয়া। সুপ্রভাত লেফ্‌টন্যাণ্ট। দেরি হয়ে গেল বলে আপনি হয়ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু জেনে রাখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। জেনারেল আর তাঁর স্ত্রীর মধ্যে এই বিষয়েই এখন কথা হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী আপনার জন্য বিশেষ করে বলছেন। মুর বলছেন, সাইপ্রাসে তাঁর সুনামের উপর যথেষ্ট আঘাত করেছেন, যার ফলে জ্ঞানতঃ তিনি আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করে পারছেন না। কিন্তু তিনি আবার এটাও বলেছেন যে তিনি আপনাকে ভালবাসেন এবং সময়মত একটু সুযোগ পেলেই আপনাকে আবার ঢুকিয়ে নেবেন, আর কোন কিছু বলার দরকার হবে না।

ক্যাসিও। তবু আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, অবশ্য যদি আপনি এটা উপযুক্ত বলে মনে করেন তাহলে নির্জনে ডেসডিমোনার সঙ্গে আমার একবার কথা বলার সুযোগ করে দিন।

এমিলিয়া। আচ্ছা আপনি আসুন। আমি বলে দেব কখন এবং কোথায় আপনি তাঁর কাছে আপনার অন্তরের সব কথা অবাধে বলতে পারেন।

ক্যাসিও। আমি আপনার কাছে বিশেষভাবে বাধিত রইলাম। (প্রস্থান)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস দুর্গ।

ওথেলো, ইয়াগো ও কয়েকজন ভদ্রলোকের প্রবেশ

ওথেলো। এই চিঠিগুলো কাউকে দিয়ে সিনেটে পাঠিয়ে দাও। পরে আমায় জানাবে কি হলো। আমি আপনার কাজ করে যাব।

ইয়াগো। আচ্ছা স্যার, আমি তাই করব।

ওথেলো। এই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাটাই আমি একবার দেখতে পাব কি?

ভদ্রমহোদয়গণ। অবশ্যই স্যার। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গের বাগানবাড়ি।

ডেসডিমোনা, ক্যাসিও ও এমিলিয়ার প্রবেশ

ডেসডিমোনা। আপনি আশ্বস্ত থাকুন ক্যাসিও, আমি আমার যথাসাধ্য আপনার জন্য করব।

এমিলিয়া। হ্যাঁ মা, দয়া করে তা করবেন। আমার স্বামী এজন্য খুবই দুঃখ করছেন। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন তাঁর নিজের।

ডেসডিমোনা। তা বটে। উনি খুবই সৎ লোক। আপনি মনে কিছুমাত্র সন্দেহ রাখবেন না ক্যাসিও, আমি আপনাকে ও আমার স্বামীকে আবার বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করব ঠিক আগেকার মতই।

ক্যাসিও। হে উদার মহিয়সী নারী, যে কোন অবস্থাতেই মাইকেল ক্যাসিও চিরদিন আপনার দাস হয়ে থাকবে।

ডেসডিমোনা। আমি তা জানি। ধন্যবাদ। আপনি আমার স্বামীকে দীর্ঘদিন জানেন এবং ভালবাসেন। আপনিও জেনে রাখবেন তিনি আপনার কাছ থেকে বেশী দূরে নেই। আপনাদের মাঝখানে রয়েছে শুধু একটুখানি নীতিগত ব্যবধান।

ক্যাসিও। কিন্তু ম্যাডাম, এ নীতি ত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। আমি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে এবং আমার শূণ্যপদ কারো দ্বারা পূরণ হয়ে গেলে জেনারেল হয়ত আমার ভালবাসা ও সেবার কথা একেবারেই ভুলে যাবেন।

ডেসডিমোনা। না না, এ বিষয়ে সন্দেহ করবেন না। যদি আমি একবার বন্ধুত্বের শপথ করি, তাহলে আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। আপনার কাজ না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামীকে একবারও শান্তি দেব না। তাঁর সমস্ত কাজ ও চিন্তার মধ্যে ক্যাসিওর কথাটা মিশিয়ে দেব। সুতরাং আপনি খুশি হোন। আমি আপনার কাজের জন্য দরকার হলে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করব জানবেন।

ওথেলো ও ইয়াগোর প্রবেশ

এমিলিয়া। ম্যাডাম, উনি এসে গেছেন।

ক্যাসিও। ম্যাডাম, আমি তাহলে চলি।

ডেসডিমোনা। কেন, আপনি থাকুন, দেখুন আমি কি বলি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাসিও। আজ্ঞে না, এখন না। এখন আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছি এবং আমি এখন থাকলে আমারই কাজের ক্ষতি হবে।

ডেসডিমোনা। আচ্ছা, যা ভাল বোঝেন করুন। (ক্যাসিওর প্রস্থান)

ইয়াগো। আমি এটা পছন্দ করি না।

ওথেলো। কী বললে?

ইয়াগো। কিছু না ব আর যদি কিছু বলে থাকি ত আমি নিজেই কি তা জানি না।

ওথেলো। আচ্ছা, ক্যাসিও এইমাত্র আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চলে গেল, না?

ইয়াগো। ক্যাসিও! আমার ত তা মনে হয় না। আমি ভাবতে পারছি না যে ক্যাসিও আপনাকে আসতে দেখে এমনি করে অপরাধীর মত সঙ্কুচিত ভাবে চলে যাবে।

ওথেলো। হ্যাঁ, সেই বটে।

ডেসডিমোনা। কেমন আছ প্রিয়তমে? আমি এইমাত্র একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ভদ্রলোক তোমার অসন্তোষের জন্য খুব দুঃখ পাচ্ছে।

ওথেলো। তুমি কার কথা বলছ?

ডেসডিমোনা! তোমার লেফ্‌টন্যাণ্ট ক্যাসিও। প্রিয়তম, আমি আমার সমস্ত শক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুরোধ করছি আপনি তাঁকে ফিরিয়ে নিন। আপনার প্রতি ওঁর ভালবাসায় যদি কোন ত্রুটি ঘটে থাকে তাহলে সেটা হয়েছে অজ্ঞতার জন্য, কোন ছল চাতুরীর জন্য নয়। তাঁর মুখের মধ্যে যথেষ্ট সততার পরিচয় পেয়েছি। আমি অনুরোধ করছি তাঁকে ফিরিয়ে নিন।

ওথেলো। উনিই কি এখান থেকে চলে গেলেন?

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ খুব কাতরভাবে। উনি দুঃখের ভারে এমনই ভারাক্রান্ত যে যাবার সময় আমাকেও কিছুটা তার ভাগ দিয়ে গেলেন যার জন্য আমিও এখন কষ্ট পাচ্ছি। প্রিয়তম, ওকে আপনি ফিরিয়ে নিন।

ওথেলো। এখন না, প্রিয়তমা ডেসডিমোনা। পরে অন্য কোন সময়ে।

ডেসডিমোনা। অল্পদিনের মধ্যে কি?

ওথেলো। তোমার জন্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তা করব।

ডেসডিমোনা। আজ রাত্রেই নৈশভোজনের সময় কি?

ওথেলো। না, আজ রাতে না।

ডেসডিমোনা। তাহলে আগামীকাল মধ্যাহ্নভোজনের সময়?

ওথেলো। কাল আমি ঘরে যাব না। দুর্গে ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ডেসডিমোনা। তাহলে কাল রাত্রে, অথবা মঙ্গলবার দুপুরে বা রাত্রে অথবা বুধবার সকালে। দয়া করে কোন সময় সেটা নির্দিষ্ট করবে। কিন্তু তিন দিনের বেশী দেরী করো না। আমার বিশ্বাস, সে এখন অনুতপ্ত। আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হয় সে কিছুটা অন্যায় করলেও যুদ্ধের পটভূমিকায় এই ধরনের ব্যক্তিগত অন্যায় উপেক্ষা করে চলা উচিত। সে কখন আসবে? বল, ওথেলো, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। যদি তুমি আমাকে কিছু করতে বল তাহলে আমি কি তা অস্বীকার করতে পারি অথবা এইভাবে তা নিয়ে টালবাহানা করতে পারি? মাইকেল ক্যাসিও তোমাকে কতবার অনুরোধ করেছে, ও সত্যিই তোমাকে শ্রদ্ধা করে। আমি তোমার সম্বন্ধে তিক্ত কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি তোমার পক্ষ নিচ্ছেন। আমাদের এমিলিয়ার খাতিরেও ওঁর জন্য কিছু করা উচিৎ।

ওথেলো। আর না। তাকে যখন খুশি আসতে বল। তোমাকে আমার না দেওয়ার কিছুই নেই।

ডেসডিমোনা। এটা কোন বরদানের ব্যাপার না। এটা এমনি একটা অনুরোধ, যেমন আমি তোমায় দস্তানা পরার জন্য খাবার জন্য অথবা তোমার নিজের কোন কিছু সম্বন্ধে অনুরোধ করে থাকি। তবে অবশ্য যদি তোমার প্রেমসংক্রান্ত কোন বিষয়ে অনুরোধ করি তাহলে সে অনুরোধ রক্ষা করা সত্যিই এক কঠিন আর ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

ওথেলো। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। তবে আমার একটা অনুরোধ, আমাকে কিছুটা ভাবতে সময় দাও।

ডেসডিমোনা। আমি কি তোমায় তা না দিতে পারি? কখনই না। আচ্ছা বিদায় প্রিয়তম।

ওথেলো। বিদায় ডেসডিমোনা। আমি তোমার কাছে সোজা চলে আসব।

ডেসডিমোনা। এস এমিলিয়া। তোমার যা খুশি বল। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

(ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান)

ওথেলো। চমৎকার অভিনয়! একটা শূন্যতা অনুভব করছি অন্তরে। তবু আমি তোমাকে ভালবাসি, কারণ তোমাকে ভালবাসতে না পারলে অন্তরে ঝড় বইতে থাকে।

ইয়াগো। স্যার।

ওথেলো। কি বলছ ইয়াগো?

ইয়াগো। ক্যাসিও কি আপনাদের পূর্ব প্রেমের কথা জানত?

ওথেলো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে সব জানত। কিন্তু কেন এ কথা বললে?

ইয়াগো। এমনি আমার আত্মতুষ্টির জন্য; অন্য কিছু না।

ওথেলো। ও কথা কেন ভাবলে ইয়াগো?

ইয়াগো। আমার মনে হয় ওঁর সঙ্গে ক্যাসিওর আগে থেকে পরিচয় ছিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওথেলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের কাছে যেত।

ইয়াগো। তাই নাকি!

ওথেলো। হ্যাঁ তাই। এর মধ্যে তুমি কিছু অন্যায় বুঝতে পারলে? লোকটা কি সৎ?

ইয়াগো। কি বললেন স্যার, সৎ?

ওথেলো। সৎ? হ্যাঁ সৎ।

ইয়াগো। আমি তা জানি না স্যার।

ওথেলো। তুমি কি মনে কর?

ইয়াগো। মনে করা?

ওথেলো। হ্যাঁ স্যার, মনে করা। হা ভগবান, আমার প্রতিটি কথার ও শুধু প্রতিধ্বনি করছে। মনে হচ্ছে ওর মনের ভিতর যেন কোন ভয়ঙ্কর একটা শয়তান লুকিয়ে আছে আর ও সেটা দেখতে ভয় পাচ্ছে। তুমি নিশ্চয় কিছু বলতে চাও। যখন ক্যাসিও আমার স্ত্রীর কাছ থেকে উঠে যায় তখন 'তুমি পছন্দ করো না' এই ধরনের একটা কথা তোমায় বলতে শুনেছিলাম। কি তুমি পছন্দ করোনি? আবার যখন আমি বললাম, ও আমাদের প্রেমকাহিনীর গোটা ব্যাপারটা জানত এবং আমার পরামর্শদাতা ছিল তখন তুমি বললে 'তাই নাকি'? এবং তাই বলে তুমি তোমার ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করলে। যেন তোমার মাথার মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা গোপন চিন্তা আবদ্ধ হয়ে আছে। যদি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস তাহলে তোমার আপন ভাবনার কথা খুলে বল।

ইয়াগো। আমি আপনাকে ভালবাসি আপনি তা জানেন স্যার।

ওথেলো। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। যেহেতু আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস আর তুমি সৎ এবং প্রতিটি কথা বলার আগে তুমি ভেবে ওজন করে যাচাই করে দেখ, সেইহেতুই মাঝে মাঝে থামলে আমার ভয় করছিল। যারা অবিশ্বস্ত ভণ্ড তারাই এই ধরনের চাতুরী খেলে; কিন্তু যারা সৎ এবং খাঁটি তাদের অন্তর কখনো কোন আবেগের দ্বারা শাসিত হয় না।

ইয়াগো। মাইকেল ক্যাসিও সম্বন্ধে জোর করে বলতে পারি সে সৎ লোক।

ওথেলো। আমিও তাই মনে করি।

ইয়াগো। মানুষকে উপর থেকে দেখে যা মনে হয় তাই দেখেই ত বিচার করতে হবে। যদি তাতে কিছু বোঝা না যায় তাহলে কিছুই বিচার করা চলবে না।

ওথেলো। হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি।

ইয়াগো। তবে আবার কি, আমি মনে করি ক্যাসিও সৎ।

ওথেলো। না, এর মধ্যে আরও কথা আছে। আমার অনুরোধ, তুমি কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবছ আমায় বল। তুমি যা ভাবছ সে কথা শত খারাপ হলেও তুমি তা স্পষ্ট করে খুলে বল।

ইয়াগো। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন স্যার। যদিও আমি আপনার কাছে কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধা, তবু চিন্তার দিক থেকে আমি স্বাধীন। চিন্তার কথা বলা না বলা বিষয়ে ক্রীতদাসদেরও স্বাধীনতা আছে। ওগুলোকে আপনি খারাপ বা মিথ্যে বলছেন কেন? এমন কোন প্রাসাদ আছে যেখানে কোন না কোন খারাপ জিনিস প্রবেশ না করে? এমন কোন পবিত্র বুক আছে যেখানে নোংরা বা কুৎসিত চিন্তা প্রবেশ না করে? বৈধ বা নীতিগত চিন্তার মধ্যেও অবৈধ অনেককিছু অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে।

ওথেলো। যদি আমাকে তোমার চিন্তার কথা খুলে না বল, তাহলে বুঝব ইয়াগো তুমি তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছ।

ইয়াগো। কিছু মনে করবেন না স্যার। আমি স্বীকার করছি, যদিও ঘটনাচক্রে আমি কিছু খারাপ অনুমান করে ফেলেছি, তবু আবার এও স্বীকার করছি যে এটা আমার স্বভাবের দোষও হতে পারে। আমার ব্যক্তিগত ঈর্ষা থেকে অনেক সময় এমন কতকগুলো জিনিসকে দোষের বলে মনে করি যা সত্যি সত্যিই দোষের না। সুতরাং আমার এই অস্পষ্ট অনুমান এবং বিক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত পর্য্যবেক্ষণ থেকে আপনি জ্ঞানবান লোক হয়ে কিছু মনে করবেন না, এগুলোকে কোন গুরুত্ব দেবেন না।

ওথেলো। কি তুমি বলতে চাও?

ইয়াগো। কোন নর বা নারীর জীবনে সুনাম হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় রত্ন স্যার। যখন কেউ আমার টাকা পয়সা চুরি করে, সে চুরিটা কিছুই না। কারণ টাকা পয়সা যেকোন সময়ে যেকোন লোকের কাছে যাওয়া আসা করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি আমার সুনাম নিয়ে নেয় তাহলে সে তাতে লাভবান হয় না, কিন্তু আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাই।

ওথেলো। ভগবানের নাম করে বলছি আমি তোমার আসল চিন্তার কথা জানতে চাই।

ইয়াগো। কিছুতেই না। আমার অন্তরটা যদি আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যায় তাহলেও পারবেন না, আর আমার অন্তর আমার মধ্যে থাকলে ত জানতে পারবেনই না।

ওথেলো। হাঃ।

ইয়াগো। ঈর্ষা বড় খারাপ জিনিস স্যার। ঈর্ষার কাছ থেকে দূরে থাকুন, সাবধান হোন। এই নীলচোখো দানবটা মানুষকে প্রতারিত করে জীবনের সুখশান্তি বিনষ্ট করে দেয়। যে যাকে ঈর্ষা করে সে তাকে ভালবাসতে পারে না, আবার ভাল না বেসেও পারে না। তাকে সন্দেহ করে আবার জোর করে ভালও বাসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওথেলো। হে দুঃখের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

ইয়াগো। যারা গরীব অথচ সন্তুষ্টচিত্ত তারা একদিকে প্রকৃত ধনী। কিন্তু যে ধনী গরীব হবে বলে সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত সে হচ্ছে ধনী হয়েও গরীব। দেখো ভগবান, কোন মানুষ যেন ঈর্ষার খপ্পরে না পড়ে।

ওথেলো। না, তা কেন। তুমি কি ভাবছ আমি সারাজীবন এই ঈর্ষা বহন করে যাব? প্রতিটি ঋতুতে নতুন নতুন সংশয় আমার সেই ঈর্ষাকে সমৃদ্ধ করে যাবে? না, একবার সংশয় মানেই সংকল্প। আমাকে তুমি এবার ছাগল বলে ভাববে যদি আমি অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই সব আনুমানিক উড়ো খবরে কান দিই। কেউ যদি বলে আমার স্ত্রী খুব সুন্দরী, মানুষের সঙ্গ ভালবাসে, মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসে, মুখরা নয়, নাচগান ও খেলাধূলা করতে পারে, আমি তাহলে মোটেই ঈর্ষান্বিত হব না। গুণ বলে যখন একটা বস্তু আছে তখন আমার স্ত্রীর থেকে হয়ত আরও গুণবতী মেয়ে আছে। আমার যেটুকু ক্ষুদ্র বুদ্ধি আছে তার থেকে বিন্দুমাত্র কোন সংশয়ের আশংকা তার বিদ্রোহ সম্পর্কে আমি করতে পারব না। তার দেহে সৌন্দর্য আছে এবং সে আমায় পছন্দ করে বিয়ে করেছে। না ইয়াগো, সন্দেহ করার আগে আমি ভাল করে দেখব। যা আমি সন্দেহ করব তা আমাকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে হবে। সেই প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমি তখন শুধু একটা পথই ধরতে পারব—ভালবাসা না হয় ঈর্ষা।

ইয়াগো। এতে আমিও খুশি। কারণ এখন আমি যে ভালবাসা ও কর্তব্য-বোধের বাঁধনে আমি আপনার সঙ্গে জড়িয়ে আছি সে ভালবাসা ও কর্তব্যের পরিচয় আরো খোলাখুলিভাবে আমি দিতে পারব। যেহেতু আমি বলতে বাধ্য, আমি যা বলছি শুনুন। অবশ্য আমি এখন প্রমাণের কথা বলছি না। আমি শুধু বলছি আপনার স্ত্রীর উপর নজর রাখবেন, ক্যাসিওর সঙ্গে তার আচরণ ও সম্পর্কটার দিকেও লক্ষ্য করবেন। ঠিক ঈর্ষান্বিত নয়, আবার নিশ্চিন্তও নয়— এইরকম একটা ভাব দেখাবেন। আমি চাই না, আপনার প্রাণখোলা মহৎ স্বভাব আপনারই অত্যধিক উদারতার দ্বারা পরে প্রতারিত হোক। তবে আমি আমাদের দেশের রীতি নীতি ত জানি। সেখানকার মেয়েরা এমন অনেক কুৎসিত ঠাট্টা ইয়ারকি করে যার কথা তারা ঈশ্বরকে বলতে পারে, তবু তাদের স্বামীকে বলতে পারে না। তাদের বিবেক এই বলে যে, সব কিছুই করো, কিন্তু গোপনে করো।

ওথেলো। তাই নাকি?

ইয়াগো। আপনাকে বিয়ে করে সে তার বাবাকে ঠকিয়েছে। আর একটা কথা দেখুন, যখন সে আপনার চোখমুখের দিকে তাকাতে ভয় করত তখনই সে আপনার চোখমুখকে সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছে।

ওথেলো। হ্যাঁ, সে তাই করেছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। আচ্ছা ভেবে দেখুন। এত অল্প বয়সে সে তার বাবার চোখে এমনভাবে ধূলো দিয়েছিল যে তার বাবা ভেবেছিল যাদু। কিন্তু আমি সত্যিই দোষ করে ফেলেছি। আমি আপনাকে বেশী ভালবেসে ফেলেছি অর্থাৎ বেশী কথা বলে ফেলেছি, সেজন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

ওথেলো। আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

ইয়াগো। আমার মনে হচ্ছে, এই সব কথাবার্তায় আপনি কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন।

ওথেলো। মোটেই না, মোটেই না।

ইয়াগো। আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। আপনার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমি যা যা বললাম আপনি আশা করি তা ভেবে দেখবেন, তবে আমি দেখছি আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার অনুরোধ আমার কথাটার সঙ্গে অন্য সব স্থূল ব্যাপার জড়িয়ে দেবেন না অথবা সন্দেহ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বা তাৎপর্যও জুড়ে দেবেন না তার সঙ্গে।

ওথেলো। না, আমি তা করব না।

ইয়াগো। যদি তা করেন তাহলে আমার কথাটা এমন এক ভয়ঙ্কর সাফল্য লাভ করবে যা আমার চিন্তা কল্পনা করতেও পারেনি। ক্যাসিও আমার যোগ্য বন্ধু। কিন্তু স্যার, আমার মনে হচ্ছে আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

ওথেলো। না না, বেশী বিচলিত ত হয়ে পড়িনি। ডেসডিমোনা সৎ একথা না ভেবে আমি পারছি না।

ইয়াগো। ঈশ্বরের কৃপায়, উনি দীর্ঘ দিন সৎ থাকুন এবং আপনিও দীর্ঘদিন তাই ভাবুন।

ওথেলো। কিন্তু তার প্রকৃতি নিজে নিজেই কতখানি ভুল করে বসেছে দেখ।

ইয়াগো। সেইটাই ত হলো কথা—। কিছু মনে করবেন না স্যার, আমি একটু সাহসের সঙ্গে বলছি। তার নিজের দেশের নিজস্ব জাতি জ্ঞাতির তরফ থেকে কত প্রস্তাব তার কাছে এসেছিল। আমরা ত প্রকৃতিগত এই মিলগুলোই দেখি। অবশ্য এবিষয়ে কোন কটাক্ষ করছি না। দূর! দূর! এটা একটা বাজে চিন্তা। এ ধরনের পার্থিব স্থূল বিষয়ে মিলের ইচ্ছা কুৎসিত এবং দুর্গন্ধময়। অমিল হলেই যে তা খারাপ এবং অস্বাভাবিক হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু আমায় ক্ষমা করবেন—আমি স্পষ্ট করে তার কথা বলতে পারছি না। তবে অবশ্য আমার ভয় হচ্ছে, ওঁর দেশের প্রথা ও রীতি নীতির সঙ্গে আপনাকে মানিয়ে নিতে ওঁর বিচারবুদ্ধি হয়ত ব্যর্থ হবে এবং পরে ওঁকে অনুতাপ করতে হবে।

ওথেলো। এখন বিদায়। যদি আরো কিছু দেখতে পাও ত আমায় জানাবে। তোমার স্ত্রীকে একটু লক্ষ্য রাখতে বলবে। এবার তুমি যাও ইয়াগো।

ইয়াগো। হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি স্যার। (যেতে যেতে)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওথেলো। কেনঅ ামি বিয়ে করেছি? এই সৎ লোকটা নিশ্চয়ই অনেক কিছু দেখে এবং অনেক কিছু জানে। যা বলে যা প্রকাশ করে তার থেকে ও অনেক বেশী জানে।

ইয়াগো। (ঘুরে এসে) আচ্ছা স্যার, আমি বলছিলাম কি, ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশী দূর গড়াবেন না। কালের উপর ছেড়ে দিন। কালক্রমে যা হবার ঠিক তবে। অবশ্য যদিও ক্যাসিওকে তার পদে পুনর্বহাল করা উচিত এবং এ বিষয়ে সে খুবই যোগ্য তথাপি আপনি যদি তাকে কিছুদিন বাইরে রাখতে চান তাহলেও তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তার সঙ্গতির উপরেও নজর রাখতে হবে। এটাও দেখতে হবে আপনার স্ত্রী যাতে ওকে আপ্যায়ণ করতে গিয়ে মোটা রকমের কিছু দিয়ে না দেয়। এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ইতিমধ্যে আমি ত শুধু ভয়ে ভয়েই থাকব। এতবড় একটা ব্যাপারকে আমি ভয় না করে পারছি না। তবে হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীকে যেন অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে ছেড়ে রেখে দেবেন। আমি আপনার সম্মান কামনা করি। (প্রস্থান)

ওথেলো। লোকটা সত্যিই খুব সৎ এবং মানুষের গুণাগুণ ও আচরণ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আছে। একদিন তার পায়ের প্রতিটি নূপুরধ্বনি আমার অন্তরের বীণার তারে ঝঙ্কার তুলত। কিন্তু আজ যদি আমি তাকে তিতিবিরক্ত করে তুলি ও তাহলে বাতাসে উড়ে যাবে। একেবারে ভাগ্যের শিকার হয়ে উঠবে। অবশ্য আমার চেহারাটা কালো এবং আমার কথাবার্তার মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ নেই যা শ্বেতকায়দের আছে অথবা আমার বয়সও একটু বেশী হয়ে গেছে—কিন্তু এসবে এমন কিছু যায় আসে না। আসলে ওর মনটা চলে গেছে, আমার সঙ্গে বাঁধা নেই, আমি প্রতারিত। এখন শুধু তাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কোন সান্ত্বনা আমার নেই। হে বিবাহের অভিশাপ, আমরা এই সব দুর্বলমনা মেয়েগুলোকে বিবাহের পর আমাদের বলে প্রচার করে থাকি; কিন্তু তাদের ক্ষুধার তল খুঁজে পাই না। আমি এক বিষাক্ত ব্যাঙের মত নরকের অন্ধকারে দূষিত বাষ্প খেয়ে বেঁচে থাকব তবু আমি যাকে ভালবাসি অপরের দ্বারা ভুক্ত আমার সেই প্রেমাস্পদের মনের এক সামান্য কোণে অবহেলার পাত্র হয়ে থাকতে পারব না। অনেক বড় বড় লোকও এই ধরনের দুশ্চিন্তার কবলে পড়ে থাকেন। মেয়ে বলে ওরা কতকগুলো বেশী সুযোগ সুবিধা পায় আর সেগুলোর ওরা যথেচ্ছ অপব্যবহার করে থাকে। অমোঘ মৃত্যুর মত এক অপরিহার্য নিয়তির কবলে পড়ে গেছি আমরা। আমরা শুধু দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি। কেউ রক্ষা করতে পারবে না আমাদের। ঐ যে ও আবার কোথায় যাচ্ছে।

ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রবেশ

যদি ও অবিশ্বস্ত ও অসতী হয় তাহলে জগতে বিশ্বস্ততা বা সতীত্ব বলে কোন জিনিসই নেই। তাহলে ঈশ্বরই মিথ্যা হবে। আমি তা বিশ্বাস করি না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনা। কী ব্যাপার ওথেলো? তোমার খাবার তৈরি, তোমার নিমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত। তাঁরা তোমার জন্য বসে আছেন।

ওথেলো। দোষটা আমারই।

ডেসডিমোনা। অমন ক্ষীণভাবে কথা বলছ কেন তুমি? তুমি কি অসুস্থ?

ওথেলো। আমার কপালটার এইখানে ব্যথা হচ্ছে।

ডেসডিমোনা। আমার মনে হয় রাত জেগে পাহারা দেওয়ার জন্যই এমনি হয়েছে। দাঁড়াও এ জায়গাটা বেঁধে দিই। এমনি ভাল হয়ে যাবে।

(ওথেলো তার রুমালটা বার করে দিল আর ডেসডিমোনা তাই দিয়ে বেঁধে দিল)

ওথেলো। তোমার রুমালটা খুব ছোট। চল আমরা ভেতরে যাই। আমরা একটু নির্জনে থাকতে চাই।

ডেসডিমোনা। তোমার শরীরটা ভাল নেই বলে সত্যিই আমি দুঃখিত।

(ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান)

এমিলিয়া। এই রুমালটা পাওয়া গেছে বলে আমি সত্যিই খুশি। এটার সঙ্গে মুরের প্রথম স্মৃতি জড়িত। আমার খামখেয়ালী স্বামী বোধ হয় একশোবার এটাকে চুরি করার জন্য বলেছিল। কিন্তু এই রুমালটা ওদের প্রথম প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন বলে মেয়েটা এটাকে এত ভালবাসে যে সবসময় এটাকে কাছে কাছে রাখে, এটাকে চুম্বন করে, এর সঙ্গে কথা বলে আর মুরও এটাকে যত্ন করে রেখে দিতে বলেছিল। যাক বাবা, এটা আমি পেয়ে গেছি এবং এটা আমি ইয়াগোকে দিয়ে দেব। সে এটা দিয়ে কি করবে তা একমাত্র ভগবান জানেন, আমার জানা সম্ভব না। আমি শুধু তার খেয়াল খুশিকে চরিতার্থ করে যাই।

ইয়াগোর পুনঃপ্রবেশ

ইয়াগো। এখানে এখন তুমি কি করছ?

এমিলিয়া। আমাকে বকো! এই দেখ তোমার জন্যে একটা জিনিস রেখে দিয়েছি।

ইয়াগো। তুমি আমাকে জিনিস দেবে? নিশ্চয় সেটা একটা সাধারণ জিনিস।

এমিলিয়া। হ্যাঁ।

ইয়াগো। স্ত্রী বোকা হলে স্বামীর বড় জ্বালা।

এমিলিয়া। এই কথা! আমি যদি তোমাকে সেই রুমালটা দিই, তাহলে তুমি আমায় কি দেবে?

ইয়াগো। কোন রুমালটা?

এমিলিয়া। কোন রুমালটা? কেন, যেটা মুর প্রথমে ডেসডিমোনাকে দিয়েছিল, যেটা কতবার তুমি আমায় চুরি করতে বলেছিলে।

ইয়াগো। তুমি সেটা সত্যিই তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছ?

এমিলিয়া। না, মিছে কথা বলব কেন। অসাবধানে তার হাত থেকে পড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে। আর আমি সুযোগ বুঝে তা কুড়িয়ে নিয়েছি। এই দেখ।

ইয়াগো। বাঃ, বেশ ভাল মেয়ে। দাও আমাকে।

এমিলিয়া। এটা নিয়ে তুমি কি করবে? এত আগ্রহের সঙ্গে এটা আমায় চুরি করতেই বা বললে কেন?

ইয়াগো। তোমার সে খবরে দরকার কি? (রুমালটা ছিনিয়ে নিতে নিতে)

এমিলিয়া। যদি কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দরকার না থাকে তাহলে আমায় ওটা ফিরিয়ে দাও। আহা বেচারী, এটা না পেয়ে হয়ত পাগল হয়ে যাবে।

ইয়াগো। তুমি স্বীকার করবে না। এটার দরকার আছে। তুমি এখন যাও। (এমিলিয়ার প্রস্থান)

আমি এবার ক্যাসিওর বাসায় এই রুমালটা ফেলে আসব। তারপর মুরটাকে নিয়ে গিয়ে তা দেখাব। যেসব জিনিসগুলো হালকা বাতাসের মতই তুচ্ছ, ঈর্ষাগ্রস্ত মনের কাছে সেগুলো ধর্মশাস্ত্রের কথার মত অভ্রান্ত প্রমাণ বলে মনে হয়। আমার বিষ ত মুরের মনে ক্রিয়া করতে শুরু করে দিয়েছে। উগ্র ভয়ঙ্কর আত্মম্ভরিতাই স্বভাবতঃ বিষ আর যার ক্রিয়া প্রথমে বুঝতে পারা না গেলেও পরে রক্তের মধ্যে কাজ করে, সালফারের খনির মত জ্বলতে থাকে।

ওথেলোর পুনঃপ্রবেশ

দেখ, এই বোধহয় এসে গেল। পাপি অথবা মান্দ্রাগোরা গাছের শিকড় অথবা পৃথিবীর কোন সিরাপই আগের মত মিষ্টি গভীর ঘুম তোমায় দিতে পারবে না। কোন ওষুধই না।

ওথেলো। হা, হা। আমার কাছে মিথ্যে। একেবারে মিথ্যে।

ইয়াগো। আবার কেন জেনারেল? ওসব কথা এখন থাক।

ওথেলো। তুমি এখন যাও। তুমি আমার পথ চলা শুরু করে দিয়েছ। আমি জোর করে বলতে পারি একটুখানি জানার থেকে কিছু না জেনে প্রতারিত হওয়া ঢের ভাল।

ইয়াগো। একথা কেন বললেন স্যার।

ওথেলো। তার গোপন কামনার কোন মুহূর্ত সম্বন্ধে কী আমি জানি? আমি তা দেখিনি, তার কথা ভাবিনি; সুতরাং সেটা আমার কোন ক্ষতি করেনি। আমি আগের রাতে ভাল করে খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, নিশ্চিন্তভাবে হাসিখুশির সঙ্গে কাটিয়েছি। আমি তার ঠোঁটে ক্যাসিওর চুম্বনের কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি। যদি কারো কোন জিনিস চুরি যায় আর সে যদি তা জানতে না পারে তাহলে তাকে তা জানতে দেওয়া উচিত না। তাহলে সেটা তার কাছে চুরি বলে মনেই হবে না।

ইয়াগো। আপনার মুখ থেকে একথা শুনে আমি দুঃখিত।

ওথেলো। যদি আমাদের সেনাবাহিনীর সকলেই তার দেহ ভোগ করে তার আস্বাদন লাভ করত. অথচ আমি তার কিছুই জানতাম না তাহলে আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুখেই থাকতাম। হে আমার মনের প্রশান্তি, হে আমার সুখ সন্তোষ বিদায় তোমাদের। সুসজ্জিত সৈন্যসম্ভারসমন্বিত হে যুদ্ধ বিদায়! যে যুদ্ধ উচ্চাভিলাষকে দেয় সবচেয়ে বড় গুণের মর্যাদা সে যুদ্ধকে বিদায়। অশ্বের হ্রেষারব, কর্ণবিদারক উত্তেজক রণবাদ্য, বিপুল জাঁকজমক, উড্ডীন রাজপতাকা, অপরিসীম উত্তেজনা আর গর্ববোধ—একটা গৌরবময় যুদ্ধের যা কিছু অঙ্গ সব বিদায়। এ সবই তুচ্ছ মরণশীল। অমর অবিনশ্বর যুদ্ধদেবতা জোভের অস্ত্রচালনারই এক হীন অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই না। বিদায়! ওথেলোর সমরপিপাসার এই হলো চির অবসান।

ইয়াগো। এটা কি আপনার পক্ষে সম্ভব স্যার?

ওথেলো। শয়তান! আমার স্ত্রী খারাপ এটা তোমাকে নিশ্চয় প্রমাণ করতে হবে (ইয়াগোর গলা ধরে) এটা তুমি নিশ্চয় জেনে রেখো। আমাকে চাক্ষুষ-প্রমাণ দিতে হবে। এইভাবে আমার জাগ্রত ক্রোধকে শান্ত করতে না পার ত বুঝব তুমি মানুষ নও, মানুষের আত্মা তোমার মধ্যে নেই, তোমার কুকুর হয়ে জন্মানোই উচিত ছিল।

ইয়াগো। এতদূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা?

ওথেলো। আমাকে নিজের চোখে তা দেখিয়ে দাও অথবা প্রমাণ করো যে, সন্দেহ করার মত কোন ছিদ্র তার চরিত্রে নেই। অথবা মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।

ইয়াগো। শান্ত হোন স্যার।

ওথেলো। যদি এইভাবে তার নিন্দে করে আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে যাও তাহলে আর কখনো প্রার্থনা করো না। সমস্ত অনুশোচনা ত্যাগ করে বিভীষিকার উপর বিভীষিকার স্তূপ জমিয়ে চল। এমন কাজ করো যাতে সমস্ত জগৎ বিস্মিত হয়। ঈশ্বরের চোখে পর্যন্ত জল আসে। কারণ তুমি যা যা করেছ তার থেকে খারাপ কাজ আর কিছু হতে পারে না।

ইয়াগো। হে ঈশ্বর, আমায় ক্ষমা করো। আপনি কি মানুষ? আপনার মধ্যে কি আত্মা বা বোধশক্তি বলে কোন জিনিস নেই? ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি এক হতভাগ্য নির্বোধের মত আপনার সততার মত গুণটাকে দোষে পরিণত করে তুলছেন। হে ভয়ঙ্কর জগৎ! তোমরা সাক্ষী থাক, এ জগতে সৎ ও খোলাখুলি হওয়াও নিরাপদ নয়। আপনাকে ধন্যবাদ, এতে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হলো। আর আমি কোন বন্ধুকে ভালবাসব না, কারণ ভালবাসাটা হচ্ছে অপরাধ।

ওথেলো। না না থাম! তোমার সৎ হওয়াই উচিৎ।

ইয়াগো। না, আমার জ্ঞানী হওয়া উচিত, কারণ সততা হচ্ছে এমনই এক নির্বুদ্ধিতা যা যার জন্য সে খাটে তাকেই হারায়।

ওথেলো। আমি সত্যি বলছি একবার মনে হচ্ছে আমার স্ত্রী সৎ, আবার মনে হচ্ছে সৎ নয়। একবার মনে হচ্ছে তুমি ঠিক, আবার মনে হচ্ছে তুমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক না। আসল কথা আমি কিছু প্রমাণ চাই। তার নাম যা একদিন ছিল সুন্দরী ডায়েনার মুখের মতই সুন্দর আর সজীব এখন তা আমার মুখের মতই কালো হয়ে উঠেছে কেন? যদি একবার আমি প্রমাণ দ্বারা তৃপ্ত হই তাহলে আমি দড়ি, ছুরি, বিষ, আগুন অথবা শ্বাসরোধকারী জলস্রোত কোন কিছুর আমি ভয় করি না।

ইয়াগো। আমি দেখছি স্যার, আপনি আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। আমিই এ আবেগ সঞ্চার করেছি আপনার মধ্যে এজন্য আমি এখন অনুতপ্ত। তবে আপনি কি তৃপ্ত হতে চান ?

ওথেলো। চাই মানে? তৃপ্ত হব।

ইয়াগো। কিন্তু কেমন করে স্যার, আপনি কি তাকে সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন দেখে সেইদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে চান?

ওথেলো। আমি চাই মৃত্যু আর ধ্বংস।

ইয়াগো। এটা কিন্তু খুবই কঠিন কাজ। এই মরণশীল চোখ ত নিজের মৃত্যু বা চূড়ান্ত ধ্বংসকে দেখতে পায় না, কিন্তু আমি কীই বা বলব! কোথায় পাব আপনার আকাংখিত তৃপ্তি? আপনার পক্ষে সেটা দেখা অসম্ভব। যদি সে প্রমাণ ছাগলের মত সুন্দর আর শক্তিশালী হয় অথবা বাঁদরের মত গরম হয় বা গর্বিত নেকড়ের মত লবণাক্ত হয় অথবা মাতাল নির্বোধের মত স্থূল হয় তাহলে কি করবেন? তবু আমি বলছি, আমার যে সব জোরাল ঘটনা এবং অভিযোগ আছে তা আপনাকে সরাসরি সত্যের দরজার কাছে নিয়ে যাবে, আপনাকে চূড়ান্ত তৃপ্তি দান করবে।

ওথেলো। হ্যাঁ, সে যে আমার প্রতি বিশ্বস্ত নয় এ বিষয়ে আমায় জীবন্ত যুক্তি-সহ প্রমাণ দাও।

ইয়াগো। এ কাজ আমি কিন্তু পছন্দ করি না। তবু এ ব্যাপারে যখন নির্বোধ সততা আর ভালবাসার বশবর্তী হয়ে এতটা এগিয়েছি তখন আমায় শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে। এরি মধ্যে একরাত আমি ক্যাসিওর কাছে শুয়েছিলাম। একটা দাঁত ওঠার জন্য আমি ঘুমোতে পারিনি সে-রাতে। একধরনের মানুষ আছে যাদের অন্তরটা খুব ঢিলে এবং ঘুমের সময় সব কথা অনর্গল বলে ফেলে। ক্যাসিও হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ। আমি তাকে ঘুমের ঘোরে বলতে শুনলাম, প্রিয়তমা ডেসডিমোনা, আমাদের আরও সজাগ ও সচেতন হতে হবে, লোকচক্ষু হতে লুকিয়ে রাখতে হবে আমাদের প্রেমের ব্যাপারটা। তারপর আমার হাতটা ধরে মোচড় দিয়ে বলল, মিষ্টি সোনা আমার! তারপর আমার ঠোঁটে জোর চুম্বন করল, মনে হলো আমার ঠোঁটটাকে গোড়াশুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলবে। তারপর তার পাটা আমার উরুর উপর চাপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আবার আমায় চুম্বন করল এবং বলল, অভিশপ্ত ভাগ্য তোমায় মুরকে দান করল।

ওথেলো। ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। অবশ্য এটা ওর স্বপ্ন।

ওথেলো। কিন্তু স্বপ্ন হলেও এ সব হলো আগেকার কাজেরই প্রতিচ্ছবি।

ইয়াগো। এটা কিন্তু আপনার এক কুটিল সন্দেহ। তবে অবশ্য এটা স্বপ্ন হলেও অন্যান্য ক্ষীণ প্রমাণগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করতে পারে।

ওথেলো। আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

ইয়াগো। না, স্থিতপ্রজ্ঞ হবার চেষ্টা করুন। এখনো পর্যন্ত আমরা কোন কাজের প্রমাণ পাইনি। উনি সৎও হতে পারেন। একটা কথা আমায় আপনি বলুন : আপনার স্ত্রীর কাছে মাঝে গোলাপজামের ছাপ দেওয়া একটা রুমাল দেখেননি ?

ওথেলো। আমি এই ধরনের রুমাল একটা ওকে দিয়েছি। এটা আমার প্রথম দান।

ইয়াগো। আমি অবশ্য তা জানি না। তবে এই ধরনের একটা রুমাল দিয়ে— এবং সেটা নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর, আজ আমি ক্যাসিওকে তার দাড়ি মুছতে দেখেছিলাম।

ওথেলো। সত্যিই কি তাই—

ইয়াগো। রুমাল যদি সত্যিই আপনার স্ত্রীর হয় তাহলে সেটা নিশ্চয় অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেবে।

ওথেলো। হায়, আমার যদি চল্লিশ হাজার জীবন থাকত। কারণ আমার একটা মাত্র জীবন খুবই দুর্বল, তা দিয়ে কখনো এতবড় একটা বিরাট অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। এখন দেখছি ব্যাপারটা সত্যি। দেখ ইয়াগো, এবার আমি আমার সমস্ত প্রেম আকাশে উড়িয়ে দিলাম। সব শেষ। হে আমার প্রতিশোধবাসনা, নরকের গভীর থেকে উঠে এস, হে আমার প্রেম, তুমি তোমার অন্তরের সিংহাসন আর মাথার মুকুট অত্যাচারী নির্মম ঘৃণার হাতে ছেড়ে দাও।

ইয়াগো। তবু আপনি সন্তুষ্টচিত্ত হোন।

ওথেলো। আমি রক্ত চাই। রক্ত, রক্ত, রক্ত।

ইয়াগো। আমি চাই ধৈর্য। আপনি ধৈর্য ধরুন। আপনার মনের পরিবর্তন হতে পারে।

ওথেলো। কখনই না ইয়াগো। বাল্টিক সাগরের হিমশীতল শৈত্যপ্রবাহ যেমন চিরদিন সামনে এগিয়ে চলে, কোনদিন ভাটা পড়ে না সে প্রবাহে, তেমনি আমার রক্তাক্ত প্রতিশোধবাসনা শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, পিছন ফিরে কোনদিন তাকাবে না বা প্রেমের কথা বলবে না ; উপযুক্ত প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তা ক্ষান্ত বা শান্ত হবে না। নতজানু হয়ে এখন ঐ মর্মরপ্রস্তরনির্মিত দেবতার সামনে উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি শপথবাক্য উচ্চারণ করব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। (নতজানু হয়ে) এখন উঠবেন না। হে প্রজ্জলিত আলোকমালা, হে আমার চতুর্দিকের জল মাটি বাতাস ও অগ্নি, তোমরা সাক্ষী রইলে, তোমরা দেখ ইয়াগো তার সমগ্র অন্তর, শ্রম এবং বুদ্ধি ওথেলোর সেবায় উৎসর্গ করল। এখন সে যা আমায় আদেশ করবে শত খারাপ কাজ হলেও আমি তা পালন করে যাব।

(দুজনেই উঠে দাঁড়াল)

ওথেলো। তোমার ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ। উদার অকৃপণ স্বীকৃতিও দিলাম তার সঙ্গে। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে তুমি ক্যাসিওকে আর জীবিত দেখতে পাবে না।

ইয়াগো। আপনার অনুরোধে নিশ্চয়ই তাকে মারা হবে। আমার বন্ধু ত একরকম প্রায় মরেই আছে। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে মারবেন না, তাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

ওথেলো। ধিক তাকে ধিক! এখন তুমি আমার সঙ্গে একটু দূরে চল। ঐ সুন্দর শয়তানটার মৃত্যুর জন্য এখন তাড়াতাড়ি আমার একটা উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। এখন থেকে তুমিই হবে আমার লেফ্‌টন্যাণ্ট।

ইয়াগো। আমি চিরদিনের জন্য আপনার। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। সাইপ্রাস দুর্গের সম্মুখস্থ স্থান।

ডেসডিমোনা, এমিলিয়া ও ভাঁড়ের প্রবেশ

ডেসডিমোনা। আচ্ছা লেফ টন্যাণ্ট ক্যাসিও কোথায় থাকেন জান?

ভাঁড়। আমি বলতে পারব না সে কোথায় থাকে।

ডেসডিমোনা। কেন?

ভাঁড়। কারণ সে একজন সৈনিক। কোন সৈনিক কোথায় থাকে একথা বলা মানে তাকে অপমান করা।

ডেসডিমোনা। যাও, তাঁর বাসাটা খুঁজে বার করো।

ভাঁড়। আমি কোথায় থাকি বলতে পারি কিন্তু সে কোথায় থাকে তা বলতে পারব না।

ডেসডিমোনা। এর কি কোন উপায় নেই?

ভাঁড়। আমি তার বাসা কোথায় জানি। সুতরাং কোথায় সে থাকে সেকথা বলা মানেই আমার এই গলা দিয়ে মিথ্যে কথা বলা হয়।

ডেসডিমোনা। তুমি কি তাঁকে খুঁজে বার করে একটা খবর দিতে পারবে?

ভাঁড়। আমি তার জন্য জগতের সব লোককে প্রশ্ন করব।

ডেসডিমোনা। যাও তাঁকে খুঁজে বার করো। তাঁকে বলো আমি আমার স্বামীর মত করিয়েছি। আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভাঁড়। এটা করা অবশ্য এমন কিছু নয়; মানুষের বুদ্ধির সীমার মধ্যেই পড়ে। সুতরাং চেষ্টা করে দেখতে পারি। (প্রস্থান)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনা। আমি আমার রুমালটা কোথায় হারালাম এমিলিয়া?

এমিলিয়া। আমি ত তা জানি না ম্যাডাম।

ডেসডিমোনা। বিশ্বাস করো। মণি মুক্তো ভরা আমার ব্যাগটা হারালে ক্ষতি ছিল না। আমার স্বামী মুর অবশ্য সত্যিই উদারচেতা, ঈর্ষান্বিত লোকের মনের মত নীচতা ওঁর মনে নেই। কিন্তু এটা অন্য যেকোন মনের পক্ষে সন্দেহ বা দুশ্চিন্তার কারণ।

এমিলিয়া। তিনি কি ঈর্ষান্বিত নন?

ডেসডিমোনা। কে, উনি? আমার মনে হয়, যে সূর্যের দেশে উনি জন্মেছেন সেই সূর্য এইধরনের সব কুচিন্তা কেড়ে নিয়েছে।

ওথেলোর প্রবেশ

এমিলিয়া। দেখুন, উনি হয়ত এদিকেই আসছেন।

ডেসডিমোনা। ক্যাসিওকে ওঁর কাছে না ডাকা পর্যন্ত আজ আমি ওকে ছাড়ব না। কেমন আছ প্রিয়তম?

ওথেলো। ভাল প্রিয়তমা। (স্বগত) ভান করা সত্যিই কঠিন। তুমি কেমন আছ ডেসডিমোনা?

ডেসডিমোনা। ভাল।

ওথেলো। তোমার হাতটা দাও। তোমার হাতটা ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে।

ডেসডিমোনা। কিন্তু এ হাত এখনও পর্যন্ত দুঃখ বা জরার পরিচয় পায়নি।

ওথেলো। এর থেকে বোঝা যায় তোমার অন্তরটা উদার। কিন্তু তোমার হাতটা যেহেতু উত্তপ্ত আর আর্দ্র, তোমার অবাধ স্বাধীনতাটাকে খর্ব করতে হবে, উপবাস, প্রার্থনা, কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মনিগ্রহ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কিছুদিন চলতে হবে। কারণ এখানে একটা ঘর্মাক্ত কলেবর ক্ষুদে শয়তান আছে যা অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। তোমার হাতটা সত্যিই খুব ভাল এবং সরল।

ডেসডিমোনা। একথা তুমি কেন বলছ? এই হাত দিয়েই আমি আমার অন্তর তোমাকে দান করেছি।

ওথেলো। তাই ত বলছি উদার হাত। প্রাচীনকালে লোকে আগে অন্তর দিত তারপর হাত দিত বিয়েতে। এখনকার কালে লোকে হাত দেয়, কিন্তু অন্তর দেয় না।

ডেসডিমোনা। আমি এসব জানি না। এখন তোমার প্রতিশ্রুতির কথাটা মনে করিয়ে দিই।

ওথেলো। প্রতিশ্রুতি কিসের?

ডেসডিমোনা। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি ক্যাসিওকে ডেকে পাঠিয়েছি।

ওথেলো। আমি বড বাতে কষ্ট পাচ্ছি। তোমার রুমালটা একবার দাও ত।

ডেসডিমোনা। এই নাও।

ওথেলো। আমি যেটা তোমায় দিয়েছিলাম সেইটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনা। সেটা ত এখন আমার কাছে নেই।

ওথেলো। এটা ত অন্যায়। সেই রুমালটা একজন মিশরবাসী আমার মাকে দিয়েছিল। আমার মা যাদু জানতেন। সেই রুমালটা যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকত তিনি লোকের মুখ দেখে তাদের মনের চিন্তা বলে দিতে পারতেন। এই রুমালটার জোরে তিনি অমায়িকভাবে আমার বাবাকে তাঁর প্রেমের কাছে বশীভূত করতে পারতেন। কিন্তু রুমালটা যদি হারিয়ে যেত অথবা কাউকে দিতেন তাহলেই বাবা ঘৃণা করতে শুরু করতেন মাকে। বাবার মন আবার অন্য মেয়ের প্রতি ঘুর-ঘুর করত। মা তাঁর মৃত্যুকালে এই রুমালটা আমায় দিয়ে যান। বলে যান, তোমার বিয়ে হলে তোমার স্ত্রীকে এটা দিও। আমি তাই তোমাকে দিয়েছিলাম। এটার ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। এটাকে চোখের মণি করে রাখতে বলেছিলাম। বলেছিলাম এটা হারালে বা কাউকে দিলে এমন ক্ষতি হবে যে ক্ষতির কোন তুলনা থাকবে না।

ডেসডিমোনা। ওটা কি সম্ভব?

ওথেলো। এটা সত্যি। এই রুমালটার বুনানোর মধ্যে যাদু আছে। একজন জ্যোতিষ এটা সেলাই করেছিল নির্দিষ্ট সময় ও তিথির মধ্যে। যে কীটের লালা থেকে এর সিল্ক উৎপন্ন হয়েছিল সেই কীটগুলোর মাথায় জ্যোতি ছিল। কুমারী মেয়েদের কবরখানা বা মমি থেকে এটাকে রাঙিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

ডেসডিমোনা। এটা সত্যি?

ওথেলো। খাঁটি সত্যি। সুতরাং ভাল করে খুঁজে দেখ।

ডেসডিমোনা। তা যদি হয় তাহলে ভগবান এটা কোনদিন না দেখালেই ভাল করতেন।

ওথেলো। হাঃ। কি কারণে একথা বললে?

ডেসডিমোনা। তুমি ওভাবে কথা বলছ কেন? তুমি কথা বলতে বলতে চমকে উঠছ এবং খুব তাড়াতাড়ি আবেগের সঙ্গে বলছ।

ওথেলো। ওটা কি সত্যিই হারিয়ে গেছে?

ডেসডিমোনা। না হারায়নি। তবে কোথায় আছে তা জানি না।

ওথেলো। কেমন করে তা জানলে?

ডেসডিমোনা। আমি বলছি এটা হারায়নি।

ওথেলো। তাহলে নিয়ে এস, আমাকে দেখাও।

ডেসডিমোনা। কেন, আমি তা ঠিকই পারি, তবে এখন পারছি না। মনে হচ্ছে আমাকে আমার দাবি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার এটা একটা কৌশল। আমার অনুরোধ, ক্যাসিওকে তুমি আবার কাজে নিযুক্ত করে নাও।

ওথেলো। তুমি আমার রুমালটা নিয়ে এস। আমার মন মেজাজ ভাল নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনা। শোন শোন। তুমি এমন সুযোগ্য লোক আর পাবে না।
ওথেলো। কিন্তু আমার রুমাল?
ডেসডিমোনা। আমার অনুরোধ ক্যাসিওর কথা বল।
ওথেলো। রুমাল।
ডেসডিমোনা। ক্যাসিও হচ্ছে এমনই একজন লোক যে সারাজীবন তোমাকে ভালবেসে এসেছে, তোমার দুঃখ বিপদে অংশগ্রহণ করে এসেছে—
ওথেলো। রুমাল।
ডেসডিমোনা। আমার বিশ্বাস দোষটা তোমারি।
ওথেলো। নিপাত যাও। (প্রস্থান)
এমিলিয়া। ভদ্রলোককে দেখে ঈর্ষাগ্রস্ত মনে হয় না?
ডেসডিমোনা। এর আগে এমন ত কখনো দেখিনি। নিশ্চয়ই তাহলে রুমালটার মধ্যে কোন যাদু আছে। এটা হারানোতে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।
এমিলিয়া। একটা কি দুটো বছরও কোন লোককে একভাবে ভাল দেখি না। তারা যেন সবাই ঠিক পাকস্থলী আর আমরা তাদের খাদ্য। ক্ষুধার সময় ওরা আমাদের খায়, পেট ভর্তি হয়ে গেলে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ক্যাসিও ও ইয়াগোর প্রবেশ

ঐ আমার স্বামী আর ক্যাসিও আসছেন।
ইয়াগো। আর কোন উপায় নেই। তাকে এটা করতেই হবে। যাও তাঁর কাছে, বারবার অনুরোধ করগে।
ডেসডিমোনা। কেমন আছেন ক্যাসিও? কী খবর?
ক্যাসিও। ম্যাডাম, আমার সেই আবেদনটা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি কোন না কোন সঙ্গত উপায়ে আমাকে আমার পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। যাঁকে অন্তর দিয়ে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর ভালবাসা লাভে আবার যেন ধন্য হই। তবে আর দেরি করলে চলবে না। কিন্তু যদি আমার অপরাধটা এতই মারাত্মক হয় যে অতীতের যোগ্যতা, বর্তমানের অনুশোচনা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গুণাবলী কোন কিছুর দ্বারাই তার স্খালন হওয়া এবং তাঁর ক্ষমা বা ভালবাসা পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব না, তাহলে সেটা আমায় জানিয়ে দেওয়াই আমার পক্ষে ভাল। তাহলে আমি নিজে নিজেই কোন সান্ত্বনা খাড়া করে নেব। অন্য কোন পথ অবলম্বন করে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেব।
ডেসডিমোনা। হায় ক্যাসিও! আপনার জন্য ওকালতি করা এখন ঠিক হবে না। আমার স্বামী এখন আর সে স্বামী নেই। আমি জানি না কিভাবে তিনি এমন করে বদলে গেলেন। আমায় ক্ষমা করুন। আমি প্রতিটি পবিত্র দেবতার নামে বলছি, আমি আপনার জন্য খোলাখুলিভাবে বারবার বলতে গিয়ে আমি আমার স্বামীর বিতৃষ্ণার কারণ হয়েছি। এখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুকালের জন্য আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। আমি যা পারি তা করব। আমার সাধ্যের চেয়ে বেশী এবার চেষ্টা করব। আশাকরি এতেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

ইয়াগো। উনি কি রেগে আছেন?

এমিলিয়া। উনি এইমাত্র এখান থেকে খুব অশান্ত চিত্তে বেরিয়ে গেলেন।

ইয়াগো। উনি কি রাগতে পারেন? নিশ্চয়ই তাহলে এ রাগটা ক্ষণিকের। আমি গিয়ে দেখছি। যদি তিনি সত্যি সত্যিই রেগে থাকেন তাহলে সে রাগের পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

ডেসডিমোনা। তাই যান। (ইয়াগোর প্রস্থান)

আমার মনে হয় রাজ্যের কোন ব্যাপার হবে। হয় ভেনিস থেকে কোন খবর এসেছে অথবা এখানে সাইপ্রাসে কোন গোপন চক্রান্তের কোন কিছু তাঁর সামনে প্রকাশ পেয়েছে। যার ফলে তাঁর সরল অন্তঃকরণটা হঠাৎ জটিল হয়ে উঠেছে। আর ঠিক এই সব সময়ে মানুষ বড় বড় লক্ষ্য থেকে সরে এসে তুচ্ছ ছোট-খাটো জিনিস নিয়ে ঝগড়া করে। তাই হয়। আমাদের হাতের সামান্য একটা আঙ্গুলে ব্যথা হলে সে ব্যথা শরীরের অন্যান্য ভাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও ছড়িয়ে যায়। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত মানুষ দেবতা নয় আর চিরদিন যে সে একভাবে থাকবে তারও কোন কথা নেই। সত্যিই আমার কপালে কষ্ট আছে। এমিলিয়া, আমি যুদ্ধের ব্যাপার কিছু জানি না। রাজকার্যও জানি না। তবে আমার প্রতি তাঁর অবিচারের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হলো, নিশ্চয় উনি মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।

এমিলিয়া। আমিও বলছি, নিশ্চয় কোন রাজকার্য সংক্রান্ত ব্যাপার। আপনার সম্বন্ধে কোন ঈর্ষা বা খারাপ ধারণা নয়।

ডেসডিমোনা। হায় হায়! আমি তাকে প্রকৃত কারণটা খুলে বলিনি।

এমিলিয়া। কিন্তু ঈর্ষাগ্রস্ত লোকের অন্তর কোন কারণ দ্বারা তৃপ্ত বা শান্ত হয় না। কারণ কোন কারণের জন্য তারা ত ঈর্ষাগ্রস্ত হয় না। ঈর্ষার খাতিরেই ঈর্ষাগ্রস্ত হয়। ঈর্ষা এমনই এক ভয়ঙ্কর বস্তু যা নিজে নিজেই জন্মলাভ করে। কোন কিছুর দ্বারা না।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর যেন দয়া করে সেই ভয়ঙ্কর বস্তুকে ওথেলোর মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

এমিলিয়া। ঈশ্বর আপনার মনস্কামনা পূরণ করুন।

ডেসডিমোনা। দেখি উনি কোথায় গেলেন। ক্যাসিও, আপনি এখন যান। আমি যদি তাঁকে ভাল অবস্থায় দেখি তাহলে আপনার আবেদনের কথা বলব। যতদূর সম্ভব সে আবেদনকে সফল করে তোলার চেষ্টা করব।

ক্যাসিও। যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ম্যাডাম।

(ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিয়াঙ্কার প্রবেশ

বিয়াঙ্কা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বন্ধু ক্যাসিও।

ক্যাসিও। কি জন্য দেশ থেকে তুমি এলে? সুন্দরী বিয়াঙ্কা, আমি ত তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। কেমন করে তুমি নিজেই চলে এলে?

বিয়াঙ্কা। আর আমি এদিকে তোমার বাসায় যাচ্ছিলাম। কী ব্যাপার তোমার! এক সপ্তা তোমার দেখা নেই। সাত দিন সাত রাত, একশো আটষট্টি ঘণ্টা, সোজা কথা! শুধু ক্লান্তির সঙ্গে দিন গণে যাওয়া।

ক্যাসিও। ক্ষমা করো বিয়াঙ্কা। আমিও খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সময়টা কাটিয়েছি। তবে আমি খুব শীগগির এই অনুপস্থিতির অবসান ঘটাব প্রিয়তমা। (ডেসডিমোনার রুমালটা দিয়ে) রুমাল থেকে কাজটা বার করে নিতে পারবে?

বিয়াঙ্কা। ও ক্যাসিও, এটা কোথা থেকে পেলে? এটা নিশ্চয় কোন বান্ধবীর ভালবাসার চিহ্ন। এবার আমি তোমার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির একটা কারণ অনুভব করতে পারছি। তাহলে এই হয়েছে অবশেষে? বাঃ বাঃ।

ক্যাসিও। বান্ধবীর কাছে যাব! তোমার দাঁতে ঠিক শয়তান আছে তা না হলে তুমি এই কুৎসিত সন্দেহ করতে না যে এ রুমাল আমার কোন মেয়েবন্ধু তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দিয়েছে। বিশ্বাস করো বিয়াঙ্কা তা নয়।

বিয়াঙ্কা। তাহলে কার ওটা?

ক্যাসিও। আমি তা জানি না। এটা আমি আমার ঘরে পেয়েছি। কেউ এটা দাবি করার আগে আমি এই রুমালের কাজটা নকল করে নিতে চাই। এইটা নিয়ে তা করে দাও দেখি। তারপর এখনকার মত চলে যাও।

বিয়াঙ্কা। চলে যাব কেন?

ক্যাসিও। আমি জেনারেলের কাছে কর্তব্যরত অবস্থায় আছি। আমি চাই না নতুন করে তিনি আমার কোন দোষ খুঁজে পান অর্থাৎ কোন মেয়ের সঙ্গে আমায় তিনি দেখে ফেলুন।

বিয়াঙ্কা। কেন, কেন তুমি ওকথা বললে বল।

ক্যাসিও। আমি তোমাকে ভালবাসি না বলে যে একথা বললাম তা ভেবো না।

বিয়াঙ্কা। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বটে, তুমি আমায় ভালবাস না বলেই একথা বলেছ। যাইহোক, তুমি আমায় আমার পথে কিছুটা এগিয়ে দেবে এবং রাত্রিতে কখন তোমার দেখা পাওয়া যাবে বলবে?

ক্যাসিও। আমি কিন্তু বেশী দূর তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। কারণ এখানে আমি কাজে নিযুক্ত আছি। তবে আমি খুব শীগগির তোমার কাছে চলে যাব।

বিয়াঙ্কা। সেই ভাল। অবস্থা বিশেষে অবশ্যই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গের সম্মুখস্থ স্থান।

ওথেলো ও ইয়াগোর প্রবেশ

ইয়াগো। আপনি কি তাই ভাবেন?

ওথেলো। ভাবি মানে, তুমি কি বলছ ইয়াগো?

ইয়াগো। কি ভাবছেন, গোপন চুম্বনের কথা?

ওথেলো। অবৈধ চুম্বন।

ইয়াগো। অথবা এমনও হতে পারে, আপনার স্ত্রী তাঁর বন্ধুবরের সঙ্গে এক বিছানায় উলঙ্গ অবস্থায় এক ঘণ্টা বা তার বেশী সময় কাটিয়েছেন। এটাতে আপনি কোন ক্ষতিবোধ করেন না?

ওথেলো। উলঙ্গ অবস্থায় এক বিছানায় তবু তাতে ক্ষতি নেই, কী বলছ ইয়াগো? এ যে ভণ্ডামিতে শয়তানকেও হার মানানো। তারা অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে, অথচ বাইরে দেখাচ্ছে তারা খুব ভাল। তারা মনে হয় তাদের এই কাজের দ্বারা একই সঙ্গে শয়তান ও ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করছে।

ইয়াগো। এটা এমন কিছু না। এটা এমনি এক পদস্খলন। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে রুমাল নিয়ে। আমি যদি আমার স্ত্রীকে একটা রুমাল দিই—

ওথেলো। তাহলে কি?

ইয়াগো। কী আবার, তাহলে সে রুমাল তার নিজস্ব। তাহলে সে রুমাল সে যাকে খুশি দিয়ে দিতে পারে।

ওথেলো। কিন্তু মনে রেখো, সে তার নিজের সম্মান ত রক্ষা করবে। সে সম্মান ত সে বিলিয়ে দিতে পারে না। তাও কি সে দিয়ে দিতে পারে বলছ?

ইয়াগো। তাঁর সম্মান হচ্ছে এমনই একটা গুণ যা চোখে দেখা যায় না। এই আছে এই নেই। কিন্তু রুমালটার জন্যেই—

ওথেলো। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি ওটার কথা ভুলে থাকলে ভাল থাকতাম। খুশি থাকতাম। তুমি বললে আর আমার মনে পড়ে গেল কথাটা। শোন, অভিশপ্ত রোগগ্রস্ত বাড়ির মাথার ওপর যেমন দাঁড়কাক ঘুর ঘুর করে তেমনি কথাটা আমার মনের উপর বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। লোকটা সত্যিই আমার রুমালটা তাহলে পেয়েছে।

ইয়াগো। তাতে কি হলো?

ওথেলো। এটা মোটেই ভাল না।

ইয়াগো। আমি যদি বলি আমি তাকে আপনার প্রতি অন্যায় করতে দেখেছি বা অন্যায় কথা বলতে শুনেছি, যদি বলি লোকটা কোন এক নারীর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে নিজের একগুঁয়ে আবেদনের মাধ্যমে বেশ কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে তাহলে কি বলবেন?

ওথেলো। সে কি বলেছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। বিশ্বাস করুন, সে বলেছে স্যার। তবে বেশী কিছু না।

ওথেলো। সে কি কিছু বলেছে?

ইয়াগো। বলেছে যে সে করেছে—কিন্তু কি করেছে তা জানি না।

ওথেলো। কি, কি বললে?

ইয়াগো। শুয়েছে—

ওথেলো। কার কাছে শুয়েছে?

ইয়াগো। তার কাছে শুয়েছে, তার উপরে শুয়েছে, আপনার যা খুশি বলতে পারেন।

ওথেলো। তার সঙ্গে শুয়েছে—তার উপরে শুয়েছে? তার উপরে শুয়েছে বললে তার সম্বন্ধে মিথ্যে বলা হবে। তার চেয়ে বলো তার সঙ্গে শুয়েছে। মরুকগে। সেইটাই ভাল। রুমাল, স্বীকারোক্তি—রুমাল। প্রথমে দোষ স্বীকার করে ফাঁসি যাবে—না প্রথমে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হবে তারপর সব স্বীকার করবে। আমার ত কাঁপুনি আসছে। প্রকৃতি কোন আভাস না দিয়ে কোন শিক্ষা না দিয়ে কখনই এত রূঢ় বা রুষ্ট হতে পারে না আমার প্রতি। এত নির্মম হতে পারে না। সামান্য কতকগুলো কথা। কতকগুলো মাত্র কথা আমার নাক কান ঠোঁট সব এইভাবে কাঁপিয়ে তুলছে। সেটা কি সম্ভব? ও শয়তান, স্বীকার করো, রুমাল। (মূর্ছিত হয়ে পড়ল)

ইয়াগো। লাগ্ লাগ্ লেগে যা ভেল্কি, আমার ভেল্কি কাজ কর। বোকাগুলো সহজ বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে এইভাবেই ধরা পড়ে। কত নির্দোষ সতী সাধ্বী মেয়ে এইভাবে তীব্র ভর্ৎসনার বস্তু হয়। কি হলো, স্যার, ওথেলো!

ক্যাসিওর প্রবেশ

কেমন আছ ক্যাসিও?

ক্যাসিও। কী হলো?

ইয়াগো। আমাদের প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। এই নিয়ে দুবার হলো। গতকাল একবার এমনি হয়েছিল।

ক্যাসিও। বুকের কাছটা একটু মালিশ করো।

ইয়াগো। না না, ভয়ের কিছু নেই। ধীরে ধীরে সেরে উঠবে। না সারলে মুখ দিয়ে একবার ফেনা ভাঙ্গবে এবং জোর ভুল বকতে শুরু করবে। এই দেখ নড়ছে। তুমি একটু কিছুক্ষণের জন্য সরে যাবে? উনি শীগ্‌গির সেরে উঠবেন। উনি চলে গেলে আমি তোমার সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলব। (ক্যাসিওর প্রস্থান) কী জেনারেল! আপনি নিজের মাথায় নিজেই আঘাত লাগালেন?

ওথেলো। তুমি কি আমায় উপহাস করছ?

ইয়াগো। আমি আপনাকে উপহাস করছি? ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, না। আমার কথা হচ্ছে আপনি ভাগ্যের সব বিধান মানুষের মত সহ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করবেন কি না ?

ওথেলো। শৃঙ্গধারী না হলেও মানুষ হচ্ছে একটা জন্তু আর দানব।

ইয়াগো। এই জনবহুল শহরে তাহলে বহু জন্তু আর দানব আছে।

ওথেলো। সে কি স্বীকার করেছে ?

ইয়াগো। স্যার, মানুষের মত দৃঢ়তার সঙ্গে সব কিছু সহ্য করুন। যদি আপনি মনে করেন প্রত্যেকটি দাড়িবিশিষ্ট লোকেরই একজন করে প্রেমিকা আছে তাহলে আপনি শুধু শুধু মনোকষ্ট পাবেন। এমন অসংখ্য লোক আছে যারা রাত্রিতে পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ শয্যায় শয়ন করে আর একথা তারা অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে। কিন্তু আপনার ব্যাপারটা হলো আলাদা। আপনার স্ত্রী নিশ্চিত আরামশয্যায় এক পরপুরুষকে চুম্বন করে এক নারকীয় নির্মম শয়তানির পরিচয় দেবে অথচ আপনি তাকে সতীসাধ্বী বলে মনে করবেন। না, না, আমাকে একবার ভাল করে জানতে দিন। আমি ভাল করে জেনে দেখি, তার আসল রূপটা কি।

ওথেলো। সত্যিই তুমি ঠিক বলেছ। জ্ঞানবানের মত কথা বলেছ।

ইয়াগো। আপনি একবার সরে দাঁড়ান। ধৈর্য ধরে চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। একটু আগে আপনি যখন দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যেটা আপনার মত লোকের পক্ষে মোটেই সাজে না। সেই সময় এখানে একবার ক্যাসিও এসেছিল। আপনার মূর্ছার অন্য কারণ বলে আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছি। তাকে একটু পরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলেছি। সেও আসবে বলেছে। আপনি একটু লুকিয়ে থাকুন। আড়ালে থেকে আপনি ওর মুখের প্রতিটি রেখার উপর ফুটেওঠা বিরক্তি ও ঘৃণার ভাবটা লক্ষ্য করবেন। কোথায় কেমন করে কত আগে এবং কখন সে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং হবে সেকথা আমি তার মুখ থেকে বার করে নেব। আপনি শুধু তার হাবভাবটা লক্ষ্য করবেন। তবে একটু ধৈর্য ধরে থাকবেন। তা নাহলে বুঝব আপনি আর মানুষ নেই, হয়ে উঠেছেন ক্রোধসর্বস্ব এক বিকৃত বস্তু।

ওথেলো। শুনছ ইয়াগো, আমি বিশেষ কৌশলের সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকব। শুনছ পাজী কোথাকার।

ইয়াগো। তা না হয় বুঝলাম। তবে কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। আপনি সরে যাবেন কি না ? (ওথেলো আড়ালে সরে গেল) আমি এবার ক্যাসিওকে বিয়াঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করব। বিয়াঙ্কা হচ্ছে এমনই এক মেয়ে যে নিজেকে বিক্রি করে নিজের খাওয়া পরা যোগাড় করে। এই ধরনের মেয়েরা অনেককে ঠকিয়ে শেষে একজনের কাছে বাঁধা থাকে। বিয়াঙ্কার কথা সে শুনলেই হাসি থামাতে পারবে না।

ক্যাসিওর প্রবেশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই এসে পড়েছে ক্যাসিও। তার হাসি দেখে পাগল হয়ে যাবে ওথেলো। তার অকারণ ভিত্তিহীন ঈর্ষা ক্যাসিওর হাসি তার হাবভাব আর হালকা আচরণ-গুলোকে খারাপ অর্থে ব্যাখ্যা করবে। কী খবর লেফ্‌টন্যান্ট!

ক্যাসিও। খুবই খারাপ। তুমি আশা দিয়েছ কিন্তু সে আশা পূরণ না হওয়ায় আমি ত মরতে বসেছি।

ইয়াগো। ডেসডিমোনাকে ভাল করে ধর। ঠিক হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা যদি তোমার বিয়াঙ্কার হাতে থাকত তাহলে কখন হয়ে যেত।

ক্যাসিও। হায় আমার কপাল। একটা বাজে মেয়েছেলে।

ওথেলো। দেখ দেখ, কেমন হাসতে শুরু করেছে এর মধ্যেই।

ইয়াগো। এতদূর ভালবাসতে আমি কোন মেয়েকে এর আগে দেখিনি।

ক্যাসিও। হায় আমার ভালবাসা! আমার ত বিশ্বাস হয় না।

ওথেলো। এখন ও আলতোভাবে অস্বীকার করছে এবং হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে।

ইয়াগো। শুনছ ক্যাসিও?

ওথেলো। এখন ও আবার ওকে ধরেছে তাকে বলার জন্যে। বেশ বেশ। বল। বলে যাও।

ইয়াগো। সে বাইরে বলে বেড়াচ্ছে যে তুমি তাকে বিয়ে করবে। তুমি কি সত্যি সত্যিই বিয়ে করতে চাও?

ক্যাসিও। হা, হা, হা।

ওথেলো। তুমি যে দিগ্বিজয়ী রোমানের মত কাণ্ড করছ। তুমি কি বিশ্বজয় করলে নাকি?

ক্যাসিও। আমি তাকে বিয়ে করব! পাত্রীটি ত বেশ। আমার বুদ্ধি অতটা খারাপ না। তার কিছুটা মূল্য দিও। হা, হা, হা।

ওথেলো। বাবা, এতদূর। মানুষ কিছু লাভ করলেই খুশিতে হাসাহাসি করে এমনি করে।

ইয়াগো। সকলেই বলাবলি করছে যে তুমি তাকে বিয়ে করছ।

ক্যাসিও। সত্যি করে বল।

ইয়াগো। সত্যি না হলে আমাকে শয়তান বলে ডাকবে।

ওথেলো। বাঃ তুমি আমায় বেশ ঠকিয়েছ। আচ্ছা।

ক্যাসিও। এটা হচ্ছে বাঁদরানীটার কীর্তি। ওই বলে বেড়িয়েছে আমি তাকে বিয়ে করব। আমি কিছু বলিনি। আমার প্রতি ভালবাসার বশে আর আমাকে তোষামোদ করার জন্যেই ও বিয়ের কথা বলে বেড়াচ্ছে।

ওথেলো। ইয়াগো ঠিকই আলোকপাত করছে ব্যাপারটার উপর। এবার, সে আসল কাহিনীটা শুরু করছে।

ক্যাসিও। একটু আগেই সে এখানে এসেছিল। সে আমাকে সব জায়গায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। আর একদিন সমুদ্রের ধারে আমি এক ভেনিসবাসীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ মেয়েটা এসে আমার গলায় হাতটা জড়িয়ে আমার উপর ঢলে পড়ল।

ওথেলো। 'আমার, প্রিয়তম ক্যাসিও' এই কথাটা নিশ্চয় বলেছিল। ও যা বলছে তাতে মনে হচ্ছে।

ক্যাসিও। আমার গলা ধরে কখনো ঝুলতে লাগল গড়াতে লাগল, কখনো কাঁদতে লাগল, কখনো টানাটানি করতে লাগল।

ওথেলো। এবার সে বলছে কেমন করে সে ওকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই কুকুরটার সঙ্গে তোমাকে আর মিশতে দেব না।

ক্যাসিও। আমি তার সঙ্গ ছাড়বই।

বিয়াঙ্কার প্রবেশ

ইয়াগো। আমার সামনেই ছাড়বে? ওই দেখ সে এসে পড়েছে।

ক্যাসিও। এ যে দেখছি অন্য মানুষ। আবার সুগন্ধি জিনিস মেখেছে। তুমি আমার পিছনে পিছনে কেন ঘুরছ?

বিয়াঙ্কা। আমি কেন, শয়তান আর শয়তানী ঘুরুক তোমার পিছনে। একটু আগে আমায় যে রুমালটা দিয়েছিলে তাতে কি হবে? আমি নিয়েই বোকা বনে গিয়েছি। ওটার সব কাজটা আমায় তুলে নিতে হবে। তোমার ঘরে রুমালটা কে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল তা তুমি জান না? এটা নিশ্চয়ই কোন ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন হবে। আর আমাকে তার কাজটা তুলে নিতে হবে? তোমার কোন পেয়ারের লোককে দাওগে। যেখান থেকেই পাও না কেন, আমি ওকাজ পারব না।

ক্যাসিও। কেমন আছ প্রিয়তমা বিয়াঙ্কা? কেমন আছ?

ওথেলো। হা ভগবান, আমার রুমালটা হবে।

বিয়াঙ্কা। আজ রাত্রে আমার কাছে এসে খাবে ত? যদি তা না আস ত তারপর সময় পেলেই আসবে। (প্রস্থান)

ইয়াগো। যাও যাও, তার পিছু পিছু যাও।

ক্যাসিও। সত্যিই আমার যাওয়া উচিত ওর সঙ্গে। তা না হলে পথে পথে আমার নিন্দে করে বেড়াবে।

ইয়াগো। আজ রাতে কি ওখানে খাবে?

ক্যাসিও। বিশ্বাস করো, ইচ্ছা ত তাই আছে।

ইয়াগো। আমিও তোমার সঙ্গে ঐ সময় দেখা করতে পারি? তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

ক্যাসিও। আমি বলছি তুমি আসবে।

ইয়াগো। যাও, আর কিছু বলো না কাউকে।

ওথেলো। (সামনে বেরিয়ে এসে) আমি কেমন করে ওকে হত্যা করব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো ?

ইয়াগো। দোষ করে আবার কেমন করে হাসাহাসি করছিল দেখছিলেন ?

ওথেলো। হায় ইয়াগো !

ইয়াগো। আপনি কি রুমালটা দেখেছিলেন ?

ওথেলো। ও রুমালটা কি আমার ?

ইয়াগো। হ্যাঁ, আপনারই। ওটা আবার মেয়েটাকে উপহার দিয়েছে। তার মানে আপনার স্ত্রী একে দিয়েছেন আর ও আবার মেয়েটাকে দিয়েছে।

ওথেলো। আমার মনে হচ্ছে ন'বছর ধরে আমি ওকে ধীরে ধীরে খুন করি। ও ভাল মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে।

ইয়াগো। না, আপনি ওসব ভুলে যান।

ওথেলো। আজ রাতের মধ্যে ও শেষ হয়ে যাবে, ও জাহান্নামে যাবে। ওকে আর বাঁচতে দেওয়া হবে না। আমার অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। এত শক্ত হয়ে গেছে যে হাত দিয়ে ঘা দিলে আমার হাতে পর্যন্ত লাগছে। হায়, সারা পৃথিবীতে ওর থেকে বেশী সুন্দরী মেয়ে নেই। ওর যা রূপ ও তাতে কোন সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারত।

ইয়াগো। না, একথা বলা আপনার উচিত না।

ওথেলো। মরুকগে. ও যা তাই বললাম। ওর সূচের কাজ খুব সূক্ষ্ম আর সুন্দর। ও খুব ভাল গান জানে। ওর গান এত মিষ্টি যে বাঘ ভালুক পর্যন্ত তাদের হিংস্রতা ভুলে যাবে ওর গান শুনে। ওর বুদ্ধি আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব খুব বেশী।

ইয়াগো। ও কোন গুণেরই যোগ্য না।

ওথেলো। হাজার হাজার বার যোগ্য। আবার ও খুব শান্ত প্রকৃতিরও বটে।

ইয়াগো। হ্যাঁ, খুব শান্ত।

ওথেলো। না, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। তবে তা সত্ত্বেও ও যা করেছে দুঃখের বিষয়। খুবই দুঃখের বিষয় ইয়াগো।

ইয়াগো। আপনি যদি ওর গুণে এতই মুগ্ধ হন ত ওকে দোষ করে যেতে দিন। তাতে যদি আপনার কিছু না যায় আসে ত কার কি বয়ে যাবে।

ওথেলো। আমি ওকে টুকরো টুকরো করে পিষে ফেলব। আমার সঙ্গে প্রতারণা !

ইয়াগো। এটা সত্যিই খুব দোষের ওর পক্ষে।

ওথেলো। আমারই অধীনস্থ একজন কর্মচারির সঙ্গে !

ইয়াগো। এটা আরও দোষের।

ওথেলো। এই রাত্রিতেই আমায় কিছু বিষ দেবে ইয়াগো। আমি তার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করব না বা কোন দোষ দেখিয়ে অনুযোগ করব না, কারণ ওর দেহ-সৌন্দর্য আমার মনকে দুর্বল করে দিতে পারে। হ্যাঁ, এই রাত্রিতেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। না, না, বিষ প্রয়োগ করবেন না। যে বিছানা ও কলুষিত করেছে সেই বিছানাতেই ওকে গলা টিপে মেরে ফেলুন।

ওথেলো। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এ যুক্তিটা আমার সত্যিই পছন্দ হয়েছে। খুব ভাল কথা বলেছ।

ইয়াগো। আর ক্যাসিও? ওর ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আজ দুপুরের মধ্যেই পরের খবর জানতে পারবেন।

ওথেলো। বাঃ, খুব ভাল। (বাদ্যধ্বনি) কিসের বাজনা?

ইয়াগো। আমার মনে হয় ভেনিস থেকে খবর এসেছে।

লোডোভিগো, ডেসডিমোনা ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

লোডোভিগো এসেছে, মনে হচ্ছে ডিউক পাঠিয়েছেন। আপনার স্ত্রীও ওর সঙ্গে রয়েছে।

লোডোভিগো। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন মহামান্য জেনারেল।

ওথেলো। আমার আন্তরিক অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন স্যার।

লোডোভিগো। ডিউক ও ভেনিসের সিনেটাররা আপনাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। (একটা প্যাকেট দিয়ে)

ওথেলো। তাঁদের সানন্দ উপহারের এই সব জিনিসগুলো আমি চুম্বন করছি।

(প্যাকেটগুলো খুলে পড়তে লাগল)

ডেসডিমোনা। কী খবর ভাই লোডোভিগো?

ইয়াগো। এই সুদূর সাইপ্রাসে আপনাকে দেখতে পেয়ে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি সিগনিয়র।

লোডোভিগো। ধন্যবাদ। আচ্ছা লেফ্‌টন্যান্ট ক্যাসিওর খবর কি?

ইয়াগো। বেঁচে আছেন স্যার।

ডেসডিমোনা। আমার স্বামীর সঙ্গে ওঁর একটা মনোমালিন্য চলছে। এতে তাঁর প্রতি নির্দ্দয়তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আশাকরি আপনি এবার সব কিছু ঠিক করে দেবেন।

ওথেলো। তুমি কি এবিষয়ে নিশ্চিত?

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম?

ওথেলো। (পড়তে লাগল) 'এই পত্র মারফৎ আপনাকে জানানো হইতেছে যে আপনি আপনার ইচ্ছামত ঐ ধরনের কাজ করিবেন না।'

লোডোভিগো। উনি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত; আচ্ছা আপনার স্বামী আর ক্যাসিওর মধ্যে সত্যি সত্যিই বিচ্ছেদ হয়েছে?

ডেসডিমোনা। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমি এর জন্যে যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করব, কারণ ক্যাসিওকে আমি স্নেহ করি।

ওথেলো। আগুন এবং পাথর।

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওথেলো। তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে ?

ডেসডিমোনা। উনি কি রেগে গেছেন ?

লোডোভিগো। চিঠিটা পড়ে উনি হয়ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আমার যতদূর মনে হয় এই চিঠিতে ক্যাসিওকে শাসনভার দিয়ে ওঁকে দেশে ফিরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডেসডিমোনা। আমি সত্যি করে বলছি এতে আমি খুশি।

ওথেলো। তা ত হবেই।

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম ?

ওথেলো। তুমি একেবারে পাগল হয়ে গেছ দেখে আমিও খুশি।

ডেসডিমোনা। ও কথা বলছ কেন প্রিয়তম ওথেলো ?

ওথেলো। শয়তান কোথাকার ! (ডেসডিমোনাকে আঘাত করল)

লোডোভিগো। স্যার, আমি নিজের চোখে দেখেছি একথা বললেও ভেনিসে এটা কেউ বিশ্বাসই করবে না। এটা খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। উনি কাঁদছেন ; আপনি ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করুন।

ওথেলো। ও শয়তান, শয়তান। তোমার চোখের জলের প্রতিটি ফোঁটা হচ্ছে এক একটি কুম্ভীরাশ্রু। দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

ডেসডিমোনা। আমি তোমার চক্ষুশূল হয়ে এখানে থাকব না।

(যাবার জন্য উদ্যত হলো)

লোডোভিগো। উনি সত্যি সত্যি খুব অনুগত মহিলা। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি স্যার, আপনি ওঁকে ফিরিয়ে আনুন।

ওথেলো। আপনি চান যে আমি ওকে ডেকে ফিরিয়ে আনি, সে হয়ত ফিরবে, ঠিক ফিরবে, কিন্তু আবার চলে যাবে, আবার আসবে, চোখের জল ফেলবে। আপনি বলছেন অনুগত। হ্যাঁ খুবই অনুগত। কাঁদ কাঁদ, কেঁদে যাও। লোক দেখানো এক সুচিত্রিত কৃত্রিম আবেগ ছাড়া আর কিছুই না। আমাকে দেশে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এখন যান, আমি পরে আপনাকে ডেকে পাঠাবো। আমি এই নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলব এবং ভেনিসে ফিরে যাব। সুতরাং এখন যান। (ডেসডিমোনার প্রস্থান) আমার জায়গায় ক্যাসিও বসবে। আমার ইচ্ছা স্যার, আজ রাত্রিতে আমরা একসঙ্গে বসে খাব। সাইপ্রাসে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। —যত সব ছাগল আর বাঁদর !

(প্রস্থান)

লোডোভিগো। আমাদের সিনেট সর্বসম্মতভাবে মুরকে দেশে ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু মুরের মাথাটা কি ঠিক আছে ? আবেগ ওর স্বভাবকে কোনদিন বিচলিত করতে পারত না। কোন দুর্ঘটনা বা দৈব দুর্বিপাক যার চরিত্রের কঠিন অখণ্ড ধাতুকে বিদ্ধ বা খণ্ড বিখণ্ড করতে পারত না, এ কি সেই মুর ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

লোডোভিগো। তাঁর মাথা কি ঠিক আছে? আমার মনে হয় তাঁর মস্তিষ্কের গোলমাল হয়েছে।

ইয়াগো। হ্যাঁ, তাই হবে। অবশ্য আমি আমার ধারণাটাকে মুখে প্রকাশ করতে পারছি না। তবে ওঁর পক্ষে এখন পাগল হওয়াই ভাল। তা না হলে কি হবে।

লোডোভিগো। ওঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত উনি মারলেন!

ইয়াগো। ওঁর স্ত্রীও অবশ্য খুব ভাল ছিলেন না। তবে উনি যে মারলেন এর ফল কিন্তু খারাপ হবে।

লোডোভিগো। উনি কি প্রায়ই এরকম করেন না চিঠিটার বিষয়বস্তু ওঁর রক্তকে উত্তপ্ত করে তুলেছে যার ফলে উনি এই প্রথম অন্যায় করে বসলেন।

ইয়াগো। দেখুন, আমি যা দেখেছি এবং যা জানি তা বলা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। আপনি তাকে লক্ষ্য করুন। তাঁর আচরণই তাঁর গতিপ্রকৃতির কথা বলে দেবে। আমার বলার কিছু দরকার হবে না। উনি কি করেন আপনি শুধু দেখে যান।

লোডোভিগো। আমি সত্যিই দুঃখিত যে আমি যা ওঁকে ভেবেছিলাম তা উনি নন। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গ।

ওথেলো ও এমিলিয়ার প্রবেশ

ওথেলো। তাহলে তুমি কিছু দেখনি?

এমিলিয়া। কোন কিছু শুনিওনি, আর সন্দেহও জাগেনি।

ওথেলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয় ক্যাসিও আর ওকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখেছ?

এমিলিয়া। তাতে ত কিছু খারাপ দেখিনি। আমি তাদের কথাবার্তার প্রতিটি অক্ষর শুনেছি।

ওথেলো। তারা কি কখনো কানে কানে ফিস ফিস করে কোন কথা বলেনি?

এমিলিয়া। না স্যার, কখনো তা বলেনি।

ওথেলো। তোমাকে কখনো বাইরে পাঠায়নি?

এমিলিয়া। কখনো না।

ওথেলো। মনে করো, তার পাখা, দস্তানা বা মুখোস কোন কিছু আনতেও না?

এমিলিয়া। আমি জোর করে শপথ করে বলতে পারি স্যার, উনি সৎ, আমার জীবনের বিনিময়ে বলছি আপনি ওঁর সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাববেন না। ওসব চিন্তা আপনার অন্তরকে কলুষিত করে তুলছে, আপনি তা অন্তর থেকে দূর করে দিন। যদি কোন শয়তান আপনার মাথার মধ্যে এই ধরনের সন্দেহ ঢুকিয়ে থাকে তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি সে যেন সাপে খেয়ে মরে। যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনি সৎ না হন তাহলে কারও স্ত্রীই সৎ নেই। তাহলে বলব সবচেয়ে সতী সাধ্বী স্ত্রীর মধ্যেও কলুষ আর কলঙ্ক আছে।

ওথেলো। তাকে এখানে নিয়ে এস। (এমিলিয়ার প্রস্থান) সে অনেক কিছু বলছে ঠিক, তবে সব কথা বলবে না। এ হচ্ছে সাদাসিদে খচ্চর মেয়েছেলে। একটা কুটিলমনা বেশ্যা যে তত সব শয়তানীর গোপন কথাগুলোকে অন্তরের মধ্যে চাবি দিয়ে ভরে রাখবে, অথচ বাইরে নতজানু হয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলবে কিছু জানে না, আমি ওকে তা করতে দেখেছি।

ডেসডিমোনাসহ এমিলিয়ার পুনঃপ্রবেশ

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম আমার, কি তুমি চাও?

ওথেলো। এদিকে এস।

ডেসডিমোনা। কী তোমার ইচ্ছা?

ওথেলো। আমি তোমার চোখগুলোকে দেখব। আমার মুখের দিকে চাও ত।

ডেসডিমোনা। একি তোমার ভয়ঙ্কর খেয়াল!

ওথেলো। (এমিলিয়ার প্রতি) তোমার কোন কাজ নেই? আমাদের একা থাকতে দাও। দরজাটা বন্ধ করে চলে যাও; যদি কেউ আসে কেশে অথবা শব্দ করে আমাদের জানাবে। সত্যিই তুমি একটা রহস্য, একটা রহস্য। না, তুমি যাও। (এমিলিয়ার প্রস্থান)

ডেসডিমোনা। আমি নতজানু হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, বল তোমার কথার মানে কি? তোমার কথা তত ভয়ের না, কিন্তু তার মধ্যে এক প্রচণ্ড রোষ রয়েছে মনে হলো।

ওথেলো। সত্যি সত্যিই তুমি কি বলত?

ডেসডিমোনা। তোমার বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত স্ত্রী প্রিয়তম।

ওথেলো। এস, শপথ করে বল। নরকের পথ পরিষ্কার কর। কারণ তোমার শপথবাক্য শুনে তোমার স্বর্গপথযাত্রী ভেবে শয়তানরা ছুঁতে ভয় করবে। সুতরাং তুমি সৎ—একথা শপথ করে বলে তুমি দ্বিগুণ পাপে জড়িয়ে পড়।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর তা ঠিকই জানেন।

ওথেলো। ঈশ্বর ঠিকই জানেন যে তুমি নরকের মতই খারাপ, অবিশ্বস্ত।

ডেসডিমোনা। কেমন করে আমি খারাপ হলাম, কার সঙ্গে? কে সে?

ওথেলো। হায় ডেসডিমোনা! তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও।

ডেসডিমোনা। হায়, দুঃখের দিন! তুমি কাঁদছ কেন? আমিই কি তোমার এই কান্নার কারণ? তুমি যদি সন্দেহ করো, আমার বাবা তোমার ডেকে পাঠিয়েছে তাহলে আমাকে তার জন্য দোষ দিও না। তোমার সঙ্গে তাঁর যদি বিচ্ছেদ হয়ে থাকে তাহলে ভাবনার কি আছে? তাঁর সঙ্গে আমারও ত বিচ্ছেদ হয়ে আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওথেলো। ঈশ্বর কি আমাকে দুঃখ দিয়ে আমায় পরীক্ষা করছেন? ওরা যদি আমার উপর অবাধে আঘাত ও লজ্জাবৃষ্টি করত, আমায় আকণ্ঠ দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়ে রাখত, আমায় বন্দী করত অথবা আমার আশার পথকে অবরুদ্ধ করত, তাহলে আমি আমার অন্তরাত্মার মাঝখানে এক ফোঁটা ধৈর্য বা সান্ত্বনা অন্ততঃ পেতাম; কিন্তু হায়, আমায় ঘৃণার পাত্র করে তোলা হয়েছে যাতে লোকে আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাবে! —এটা অসহ্য; তাহলেও আমি তা সহ্য করতে পারতাম। ভালভাবেই সহ্য করতাম। কিন্তু যার মধ্যে আমার অন্তর পরম নির্ভরতার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল, যার উপর নির্ভর করছে আমার জীবনমৃত্যু, যে আমার প্রাণপ্রবাহের একমাত্র উৎসস্থল তার কাছ থেকে বিতাড়িত। অথবা বিষাক্ত ব্যাঙের বাসের উপযুক্ত ছোট একটুকরো ভূগর্ভস্থ জলাশয়ের মত আমার প্রাণপ্রবাহকে আবদ্ধ করে রাখা! একি, তোমার মুখের রং বদলে যাচ্ছে! থাম থাম, গোলাপের মত অধরোষ্ঠ-সম্পন্না তরুণী দেবদূত, নরকের মত অন্ধকার হয়ে গেল কেন তোমার মুখখানা?

ডেসডিমোনা। আমি এখনো আশা করি আমার মহান স্বামী আমার সততায় শ্রদ্ধা রাখবেন।

ওথেলো। হালকা বাতাসের সঙ্গে উড়ে বেড়ানো গ্রীষ্মের ফড়িংএর মতই তুমি চঞ্চলা চটুলা, কোন জলজ আগাছার মতই সুশ্রী সুন্দরী ও সুগন্ধি। হায়, তোমার যদি পৃথিবীতে জন্ম না হত!

ডেসডিমোনা। হায়, কী পাপ আমি করেছি তা ত জানি না।

ওথেলো। এই সুন্দর মুখখানার কি বেশ্যানামে কলঙ্কিত হবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে? কী পাপ করেছ? একটা সাধারণ বাজারে মেয়ে কোথাকার! যদি আমি তোমার কুকর্মের কথা বলি ত তোমার গালের সব লজ্জা সব শালীনতা পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। কী করেছ? তোমার জন্যে আকাশ লজ্জায় মুখ ঢেকেছে, চাঁদ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সর্বত্রসঞ্চারী বাতাস তোমার কুকর্মের কথা শুনতে চায় না বলে মাটির মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। কী পাপ করেছ! নির্লজ্জ বেশ্যা কোথাকার!

ডেসডিমোনা। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তুমি আমার ওপর অন্যায় করছ।

ওথেলো। তুমি কি অসতী নও?

ডেসডিমোনা। না, যেহেতু আমি আজও মনে প্রাণে খৃষ্টান। যদি আমার স্বামীর জন্য উৎসর্গীকৃত এই দেহকে যে কোন অন্যায় বা অবৈধ স্পর্শ থেকে সতত বাঁচিয়ে চলাটা যদি বেশ্যার কাজ না হয়, তাহলে আমি কখনই বেশ্যা নই।

ওথেলো। কী, তুমি বেশ্যা নও?

ডেসডিমোনা। না, ঈশ্বর আমায় রক্ষা করবেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওথেলো। সেটা কি সম্ভব ?

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন।

ওথেলো। আমি তাহলে ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। আমি তোমাকে ভেনিস নগরীর এমনই একজন ধূর্ত অসতী নারীরূপে ধরে নিয়েছিলাম যে ওথেলোকে বিয়ে করেছিল। তুমি এমনই এক নারী, সেণ্ট পিটারের উল্টোদিকে যার বাস আর নরকের দ্বাররক্ষাই যার কাজ।

এমিলিয়ার পুনঃপ্রবেশ

তুমি, তুমি এসে গেছ। আমাদের কাজ হয়ে গেছে। তুমি যা কষ্ট করেছ তার জন্য এই টাকা রইল। দরজা খোল। আমাদের কথা কাউকে বলবে না। (প্রস্থান)

এমিলিয়া। হায় হায়, ভদ্রলোকের মনে কি আছে কে জানে ? আপনি কি মনে করেন মা ? আপনি কেমন রয়েছেন ?

ডেসডিমোনা। সত্যি বলছি, ঘুম, আধোঘুমে ঢলে পড়েছি আমি।

এমিলিয়া। আচ্ছা মা, কী হলো আপনার স্বামীর সঙ্গে ?

ডেসডিমোনা। কার সঙ্গে ?

এমিলিয়া। কেন, আপনার স্বামীর সঙ্গে।

ডেসডিমোনা। কে আমার স্বামী ?

এমিলিয়া। যিনি আপনার, একান্তভাবে আপনার।

ডেসডিমোনা। আমার কেউ নেই। তুমি আর কথা বলো না এমিলিয়া। আমার বলার কিছু নেই, আমি কাঁদতে পর্যন্ত পারছি না। তবু শুধু কাঁদতেই হবে। আজ রাত্রিতে আমার বিছানায় আমার বিয়ের চাদরগুলো পেতে দেবে। মনে রেখো যেন। এখানে তোমার স্বামীকে ডেকে আনো।

এমিলিয়া। বেশ একটা পরিবর্তন হচ্ছে। (প্রস্থান)

ডেসডিমোনা। ঠিক হয়েছে, আমি এই ব্যবহারের যোগ্য। কী দুর্ব্যবহারটাই না পেলাম। আমার উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া এতবড় নিন্দা বা কলঙ্কটাকে এতদূর গুরুত্ব দেওয়া ওঁর উচিত হয়নি।

ইয়াগোসহ এমিলিয়ার পুনঃপ্রবেশ

ইয়াগো। আমায় ডেকেছেন ম্যাডাম ? আপনি কেমন আছেন ?

ডেসডিমোনা। আমি তা বলতে পারব না। যারা ছোট শিশুদের শিক্ষা দেয় তারা খুব শান্তভাবে ও শান্তিপূর্ণ উপায়েই তা দেয়। উনিও আমায় সেইভাবে তিরস্কার করতে পারতেন। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, আমি জীবনে তিরস্কার কখনো সহ্য করিনি এবং এ বিষয়ে আমি একরকম শিশু।

ইয়াগো। কী ব্যাপার বলুন ত ?

এমিলিয়া। হায় ইয়াগো, আমাদের মালিক ওঁকে বেশ্যা বলেছেন এবং এমন সব অপবাদ দিয়েছেন যা কোন নিষ্পাপ লোক সহ্য করতে পারে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনা। আমি কি এই সব অপবাদের যোগ্য ইয়াগো ?

ইয়াগো। কি সব অপবাদ সুন্দরী ?

ডেসডিমোনা। যে সব অপবাদের কথা এমিলিয়া বলল এবং আমার স্বামী আমার উপর দিয়েছে।

এমিলিয়া। উনি এঁকে বেশ্যা বলেছেন, একটা ভিখিরী মাতাল অবস্থাতেও তার স্ত্রীকে একথা বলতে পারবে না।

ইয়াগো। একথা কেন তিনি বললেন ?

ডেসডিমোনা। তা আমি জানি না। আমি সেসব অপবাদের কোনটারই যোগ্য না, এ বিষয়ে নিশ্চিত।

ইয়াগো। কাঁদবেন না, কাঁদবেন না। কী দুঃসময় !

এমিলিয়া। কত ভাল ভাল বিয়ের সম্বন্ধ, বাবা, দেশ, বন্ধুবান্ধব—এত সব উনি ত্যাগ করেছেন এই বেশ্যার অপবাদ পাওয়ার জন্যে ? এতে কি লোকের কান্না আসবে না ?

ডেসডিমোনা। এর জন্যে আমার দুর্ভাগ্যই দায়ী।

ইয়াগো। ঈশ্বর ওঁকে এর জন্যে শাস্তি দিন। কিন্তু এ চিন্তা কি করে ওঁর মাথায় এল ?

ডেসডিমোনা। ভগবান জানেন।

এমিলিয়া। যদি কোন পাকা শয়তান বদমাস কোন না কোন স্বার্থ বা সুবিধার জন্য এই মনগড়া মিথ্যে নিন্দেটা রটিয়ে না থাকে ত আমি ফাঁসি কাঠে ঝুলব।

ইয়াগো। কিন্তু এমন লোক ত কেউ নেই। এটা অসম্ভব।

ডেসডিমোনা। এমন কোন লোক যদি থাকে তাহলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন।

এমিলিয়া। গলায় দড়ি দিয়ে মরুক সে। নরকের জীবরা তার হাড়গুলোকে গুঁড়ো করে ফেলুক। কেন উনি বেশ্যা বলবেন ? কে এঁর সঙ্গে মিশেছেন ? কখন, কোন জায়গায়, কিভাবে ? আসল কথা, নিশ্চয় কোন ভয়ঙ্কর বদমাস কুখ্যাত বদমাস এই অপবাদের কথা মুরকে বলেছে। হে ভগবান, এই ধরনের লোকদের সকলের সামনে মুখোস খুলে দাও আর প্রতিটি সৎ লোকের হাতে এমন এক একটি চাবুক দাও যা দিয়ে তাদের মারতে মারতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইয়াগো। দেখ, একটা সীমার মধ্যে থেকে কথা বল।

এমিলিয়া। ধিক তাদের ! এমন কেউ কি আছে যে তোমার বুদ্ধিটাকে খারাপ দিকে ঘুরিয়ে দেবে যার ফলে তুমি আমার সঙ্গে সন্দেহ করতে থাকবে।

ইয়াগো। তুমি একটি বোকা। নিজের কাজে যাও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনা। হে ভগবান! আচ্ছা ইয়াগো, আমি আমার স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে কি করব? বন্ধু আমার, তার কাছে যাও। আমি এই ধর্মীয় বাতি ছুঁয়ে বলছি আমি কি করে তাকে হারালাম তা আমি নিজেই জানি না। আমি নতজানু হয়ে বলছি, যদি আমি তাঁর ভালবাসার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকি আমার কোন কর্ম বা চিন্তার দ্বারা, অথবা আমার চোখ, কান, ইন্দ্রিয় দ্বারা আমি অন্য কাউকে কোনভাবে আনন্দ দিয়ে থাকি, যদি তিনি আমায় ভিখারীর মত প্রত্যাখ্যান করলেও আমি তাঁকে গভীরভাবে অতীতে ভালবেসে না থাকি বা ভবিষ্যতে ভালবেসে না যাই তাহলে আমার সব সুখে জলাঞ্জলি পড়ুক, তাহলে চরম নির্দয়তা আমার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিক। কিন্তু আমার ভালবাসাকে কেউ যেন কলঙ্কিত না করে। বেশ্যা, এই কথাটা উচ্চারণ করতে পর্যন্ত আমার ঘৃণা হচ্ছে, কাজ করা ত দূরের কথা। সারা পৃথিবীর সমস্ত গর্বের বস্তু হাতে পেলেও একাজ আমি করতে পারব না।

ইয়াগো। আমি অনুরোধ করছি আপনি শান্ত হোন। সাময়িক মানসিক দুরবস্থার জন্যই একথা উনি বলেছেন। রাজকার্য সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে উনি রেগে গেছেন। আর তাই উনি আপনাকে তিরস্কার করেছেন।

ডেসডিমোনা। অন্য কোন কারণ না হলেই ভাল।

ইয়াগো। আমি বলছি, তাই হবে। (ভিতরে বাদ্যধ্বনি) ঐ শুনুন, নৈশভোজনের ডাক পড়েছে; ভেনিসের দূতরা একসঙ্গে বসে খাবে। আর কাঁদবেন না, ভিতরে যান। সব ঠিক হয়ে যাবে।

(ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান)

রোডারিগোর প্রবেশ

এখন কেমন রোডারিগো?

রোডারিগো। আমি দেখছি তুমি আমার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করনি।

ইয়াগো। কেন কী এমন অন্যায় করেছি?

রোডারিগো। দিনের পর দিন কোন না কোন ছলনার দ্বারা তুমি শুধু আমায় ঠেকিয়ে রেখেছ, সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। কোন সত্যিকারের আশা আমায় দাওনি। আমি আর সহ্য করব না। আমি বোকার মত প্রচুর কষ্ট সহ্য করেছি। আর তা করব না।

ইয়াগো। তুমি কি আমার কথা শুনবে রোডারিগো?

রোডারিগো। আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু আর না, কারণ তোমার কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই।

ইয়াগো। তুমি আমায় অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করছ।

রোডারিগো। আমার অভিযোগের কারণ যাই থাক সেটা সত্যি। আমি আমার সাধ্যের অতিরিক্ত অপব্যয় করেছি। সেসব সোনাদানা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনাকে দেবার জন্য তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছ, তার অর্ধেক যে-কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অটল মনকেও টলিয়ে দিতে পারত। তুমি আমায় বলেছিলে ডেসডিমোনা তা গ্রহণ করেছে আর তার প্রতিদানে আমার পরিচয় স্বীকার করে সে আশা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে। কিন্তু আমি তার কিছুই পাইনি।

ইয়াগো। বেশ বেশ, বল।

রোডারিগো। বেশ বেশ, বল। আমি আর বলতে পারব না। এটা মোটেই ভাল না। আমি এখন বুঝতে পারছি এটা আমার দুর্বলতা এবং আমি বোকা বনে গিয়েছি। আমাকে ঠিক কেউ ল্যাং মেরেছে।

ইয়াগো। ভাল ভাল।

রোডারিগো। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, এটা মোটেই ভাল না। আমি ডেসডিমোনার কাছে নিজে গিয়ে পরিচয় করব। যদি সে আমার ধনরত্ন সব দিয়ে দেয় ত আমি আমার আবেদন তুলে নেব এবং আমার এই অবৈধ আবেদনের জন্য আমি অনুতাপ করব। যদি তা না দেয় তাহলে আমি তোমাকে দেখে নেব।

ইয়াগো। তোমার সব বলা হয়ে গেছে?

রোডারিগো। কিছুই বলিনি, বলেছি শুধু আমি কি করতে চাই আর কিসের প্রতিবাদ করছি।

ইয়াগো। আমি দেখছি তোমার মধ্যে সত্যিই যুক্তি আছে। তবে এখন থেকে আগের থেকে মনটাকে আরও ভাল করে তোলার চেষ্টা করো। তোমার হাতটা দাও রোডারিগো। তুমি আমার উপর খুব সঙ্গত কারণেই রেগে গেছ। কিন্তু তবু আমি প্রতিবাদ করছি। আমি এ ব্যাপারে যা করার ঠিকই করেছি।

রোডারিগো। তা ত মনে হয় না।

ইয়াগো। আমি তা স্বীকার করি, তা মনে হয় না। তোমার সন্দেহটা একেবারে যুক্তিহীন বা ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু রোডারিগো, যদি তোমার মধ্যে কিছুমাত্র উদ্দেশ্যের সততা, সাহস এবং বীরত্ব থাকে এবং তা তোমার আছে বলে আমি আগের থেকে এখন বেশী বিশ্বাস করি, তাহলে তুমি আজ রাত্রে তার পরিচয় দাও। পরের দিন রাত্রে যদি তুমি ডেসডিমোনাকে ভোগ করতে না পাও তাহলে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে এবং যেকোনভাবে আমার জীবননাশের চেষ্টা করবে।

রোডারিগো। আচ্ছা, সেটা আবার কি? এর মধ্যে কি যুক্তি আছে?

ইয়াগো। স্যার, ভেনিস থেকে বিশেষ দূত এসেছে এখানে ওথেলোর জায়গায় ক্যাসিওকে বসাতে।

রোডারিগো। এটা কি সত্যি? কেন, তাহলে ত ওথেলো আর ডেসডিমোনা ভেনিসে চলে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। না, না, সে যাবে মরিতানিয়ায় আর সঙ্গে নিয়ে যাবে তার সুন্দরী স্ত্রী ডেসডিমোনাকে, অবশ্য যদি কোন দুর্ঘটনার দ্বারা তার যাওয়াটা বিলম্বিত না হয়। এখন তুমি ছাড়া আর কে ক্যাসিওকে সরাতে চায়?

রোডারিগো। ক্যাসিওকে সরানো মানে তুমি কি বলতে চাও?

ইয়াগো। কেন, তার মাথায় আঘাত করে তাকে ওথেলোর আসনে বসার অযোগ্য করে দেওয়া।

রোডারিগো। আর সেটা তুমি আমায় দিয়ে করিয়ে নিতে চাও?

ইয়াগো। হ্যাঁ, অবশ্য যদি তুমি সাহস করে কিছু লাভ করতে চাও বা অধিকার ভোগ করতে চাও। আজ রাত্রে সে একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে খাবে। সেখানে আমি তার কাছে যাব—সে এখনো তার এই সম্মানজনক সৌভাগ্যের কথা জানে না। সেখান থেকে সে যখন বেরোবে তুমি যদি তা লক্ষ্য রাখ, আমার যতদূর মনে হয় সেটা হবে ঠিক বারোটা থেকে একটার মধ্যে তাহলে তুমি তোমার খুশিমত তাকে তোমার হাতে পেয়ে যেতে পার। আমি নিকটে থেকে তোমাকে সাহায্য করব, তখন সে আমাদের দুজনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অমন করে হাঁ করে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমার সঙ্গে চল। আমি তাকে মারার এমন যুক্তি তোমায় দেখাব যাতে তুমি তাকে না মেরে পারবে না। রাত বাড়ছে। এখন খাবার সময় হয়ে গেছে।

রোডারিগো। আমি এবিষয়ে আরও কিছু যুক্তি জানতে চাই।

ইয়াগো। নিশ্চয় তুমি সে যুক্তিতে তৃপ্ত হবে। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গ।

ওথেলো, ডেসডিমোনা, লোডোভিগো, এমিলিয়া ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

লোডোভিগো। আমি অনুরোধ করছি স্যার, আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

ওথেলো। আমায় ক্ষমা করবেন। বেড়ালে আমার কিছুটা ভাল হবে।

লোডোভিগো। বিদায় ম্যাডাম। ধন্যবাদ।

ডেসডিমোনা। আবার আসবেন।

ওথেলো। আপনি কি বেড়াতে যাবেন? ডেসডিমোনা!

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম।

ওথেলো। তুমি এখনি শোওগে যাও। আমি এখানে সোজা ফিরে আসব। তোমার পরিচারিকাকে বিদায় দাও।

ডেসডিমোনা। আমি তাই করব প্রিয়তম।

(ওথেলো, লোডোভিগো ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

এমিলিয়া। এখন কেমন মনে হচ্ছে? আগের থেকে শান্ত মনে হচ্ছে ওঁকে?

ডেসডিমোনা। উনি বলেছেন শীগ্‌গির ফিরে আসবেন। আরও বলেছেন তোমায় বিদায় দিয়ে আমি যেন বিছানায় চলে যাই।

এমিলিয়া। আমাকে বিদায় দিতে বলেছেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনাকে দেবার জন্য তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছ, তার অর্ধেক যে-কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অটল মনকেও টলিয়ে দিতে পারত। তুমি আমায় বলেছিলে ডেসডিমোনা তা গ্রহণ করেছে আর তার প্রতিদানে আমার পরিচয় স্বীকার করে সে আশা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে। কিন্তু আমি তার কিছুই পাইনি।

ইয়াগো। বেশ বেশ, বল।

রোডারিগো। বেশ বেশ, বল। আমি আর বলতে পারব না। এটা মোটেই ভাল না। আমি এখন বুঝতে পারছি এটা আমার দুর্বলতা এবং আমি বোকা বনে গিয়েছি। আমাকে ঠিক কেউ ল্যাং মেরেছে।

ইয়াগো। ভাল ভাল।

রোডারিগো। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, এটা মোটেই ভাল না। আমি ডেসডিমোনার কাছে নিজে গিয়ে পরিচয় করব। যদি সে আমার ধনরত্ন সব দিয়ে দেয় ত আমি আমার আবেদন তুলে নেব এবং আমার এই অবৈধ আবেদনের জন্য আমি অনুতাপ করব। যদি তা না দেয় তাহলে আমি তোমাকে দেখে নেব।

ইয়াগো। তোমার সব বলা হয়ে গেছে?

রোডারিগো। কিছুই বলিনি, বলেছি শুধু আমি কি করতে চাই আর কিসের প্রতিবাদ করছি।

ইয়াগো। আমি দেখছি তোমার মধ্যে সত্যিই যুক্তি আছে। তবে এখন থেকে আগের থেকে মনটাকে আরও ভাল করে তোলার চেষ্টা করো। তোমার হাতটা দাও রোডারিগো। তুমি আমার উপর খুব সঙ্গত কারণেই রেগে গেছ। কিন্তু তবু আমি প্রতিবাদ করছি। আমি এ ব্যাপারে যা করার ঠিকই করেছি।

রোডারিগো। তা ত মনে হয় না।

ইয়াগো। আমি তা স্বীকার করি, তা মনে হয় না। তোমার সন্দেহটা একেবারে যুক্তিহীন বা ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু রোডারিগো, যদি তোমার মধ্যে কিছুমাত্র উদ্দেশ্যের সততা, সাহস এবং বীরত্ব থাকে এবং তা তোমার আছে বলে আমি আগের থেকে এখন বেশী বিশ্বাস করি, তাহলে তুমি আজ রাত্রে তার পরিচয় দাও। পরের দিন রাত্রে যদি তুমি ডেসডিমোনাকে ভোগ করতে না পাও তাহলে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে এবং যেকোনভাবে আমার জীবননাশের চেষ্টা করবে।

রোডারিগো। আচ্ছা, সেটা আবার কি? এর মধ্যে কি যুক্তি আছে?

ইয়াগো। স্যার, ভেনিস থেকে বিশেষ দূত এসেছে এখানে ওথেলোর জায়গায় ক্যাসিওকে বসাতে।

রোডারিগো। এটা কি সত্যি? কেন, তাহলে ত ওথেলো আর ডেসডিমোনা ভেনিসে চলে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। না, না, সে যাবে মরিতানিয়ায় আর সঙ্গে নিয়ে যাবে তার সুন্দরী স্ত্রী ডেসডিমোনাকে, অবশ্য যদি কোন দুর্ঘটনার দ্বারা তার যাওয়াটা বিলম্বিত না হয়। এখন তুমি ছাড়া আর কে ক্যাসিওকে সরাতে চায়?

রোডারিগো। ক্যাসিওকে সরানো মানে তুমি কি বলতে চাও?

ইয়াগো। কেন, তার মাথায় আঘাত করে তাকে ওথেলোর আসনে বসার অযোগ্য করে দেওয়া।

রোডারিগো। আর সেটা তুমি আমায় দিয়ে করিয়ে নিতে চাও?

ইয়াগো। হ্যাঁ, অবশ্য যদি তুমি সাহস করে কিছু লাভ করতে চাও বা অধিকার ভোগ করতে চাও। আজ রাত্রে সে একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে খাবে। সেখানে আমি তার কাছে যাব—সে এখনো তার এই সম্মানজনক সৌভাগ্যের কথা জানে না। সেখান থেকে সে যখন বেরোবে তুমি যদি তা লক্ষ্য রাখ, আমার যতদূর মনে হয় সেটা হবে ঠিক বারোটা থেকে একটার মধ্যে তাহলে তুমি তোমার খুশিমত তাকে তোমার হাতে পেয়ে যেতে পার। আমি নিকটে থেকে তোমাকে সাহায্য করব, তখন সে আমাদের দুজনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অমন করে হাঁ করে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমার সঙ্গে চল। আমি তাকে মারার এমন যুক্তি তোমায় দেখাব যাতে তুমি তাকে না মেরে পারবে না। রাত বাড়ছে। এখন খাবার সময় হয়ে গেছে।

রোডারিগো। আমি এবিষয়ে আরও কিছু যুক্তি জানতে চাই।

ইয়াগো। নিশ্চয় তুমি সে যুক্তিতে তৃপ্ত হবে। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গ।

ওথেলো, ডেসডিমোনা, লোডোভিগো, এমিলিয়া ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

লোডোভিগো। আমি অনুরোধ করছি স্যার, আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

ওথেলো। আমায় ক্ষমা করবেন। বেড়ালে আমার কিছুটা ভাল হবে।

লোডোভিগো। বিদায় ম্যাডাম। ধন্যবাদ।

ডেসডিমোনা। আবার আসবেন।

ওথেলো। আপনি কি বেড়াতে যাবেন? ডেসডিমোনা!

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম।

ওথেলো। তুমি এখনি শোওগে যাও। আমি এখানে সোজা ফিরে আসব। তোমার পরিচারিকাকে বিদায় দাও।

ডেসডিমোনা। আমি তাই করব প্রিয়তম।

(ওথেলো, লোডোভিগো ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

এমিলিয়া। এখন কেমন মনে হচ্ছে? আগের থেকে শান্ত মনে হচ্ছে ওঁকে?

ডেসডিমোনা। উনি বলেছেন শীগ্‌গির ফিরে আসবেন। আরও বলেছেন তোমায় বিদায় দিয়ে আমি যেন বিছানায় চলে যাই।

এমিলিয়া। আমাকে বিদায় দিতে বলেছেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনা। এটা তাঁর আদেশ। সুতরাং লক্ষ্মী এমিলিয়া, তুমি আমার রাতের পোষাকটা দিয়ে বিদায় নাও। এ সময় তাঁকে আর বিরক্ত করা উচিত হবে না।

এমিলিয়া। আমি বলছি কি তাঁর সঙ্গে আপনার আর দেখা না হওয়াই ভাল। তাঁর মনের অবস্থা ভাল না।

ডেসডিমোনা। আমি কিন্তু তা মনে করি না। তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা এমনই অবুঝ এবং গভীর যে সে ভালবাসা তাঁর মুখের ও গালের প্রতিটি কুঞ্চিত কাঠিন্য আর ভ্রূকুটির রেখার মধ্যে এক আশ্চর্য মহিমা ও অনুগ্রহের চিহ্ন দেখতে পায়।

এমিলিয়া। আমি আপনার কথামত বিছানায় আপনাদের বিয়ের চাদরগুলো পেতে দিয়েছি।

ডেসডিমোনা। দেখ দেখ, আমাদের মন কত দুর্বল কত নির্বোধ। যদি আমি তোমার সামনে মরি তাহলে এই চাদরগুলোর একটা দিয়ে যেন আমার মুখে ঢাকা দিও।

এমিলিয়া। ওসব কেন, ভাল কথা বলুন।

ডেসডিমোনা। আমার মার বারবারি নামে এক ঝি ছিল। সে একটা লোককে ভালবাসত। কিন্তু লোকটা হঠাৎ পাগল হয়ে যায় এবং বারবারিকে ত্যাগ করে। বারবারির একটি প্রিয় গান ছিল। গানটির নাম ছিল 'উইলোর গান।' সে তার মৃত্যুর সময় এই গানটি গায়। গানটি বহুদিনের পুরনো ; কিন্তু তার বিড়ম্বিত ভাগ্যের সমগ্র কাহিনীটি পাওয়া যাবে এই গানের মধ্যে। আজ রাত্রিতে সেই গানটির কথা আবার আমার মনে পড়ছে এবং একথা আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার এখন অনেক কিছু করার আছে। কিন্তু একদিকে মাথাটা রেখে বারবারির মত সে গানটা আজ আমায় গাইতেই হবে। তুমি এখন দয়া করে যাও।

এমিলিয়া। আমি আপনার নাইট-গাউনটা কি এনে দেব ?

ডেসডিমোনা। না, এখানেই আমার পোষাকটা খুলে দাও। এই লোডোভিগো হচ্ছে উপযুক্ত লোক।

এমিলিয়া। দেখতে খুব সুন্দর।

ডেসডিমোনা। সে খুব ভাল কথা বলে।

এমিলিয়া। আমি বলতে পারি ভেনিসের যে কোন মেয়ে তার ঠোঁট স্পর্শ করার জন্যে ভেনিস থেকে খালি পায়ে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত হেঁটে যাবে।

ডেসডিমোনা। (গান করতে লাগল)

বেচারী মেয়েটা একটা সিকামুর গাছের তলায়
বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল আর গাইছিল
উইলো গাছের গান, সবুজ সজীব উইলোর গান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার হাত ছিল বুকের উপর, মাথা ছিল হাঁটুর ভিতর।
সে শুধু এক মনে গেয়ে চলেছিল উইলো গাছের গান।
গান গাইতে গাইতে একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল
তার পাশ দিয়ে ; স্বচ্ছ সাবলীল তার স্রোতোধারা,
তার চোখ দিয়ে লবণাক্ত জল ঝরে ঝরে
একটা পাথরকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল।
তবু সে গেয়ে চলেছিল উইলোর গান।
আর মাঝে মাঝে বলছিল ভিজে গলায়,
হে আমার উইলো সবুজ উইলো,
সে একদিন আসবেই আর আমি তখন
এই সবুজ উইলোর মালা দিয়েই বরণ করে নেব তাকে।
তাকে কেউ তোমরা দোষ দিও না,
তার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘৃণাকেও আমি নেব বরণ করে।

না, এই শেষ না, আরো আছে। কিন্তু শোনত, কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না ?

এমিলিয়া। কেউ না, বাতাস।

ডেসডিমোনা। (আবার গাইতে লাগল)

আমি আমার প্রেমকে বলেছিলাম মিথ্যে,
মিথ্যে বলে চেয়েছিলাম উড়িয়ে দিতে।
কিন্তু সে কি বলেছিল জান ?
সে শুধু বলেছিল, গাও উইলোর গান।
উইলো, উইলো, সবুজ সুন্দর উইলো।
আরো বলেছিল, যদি আমি বাজে মেয়ের সঙ্গে
মিশি, তুমিও মিশবে বাজে লোকের সঙ্গে ;
সুতরাং বিদায়, আর কোন কথা না।
আমার চোখ জ্বালা জ্বালা করছে।
কিন্তু তুমি কি কাঁদছ ?

এমিলিয়া। কিন্তু বাস্তবে এমন ত কোথাও দেখা যায় না।

ডেসডিমোনা। আমি একথা বলতে শুনেছি। হায়, এই হচ্ছে পুরুষ মানুষ, এই হচ্ছে পুরুষ! নিজের বিবেককে শুধিয়ে ভাল করে ভেবে বল এমিলিয়া, পুরুষদের মত মেয়েরা কি এমনি স্থূলভাবে তাদের স্বামীদের ভালবাসাকে অপমানিত করতে পারে ?

এমিলিয়া। কিছু মেয়ে যে এমন করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডেসডিমোনা। সারা জগতের বিনিময়ে তুমি কি এই ধরনের কাজ করতে পারবে ?

এমিলিয়া। কেন, তুমি পারবে না ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনা। এই ধর্মীয় বাতি ছুঁয়ে বলতে পারি, না, কখনই না।

এমিলিয়া। আমিও অবশ্য একাজ আলোতে করতে পারব না, কিন্তু অন্ধকারে পারব।

ডেসডিমোনা। আবার বলছি সারা দুনিয়ার বিনিময়ে তুমি কি একাজ করতে পারবে?

এমিলিয়া। দুনিয়া একটা বিশাল বস্তু। এত ছোট্ট একটা পাপকাজ করে কখনো কি এত বড় দুনিয়াটা পাওয়া যায়?

ডেসডিমোনা। যাইহোক, আমি জানি তুমি তা করতে পারবে না।

এমিলিয়া। সত্যি করে বলছি, আমি মনে করি আমি তা পারব এবং করার পর সে কাজটা স্খালন করতেও পারব। অবশ্য একাজ আমি একটা আংটি, পেটিকোট, গাউন বা কোন তুচ্ছ বস্তুর জন্যে করতে পারব না। কিন্তু সারা পৃথিবীটার বিনিময়ে? —কে এমন মেয়ে আছে যে তার স্বামীকে জগতের অধীশ্বর করার জন্যে তাকে ঠকাবে না?

ডেসডিমোনা। ভগবান আমায় ক্ষমা করুন, আমি কিন্তু সারা দুনিয়ার বিনিময়েও একাজ করতে পারব না।

এমিলিয়া। জগতে ন্যায় আছে, অন্যায় আছে। কিন্তু সারা জগৎটাকে যদি আপনি হাতে পেয়ে যান তাহলে অন্যায়কে ন্যায় করতে কতক্ষণ।

ডেসডিমোনা। আমারও মনে হয় এ ধরনের মেয়ে নেই।

এমিলিয়া। আছে, ডজন ডজন আছে। আর তাদের সেই কাজ দিয়ে সারা পৃথিবীটাকে ভরিয়ে দিতে পারে। তবে আমার মনে হয় স্ত্রীদের পতনের জন্যে তাদের স্বামীরাই দোষী। দেখবেন তারা অনেক সময় তাদের কর্তব্য শিথিল করে দিয়ে আমাদের প্রাপ্য জিনিস অপর মেয়েকে বিলিয়ে দেয় অথবা কুৎসিৎ ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। অহেতুক অজস্র বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেবে আমাদের উপর অথবা তারা আমাদের মারবে অথবা আমাদের আত্মীয় স্বজনদের অপমান করবে। কেন, আমাদের কি বিষ নেই। আমাদের যেমন দয়া মায়া আছে তেমনি আবার প্রতিশোধবাসনাও আছে। স্বামীদের জানা উচিত, তাদের মত আমাদেরও বোধশক্তি আছে, আমাদেরও দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি আছে; তিক্ত মধুর আস্বাদ লাভের ক্ষমতা আমাদেরও আছে। কেন তারা আমাদের ছেড়ে অন্য মেয়ে ধরবে? এটা কি খেলা? আমার মনে হয় তাই। এ খেলার জন্য কি ভালবাসা থেকে? আমি ধরে নিলাম তাই বটে। অথবা তারা কি তাদের চরিত্রগত কোন ত্রুটি থেকে এ ভুল করে? তাও করতে পারে। কিন্তু যেকোন কারণেই তারা এ ভুল করুক না কেন, আমরাও ত সে ভুল করতে পারি। আমাদেরও ত ভালবাসা থাকতে পারে, আমাদেরও ত চরিত্রগত ত্রুটি থাকতে পারে, আমাদেরও ত খেলার বাতিক থাকতে পারে। সুতরাং তাদের জানা উচিত, আমাদের সঙ্গে তারা যেন ভাল ব্যবহার করে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা না হলে তাদের অন্যায় আমাদেরও অন্যায় করতে শিখিয়ে দেবে।

ডেসডিমোনা। বিদায়। ঈশ্বর যেন আমায় এমন শক্তি দান করেন যাতে মন্দ থেকে মন্দ শিক্ষা লাভ না করে আমি সে মন্দকে ভাল করে তুলতে পারি।

(প্রস্থান)

□ পঞ্চম অঙ্ক □

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাস। রাজপথ।

ইয়াগো ও রোডারিগোর প্রবেশ

ইয়াগো। এইখানে এই দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াও। ও সোজা এইখানে আসবে। তোমার ধারাল তরোয়ালটা ভাল করে ধরে থাক। চটপট নাও; মোটেই ভয় করবে না। আমি কাছেই থাকব। এসব ব্যাপারে হয় চরম লাভ না হয় চরম লোকসান; সুতরাং খুব সাবধানে কাজ করবে। সঙ্কল্পটাকে খুব শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে।

রোডারিগো। কাছাকাছি থেকো কিন্তু। আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে ত।

ইয়াগো। সে কি, ও তোমার একেবারে হাতের কাছে এসে পড়বে। সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাক। (সরে গেল)

রোডারিগো। একাজে আমার তত ভক্তি নেই। কিন্তু ও আমায় চুক্তির দ্বারা যথেষ্ট সন্তুষ্ট করেছে। একটা মানুষকে শুধু সরিয়ে ফেলা। আমার তরোয়ালটা একটু ভালভাবে চালিয়ে দিতে পারলেই ব্যাস, সে মরে যাবে।

ইয়াগো। আমি এই বোকা ছোকরাটাকে ঘষে ঘষে বেশ তাতিয়ে তুলেছি। এখন ও বেশ রেগে গেছে। এখন হয় ও ক্যাসিওকে মারবে না হয় ক্যাসিও ওকে মারবে। অথবা দুজনেই মরবে। দুজনের যেই মরুক, লাভ হবে আমারই। দুজনেই মরলে ফল আরও ভাল। রোডারিগো বেঁচে থাকলে ওর কাছ থেকে যেসব ধনরত্ন ডেসডিমোনাকে দেবার জন্য আমি নিয়েছি সেগুলো ও ফেরৎ চাইবে। না কখনই সম্ভব না আমার পক্ষে। আবার যদি ক্যাসিও বেঁচে থাকে তারমধ্যে এমন কতকগুলো গুণ আছে যার পাশে আমাকে কুৎসিত দেখায়। আর তাছাড়া মুর একদিন আমার সব কথা তাকে বলে আমার স্বরূপটাকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। তখন আমি আরও বিপদে পড়বো। না, তাকে মরতেই হবে। তাই হোক। আমি শুনতে পাচ্ছি ও আসছে।

ক্যাসিওর প্রবেশ

রোডারিগো। আমি তার চলার ধরন জানি। সে-ই বটে। শয়তান তুমি গেলে। (ক্যাসিওকে আঘাত)

ক্যাসিও। যে আমায় আঘাত করল নিশ্চয় সে আমার কোন শত্রু হবে। তবে তুমি হয়ত জান না আমার কোটটা খুবই শক্ত। আচ্ছা আমিও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমাকে এর ফল দেখাচ্ছি। (তরবারি বার করে রোডারিগোকে আঘাত)

রোডারিগো। ওঃ, আমি মরে গেলাম।

(ইয়াগো পিছন থেকে ক্যাসিওর পায়ে ছুরি মেরে চলে গেল)

ক্যাসিও। আমি চিরদিনের জন্য খোঁড়া হয়ে গেলাম। কে আছ বাঁচাও। খুন! খুন! (পড়ে গেল)

একটু দূরে ওথেলোর প্রবেশ

ওথেলো। ক্যাসিওর কণ্ঠস্বর না! ইয়াগো তাহলে তার কথা রেখেছে।

রোডারিগো। ও, আমিই শয়তান।

ওথেলো। ঠিক তাই।

ক্যাসিও। ওঃ, বাঁচাও, কে আছ, আলো, ডাক্তার।

ওথেলো। হ্যাঁ, সেই বটে। হে বীর ইয়াগো, সৎ ইয়াগো, ন্যায়পরায়ণ ইয়াগো, বন্ধুর প্রতি অন্যায়ের শোধ তুমি নিলে। তুমি আমায় উচিত শিক্ষা দিলে—হায় দাসী দেখ, দেখ, তোমার প্রিয়তম আজ মরে পড়ে আছে, তোমার অপূর্ণ সৌভাগ্য উবে যাচ্ছে। কূলটা, আমি যাচ্ছি, তোমার যে চোখ দিয়ে একদিন মুগ্ধ করেছিলে আমার অন্তরকে সে চোখকে আমি চিরদিনের জন্য মুদ্রিত ক'রে দেব। তোমার কামনার কলুষ দিয়ে যে শয্যাকে তুমি কলঙ্কিত করেছ সেই শয্যাকে আজ আমি তোমার কামনাসিক্ত দেহের রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করে তুলব। (প্রস্থান)

অদূরে লোডোভিগো ও গ্র্যাশিয়ানোর প্রবেশ

ক্যাসিও। কই কেউ এল না? কোন পাহারাদার বা পথিক কেউ না? খুন খুন।

গ্র্যাশিয়ানো। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা হবে। কণ্ঠটা খুবই আর্ত বলে মনে হচ্ছে।

ক্যাসিও। আমাকে বাঁচাও।

লোডোভিগো। শোন, শোন।

রোডারিগো। ও পাজী শয়তান।

লোডোভিগো। দুজন অথবা তিনজন আর্তনাদ করছে। এখন রাত্রি গভীর। এটা আবার ভণ্ডামিও হতে পারে। সুতরাং আরো সাহায্য না আসা পর্যন্ত আমার ওখানে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

রোডারিগো। কেউ এল না? তাহলে রক্ত ঝরতে ঝরতে আমি মরে যাব।

আলো হাতে ইয়াগোর পুনঃপ্রবেশ

লোডোভিগো। শোন, শোন।

গ্র্যাশিয়ানো। এদিকে কে একজন জামা পরে আলো ও অস্ত্রহাতে আসছে।

ইয়াগো। কে ওখানে? খুন খুন বলে কে চীৎকার করছে?

লোডোভিগো। আমরা জানি না।

ইয়াগো। তোমরা কোন চীৎকার শোননি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাসিও। এখানে এখানে! ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি আমাকে বাঁচাও।

ইয়াগো। কী ব্যাপার?

গ্র্যাশিয়ানো। আমার যতদূর মনে হয় এ হচ্ছে ওথেলোর সহকর্মী।

লোডোভিগো। হ্যাঁ, সেই হবে। সত্যিই খুব সাহসী এবং একজন বীর পুরুষ।

ইয়াগো। এখানে তুমি এতক্ষণ ধরে চীৎকার করছিলে কেন?

ক্যাসিও। ইয়াগো। শয়তানরা আমার জীবনটা মাটি করে দিলে। আমাকে বাঁচাও।

ইয়াগো। ও আমার লেফ্‌টন্যান্ট, কোন শয়তান একাজ করেছে?

ক্যাসিও। আমার মনে হয় সে এখানেই আছে, পালাতে পারেনি।

ইয়াগো। ও বিশ্বাসঘাতক শয়তান!—(লোডোভিগো ও গ্র্যাশিয়ানোর প্রতি) তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? এখানে এস, কিছু সাহায্য করো।

রোডারিগো। আমাকে বাঁচাও।

ক্যাসিও। ওই একজন।

ইয়াগো। ও খুনী ক্রীতদাস, শয়তান কোথাকার।

(রোডারিগোকে ছুরিকাঘাত)

রোডারিগো। ও শয়তান ইয়াগো। নিষ্ঠুর কুকুর!

ইয়াগো। কী অন্ধকারে মানুষ খুন করবে! আর সব চোরগুলো গেল কোথায়? শহরটা একেবারে স্তব্ধ। খুন, খুন। তোমরা ভাল না মন্দ?

লোডোভিগো। যা বলবে। তুমি যা বলবে তাই হবে।

ইয়াগো। সিগ্‌নিয়র লোডোভিগো!

লোডোভিগো। হ্যাঁ, তিনিই স্যার।

ইয়াগো। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। এখানে ক্যাসিও শয়তানদের দ্বারা আহত হয়ে পড়ে রয়েছে।

গ্র্যাশিয়ানো। ক্যাসিও!

ইয়াগো। কেমন করে এমন হলো ভাই?

ক্যাসিও। আমার পাটা দুখণ্ড হয়ে গেছে।

ইয়াগো। ঈশ্বর করুন, তা যেন না হয়। আপনারা আলো নিয়ে আসুন। আমি আমার জামা দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি।

বিয়াঙ্কার প্রবেশ

বিয়াঙ্কা। কী ব্যাপার! কে চীৎকার করছিল?

ইয়াগো। কে চীৎকার করছিল!

বিয়াঙ্কা। ও আমার প্রিয়তম ক্যাসিও। আমার ক্যাসিও। ক্যাসিও! ক্যাসিও! ক্যাসিও!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়াগো। কুখ্যাত বেশ্যা কোথাকার! আচ্ছা ক্যাসিও, কে তোমায় আঘাত করেছে? তুমি কাউকে সন্দেহ কর?

ক্যাসিও। না।

গ্র্যাশিয়ানো। আমি আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলাম, আপনাকে এভাবে দেখে খুবই দুঃখিত।

ইয়াগো। একটা দড়ি। কই একটা চেয়ার আন। এখান থেকে ওঁকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বিয়াঙ্কা। হায়, হায়। ও মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ও ক্যাসিও। ক্যাসিও। ক্যাসিও।

ইয়াগো। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এই নোংরা মেয়েছেলেটাকে আসামীদের একজন বলে সন্দেহ করি। কিছুটা ধৈর্য ধরো ক্যাসিও। এস, এস। আমাকে একটা আলো এনে দাও। এ মুখটাকে কি আমরা চিনি না? হায়, আমার বন্ধু এবং স্বদেশবাসী রোডারিগো। না—হ্যাঁ, নিশ্চয়। হা ভগবান রোডারিগো।

গ্র্যাশিয়ানো। ভেনিসের রোডারিগো?

ইয়াগো। হ্যাঁ, সেই স্যার। আপনি তাকে চেনেন?

গ্র্যাশিয়ানো। চিনি মানে? হ্যাঁ! বেশই চিনি।

ইয়াগো। মহামান্য গ্র্যাশিয়ানো, এইসব রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনা আমাকে কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছে যার জন্য আমি আপনাদের চিনতে পারিনি।

গ্র্যাশিয়ানো। আমি আপনাকে দেখে খুশি হয়েছি।

ইয়াগো। এখন কেমন ক্যাসিও? কই, একটা চেয়ার নিয়ে এস। একটা চেয়ার!

গ্র্যাশিয়ানো। রোডারিগো!

ইয়াগো। হ্যাঁ, সে-ই সেই একাজ করেছে। (একটা চেয়ার আনা হলো) হ্যাঁ, ঠিক আছে। কোন ভাল লোক এখান থেকে ক্যাসিওকে চেয়ারে করে বয়ে নিয়ে যাক। আমি জেনারেলের সার্জেনকে ডেকে আনব। (বিয়াঙ্কার প্রতি) তোমায় বলে দিচ্ছি, তোমাকে এখন কিছু করতে হবে না। এখন মৃতপ্রায় অবস্থায় যে পড়ে রয়েছে সে আমার বন্ধু ক্যাসিও। তোমার সঙ্গে তার কি হয়েছিল?

ক্যাসিও। কিছুই না। লোকটাকে আমি চিনিও না।

ইয়াগো। (বিয়াঙ্কার প্রতি) কী, মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে কেন? ওহো, ওঁকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাও। (ক্যাসিও ও রোডারিগোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো) দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, মেয়েটার মলিন মুখটা দেখছেন? ওর চোখের কুটিলতাটা লক্ষ্য করেছেন? না, ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, পরে আমরা অনেক কিছু শুনতে পারব। ওকে ভাল করে দেখুন, নজর রাখুন। জিব না কাজ করলেও অপরাধ তার নিজের কথা নিজেই বলবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমিলিয়ার প্রবেশ

এমিলিয়া। হায়, হায়, কী হলো? কী হলো স্বামী।

ইয়াগো। অন্ধকারে রোডারিগো ক্যাসিওকে গুরুতরভাবে আঘাত করেছে। ক্যাসিও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, রোডারিগো মরে গেছে, অন্য দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেছে।

এমিলিয়া। হায় ক্যাসিও। ক্যাসিও অত্যন্ত ভাল এবং ভদ্রলোক।

ইয়াগো। বুঝলে এমিলিয়া, এসব হচ্ছে বেশ্যাদের নিয়ে ফুর্তি করার ফল। ক্যাসিওকে শুধিয়ে দেখ আজ রাত্রে কোথায় ও খেয়েছে। কী, কাঁপছ কেন একথা শুনে?

বিয়াঙ্কা। আজ রাতে সে আমার বাড়িতে খেয়েছে। কিন্তু তারজন্য আমি কাঁপতে যাব কেন?

ইয়াগো। ও তাই নাকি! আমি তোমাকে অভিযুক্ত করছি। চল আমার সঙ্গে।

এমিলিয়া। ছিঃ ছিঃ বেশ্যা কোথাকার!

বিয়াঙ্কা। আমি বেশ্যা নই। যে তুমি আমায় গাল দিচ্ছ, সেই তোমার মতই আমিও ভদ্র জীবনযাপন করি।

এমিলিয়া। আমার মত! ধিক, ধিক তোমাকে।

ইয়াগো। দয়া করে আপনারা চলুন। ক্যাসিওকে পোষাক পরিয়ে দিতে হবে। এস মেয়ে, তোমাকে সব কাহিনী খুলে বলতে হবে। এমিলিয়া, তুমি দুর্গের ভিতরে গিয়ে আমাদের লর্ড ও লেডীকে যা যা ঘটেছে, সেবিষয়ে খবর দাও। তুমিই কি আগে যাবে? (এমিলিয়াকে আড়ালে) মনে রেখো আজ রাত্রেই আমার এস্পার ওস্পার যাহোক একটা কিছু হবে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গের অভ্যন্তর।

শয্যায় শায়িত ডেসডিমোনা। আলো হাতে ওথেলোর প্রবেশ

ওথেলো। কারণ, হে আমার আত্মা, নিয়তিরূপিনী সেই ভয়ঙ্কর কারণই আমায় প্রবৃত্ত করেছে একাজে। হে শুচিসুন্দর নক্ষত্রাবলী, আমি কিন্তু লজ্জায় সে কারণের কথা বলতে পারব না তোমাদের কাছে। তবে জেনে রেখো, এ হচ্ছে সেই কারণ। তথাপি আমি তার রক্তপাত করব না। সুমসৃণ মর্মরপ্রস্তরসদৃশ অতিশুভ্র তুষারবিনিন্দিত তার গাত্রচর্মকে ক্ষত বিক্ষত করব না বিন্দুমাত্র। তবু তাকে মরতে হবে, তা না হলে আরও অনেক অনেক লোককে প্রতারিত করবে সে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের সঙ্গে। সব আলো নিবিয়ে দাও, তারপর নিবিয়ে দাও এর জীবন দীপ। হে জ্বলন্ত আলো, যদি আমি তোমার কামনাকে তৃপ্ত করি, যদি তোমায় একেবারে না নিবিয়ে দিই তাহলে কি আবার তোমায় বাঁচিয়ে তোলা যাবে, তোমার আগেকার আলোকে ফিরে পাওয়া যাবে? আমি কি অনুশোচনা করব? কিন্তু একবার সব আলো নিবিয়ে

www.BanglaBook.org

ফেললে, একবার জীবনদীপ নিঃশেষে নির্বাপিত হয়ে গেলে হে ছলনাময়ী সুন্দরী, এমন কোন প্রমিথিয়ুসপ্রদত্ত আদিম অগ্নির স্বকীয় উত্তাপ নেই যা তোমার জীবনদীপকে আবার প্রজ্জ্বলিত করতে পারবে। গোলাপকে একবার বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না, সে তখন শুকিয়ে যাবেই। তবে তোমায় ছিঁড়ে ফেলার আগেই বৃক্ষবৃন্তে অধিষ্ঠিত থাকাকালেই আমি তোমার ঘ্রাণ নেব। (চুম্বন করে) হে সুগন্ধি নিঃশ্বাস, কী অদ্ভুত তোমার শক্তি, তোমার মোহপ্রসারী আবেদন কত ন্যায়বিচারের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের পঙ্গু করে দিয়েছে। আর একবার, আর একবার। মৃত্যুর পরেও যেন তুমি এমনি সুন্দর থেকো, তোমায় আমি হত্যা করার পরেও এমনি করে ভালবেসে যাব। আর একবার, আর এই হবে শেষবার। এত মধুর কখনো এত মারাত্মক হতে পারে না। আমাকে নিশ্চয় কাঁদতে হবে। আমাকে অবশ্যই চোখের জল ফেলতে হবে। তবে সে অশ্রু বড় নিষ্ঠুর, সে দুঃখ ঐশ্বরিক বিধানের মত অমোঘ, কারণ সে দুঃখ, সে অশ্রু যাকে ভালবাসে তাকেই আঘাত করে। ও জেগে উঠেছে।

ডেসডিমোনা। কে ওখানে? ওথেলো?

ওথেলো। হ্যাঁ ডেসডিমোনা।

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম, তুমি বিছানায় আসবে না?

ওথেলো। আজ রাত্রে তুমি প্রার্থনা করেছ ডেসডিমোনা?

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ করেছি।

ওথেলো। যদি তুমি মনে কর, তোমার কোন অপরাধের কথা ঈশ্বরকে জানানো হয়নি তাহলে সরাসরি তারজন্য প্রার্থনা কর।

ডেসডিমোনা। কী সর্বনাশ! একথা কেন বলছ?

ওথেলো। তাহলে তা করে নাও। তবে তাড়াতাড়ি আর খুব সংক্ষেপে করবে। আমি পাশে একটু পায়চারি করব। আমি তোমার অপ্রস্তুত আত্মাকে হত্যা করব না। না, ঈশ্বর ক্ষমা করুন, আমি তোমার আত্মাকে হত্যা করব না।

ডেসডিমোনা। সে কি, খুনের কথা বলছ কেন?

ওথেলো। হ্যাঁ, তাই বলছি।

ডেসডিমোনা। তাহলে ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন।

ওথেলো। আমিও অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন তোমায় ক্ষমা করেন।

ডেসডিমোনা। তুমিও যখন এ প্রার্থনা করছ তখন নিশ্চয় আমায় মারবে না।

ওথেলো। হুঁ।

ডেসডিমোনা। তবুও তোমায় ভয় লাগছে। কারণ তোমার চোখগুলো যখন এইভাবে ঘোরে তখন তুমি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠ। তোমাকে কেন ভয় করছি তা জানি না, আমি অপরাধচেতনা কাকে বলে জানি না, তবু আমি ভয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুভব করছি।

ওথেলো। তুমি তোমার পাপের কথা চিন্তা করো।

ডেসডিমোনা। পাপ যদি করে থাকি ত সে হচ্ছে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা।

ওথেলো। হ্যাঁ, সেইজন্যেই তুমি মরবে।

ডেসডিমোনা। ভালবাসার জন্য যে মৃত্যু মানুষকে গ্রাস করে সে মৃত্যু অস্বাভাবিক। হায়, কেন তুমি তোমার ঠোঁটটাকে কামরাচ্ছ? যেন কোন অবুঝ উন্মত্ত আবেগ তোমার গোটা দেহটাকে তোলপাড় করে তুলছে। এগুলো হচ্ছে কুলক্ষণ। তবু আমি আশা করি, এগুলো নিশ্চয় আমার জন্য নয়।

ওথেলো। শান্ত এবং স্থির হয়ে থাক।

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ, আমি তাই ডাকব। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

ওথেলো। যে রুমালটা আমি তোমায় দিয়েছিলাম তুমি সেটা ক্যাসিওকে দিয়েছ।

ডেসডিমোনা। না, আমি আমার জীবন ও আত্মার বিনিময়ে বলছি আমি তা দিইনি। ওকে ডেকে পাঠিয়ে শুধাও।

ওথেলো। দেখ, খুব সাবধানে কথা বলবে। তুমি তোমার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছ। স্বেচ্ছায় শপথ ভঙ্গ করার পরিণামের কথা ভেবে কাজ করবে।

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু এখন মরব না।

ওথেলো। হ্যাঁ, এখনি। সুতরাং অকুণ্ঠভাবে তোমার পাপের কথা স্বীকার কর। কারণ তুমি যতই শপথ করে তোমার প্রতিটি দোষ অস্বীকার কর না কেন, তোমার প্রতি কথার এক প্রবল বিতৃষ্ণা আর্তনাদে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। তোমাকে মরতেই হবে।

ডেসডিমোনা। তাহলে ঈশ্বর আমায় দয়া করো।

ওথেলো। আমিও বলছি তথাস্তু।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর তোমাকেও দয়া করুন। তোমার প্রতি আমি আমার জীবনে কখনও অন্যায় করিনি। আমি ক্যাসিওকে কখনও ভালবাসিনি। মানুষ সাধারণভাবে মানুষকে যতটুকু ভালবাসতে পারে তার বেশী না। আমি তাকে কখনও কোন স্মৃতিচিহ্ন দিইনি।

ওথেলো। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি তার হাতে আমার রুমাল দেখেছি। মিথ্যাবাদী নারী, তুমি আমার অন্তরকে শক্ত পাথর করে দিয়েছ। তোমাকে আমি উৎসর্গ করতে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাকে হত্যা করতে তুমিই আমায় বাধ্য করছ। আমি রুমালটা সত্যিই দেখেছিলাম।

ডেসডিমোনা। সে তাহলে এমনিই পেয়েছে, আমি তাকে কখনও দিইনি; তাকে ডেকে পাঠাও। তাকে সত্য কথা স্বীকার করতে দাও।

ওথেলো। সে স্বীকার করেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেসডিমোনা। কী বলছ ?

ওথেলো। সে স্বীকার করেছে যে সে তোমার দেহ ভোগ করেছে।

ডেসডিমোনা। কি করে ? অবৈধভাবে ?

ওথেলো। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ডেসডিমোনা। সে কখনই তা বলতে পারে না।

ওথেলো। না, তার মুখ এখন বন্ধ হয়ে গেছে ; সাধু ইয়াগো তার মুখের কথা বার করে নিয়েছে।

ডেসডিমোনা। আমার ভয় দেখছি তাহলে সত্যি হলো। ক্যাসিও কি মারা গেছে ?

ওথেলো। ওর মাথার এক এক গাছি চুল যদি এক একটা জীবন হয় তাহলে আমার প্রতিশোধবাসনারও ততগুলো পাকস্থলী আছে জেনে রাখবে। ওর পরমায়ু অনন্ত হলেও আমার প্রতিশোধবাসনার হাত থেকে কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।

ডেসডিমোনা। হায়, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আর আমিও গেলাম।

ওথেলো। দূর হও বারবণিতা কোথাকার ! আমার সামনে তুমি তারজন্য কাঁদছ ?

ডেসডিমোনা। আমাকে নির্বাসনদণ্ড দাও, মেরো না।

ওথেলো। চুপ কর বেশ্যা কোথাকার।

ডেসডিমোনা। আমায় কাল মেরো। আজকের রাতটা অন্ততঃ বাঁচতে দাও।

ওথেলো। না, কী তুমি আবার বাঁচবার চেষ্টা করছ—

ডেসডিমোনা। মাত্র আধ ঘণ্টা।

ওথেলো। শুরু যখন করেছি, তখন আর থামব না।

ডেসডিমোনা। একটামাত্র প্রার্থনা।

ওথেলো। কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। (গলা টিপে ধরল)

ডেসডিমোনা। ও স্বামী। স্বামী। স্বামী।

এমিলিয়া। (ভিতরে) শুনছেন স্যার। কি হচ্ছে ? স্যার।

ওথেলো। কার কণ্ঠস্বর ? এখনও মরেনি ? এখনও সম্পূর্ণ মরেনি ? আমি নিষ্ঠুর হয়েও দয়ায় পরিপূর্ণ ; না না, আমি তোমার মৃত্যুযন্ত্রণাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেব না। এইবার, এইবার।

এমিলিয়া। (ভিতরে) কী হলো স্যার ? স্যার !

ওথেলো। কে ওখানে ?

এমিলিয়া। স্যার। একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।

ওথেলো। হ্যাঁ,—এমিলিয়া—ধীরে ধীরে আসছে ও মরে গেছে। আমার মনে হচ্ছে ও ক্যাসিওর মৃত্যুখবর দিতে আসছে। চীৎকার করছিল। কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন আর নড়ছে না। সমাধির মত স্থির। এমিলিয়া কি ভিতরে আসবে? ভিতরে আসতে ওকে দেওয়া উচিত হবে? আমার মনে হচ্ছে ও আবার নড়ছে। না না। তাহলে কোনটা ভাল হবে? যদি সে ভিতরে আসে তাহলে সে ঠিক আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে। আমার স্ত্রীর! আমার স্ত্রী! কোন স্ত্রী? আমার কোন স্ত্রী নেই। ও অবিশ্বস্ত নারী! কী নিদারুণ অভিশপ্ত দুঃসময়। এখন আমার মনে হচ্ছে, সূর্য ও চন্দ্রের দুটি বিরাট গ্রহণ এক হয়ে মিলিত হয়ে যদি ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে সারা পৃথিবীকে, একের পর এক গ্রাস করতে থাকে তাহলে খুব ভাল হয়।

এমিলিয়া। (ভিতরে) আমি অনুরোধ করছি স্যার। আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।

ওথেলো। আমি তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ভিতরে এস এমিলিয়া। তবে খুব আস্তে আস্তে। দাঁড়াও মশারিটা তুলতে দাও। কোথায় তুমি? (দরজার তালা খুলে দিল) তোমার আবার এখন কি দরকার হলো?

এমিলিয়া। নিকটেই একটা জঘন্য খুনোখুনি হয়ে গেল।

ওথেলো। কী, এখন?

এমিলিয়া। হ্যাঁ, এখনি স্যার।

ওথেলো। এটা হচ্ছে চাঁদের দোষ। চাঁদটা মাঝে মাঝে পৃথিবীর খুব কাছে, যতটা কাছে আসা উচিত না তার চেয়ে বেশী কাছে এসে পড়ে আর তখন মানুষগুলো চন্দ্রাহত হয়ে পাগল হয়ে যায়।

এমিলিয়া। স্যার, ক্যাসিও রোডারিগো নামে তরুণ ভেনিসবাসীকে হত্যা করেছে।

ওথেলো। রোডারিগো নিহত? আর ক্যাসিও-ও নিহত?

এমিলিয়া। না, ক্যাসিও নিহত হয়নি।

ওথেলো। ক্যাসিও মরেনি? তাহলে হত্যার কোন অর্থ হয় না। তাহলে অনুকূল প্রতিহিংসার দেবীও বিরূপ হলেন আমার প্রতি।

ডেসডিমোনা। শুধু শুধু আমায় মারা হলো!

এমিলিয়া। কে চেঁচাচ্ছে?

ওথেলো। চেঁচাচ্ছে! কে?

এমিলিয়া। আমাদের মার কণ্ঠস্বর না! কে আছ বাঁচাও, বাঁচাও, মা তুমি আবার কথা বল। সুন্দরী ডেসডিমোনা, মা আমার, কথা বল আবার।

ডেসডিমোনা। একেবারে বিনা দোষে আমি মারা গেলাম।

এমিলিয়া। ওঃ, একাজ কে করলে?

ডেসডিমোনা। কেউ না। আমি নিজে নিজে। বিদায়। আমার দয়ালু স্বামীর কাছে আমার কথা বলো। বিদায়। (মৃত্যু)

ওথেলো। কেন, কেমন করে ওকে মারা হলো?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমিলিয়া। হায় হায়, কে জানে?

ওথেলো। তুমি ত নিজের কানে শুনলে? আমি না।

এমিলিয়া। উনি তাই বলেছেন। তবে আমাকে সত্যি ব্যাপারটা জানতে হবে।

ওথেলো। মিথ্যে কথা বলে গেল। এক বিরাট মিথ্যাবাদীর মত ও জ্বলন্ত নরকে চলে গেল। আমিই ওকে হত্যা করেছি।

এমিলিয়া। ও যেমন দেবদূত তুমি তেমনি কুটিল শয়তান।

ওথেলো। সে ছিল বোকা আর সে ছিল বেশ্যা।

এমিলিয়া। তুমি তার উপর মিথ্যা দোষারোপ করছ, তুমি একটি শয়তান।

ওথেলো। সে ছিল জলের মতই তরল।

এমিলিয়া। তুমি আগুনের মত হঠকারী বলেই একথা বলতে পারলে। উনি ছিলেন স্বর্গের মত পবিত্র ও সত্য।

ওথেলো। ক্যাসিও ওকে কলুষিত করেছে। তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। আমাকে অতল নরকের শেষ ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলেই এই চরম কাজ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। তোমার স্বামী সব কিছুই জানে।

এমিলিয়া। আমার স্বামী!

ওথেলো। তোমার স্বামী।

এমিলিয়া। আমার স্বামী বলেছে উনি ওর বিবাহবন্ধনকে কলুষিত করেছেন?

ওথেলো। হ্যাঁ, ক্যাসিওর সঙ্গে। ও যদি খাঁটি হত, অপরিমেয় অমূল্য ধাতুতে ভরা আর একটা গোটা জগৎ পেলেও তার প্রতিদানে আমি ওকে ছাড়তাম না।

এমিলিয়া। আমার স্বামী!

ওথেলো। হ্যাঁ, সেই প্রথম ওর সম্বন্ধে বলতে থাকে। লোকটা সত্যিই সৎ এবং যে কোন অন্যায় কাজকে সে ঘৃণা করে।

এমিলিয়া। আমার স্বামী!

ওথেলো। বারবার এ প্রশ্নের অর্থ কি? আমি ত বলেছি, তোমার স্বামী।

এমিলিয়া। ও মা, শয়তান পবিত্র প্রেমকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তার সঙ্গে, পরিহাস করেছে। আমার স্বামী বলেছে যে উনি খারাপ ছিলেন!

ওথেলো। হ্যাঁ সেই। আমি বলছি তোমার স্বামী। আমার বন্ধু ও সাধু ইয়াগো।

এমিলিয়া। যদি সে এই কথা বলে থাকে তাহলে তার দুষ্ট আত্মা দিনে দিনে পচে যাক। নিজের অন্তরের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করেছে সে।

ওথেলো। হা!

এমিলিয়া। তুমি যা খুশি করো। তুমি যেমন তাঁর স্বামী হিসাবে যোগ্য ছিলে না তেমনি তোমার এই কাজও ঈশ্বরকে উৎসর্গ করার উপযুক্ত নয়।

ওথেলো। থাম থাম। তুমি খুব ভাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমিলিয়া। দেখ, আমার ক্ষতি করার তোমার অর্ধেক ক্ষমতাও নেই যতটা আমার আছে। ব্যক্তিত্বহীন একটা বাজে লোক, মাটির মত বোকা, অজ্ঞ। তুমি একটা কাজের মত কাজ করেছ—আমি তোমার তরোয়ালকে ভয় করি না। আমি তোমায় দেখিয়ে দেব, যদিও আমি খুবই ভেঙে পড়েছি। বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছ। মুরটা আমাদের গিন্নীমাকে খুন করেছে। খুন, খুন।

মোঁতানো, গ্র্যাশিয়ানো, ইয়াগো ও অন্যান্যদের প্রবেশ

মোঁতানো। কী ব্যাপার? কেমন আছ জেনারেল!

এমিলিয়া। ও ইয়াগো তুমি এসেছ? তুমি বেশ ভাল কাজ করেছ, এমন কাজ করেছ যে লোকে খুন করে তোমার ঘাড়ের উপর দোষ চাপিয়ে দেবে।

গ্র্যাশিয়ানো। ব্যাপারটা কী?

এমিলিয়া। যদি তুমি মানুষ হও ত এই শয়তানটাকে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দাও। ও বলছে তুমিই নাকি ওকে বলেছ যে ওর স্ত্রী খারাপ ছিল। আমি বলেছি একথা তুমি বলতে পার না। তুমি এতদূর শয়তান কখনই হতে পার না। বল, আমার অন্তর এমনই ভারাক্রান্ত যে কথা বলতে পারছি না।

ইয়াগো। আমার যা মনে হয়েছে আমি বলেছি। তিনি নিজে যা দেখেছেন ও যথার্থ বলে মনে করেছেন তার বেশী কিছু আমি বলিনি।

এমিলিয়া। কিন্তু তুমি ওকে বলেছিলে যে ওর স্ত্রী খারাপ ছিল?

ইয়াগো। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম।

এমিলিয়া। তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। একটা জঘন্য জলজ্যান্ত মিথ্যা। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে বলছি, এটা মিথ্যা। দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত একটা মিথ্যা। উনি ক্যাসিওর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন! তুমি কি ক্যাসিওর সঙ্গে বলেছিলে?

ইয়াগো। হ্যাঁ ক্যাসিওর সঙ্গে। তুমি যাও। জিবটাকে একটু থামাও।

এমিলিয়া। না আমি থামব না। আমি কথা বলতে বাধ্য। আমার গিন্নীমা তাঁর বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।

সকলে। হা ভগবান।

এমিলিয়া। এবং তোমার কথার জন্যেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

ওথেলো। আপনারা বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে থাকবেন না। কথাটা সত্যি।

গ্র্যাশিয়ানো। কিন্তু এটা এক বিস্ময়কর সত্য।

মোঁতানো। এটা একটা ভয়ঙ্কর দানবীয় কাজ।

এমিলিয়া। শয়তানি, শয়তানি, শয়তানি। আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি তার গন্ধ পাচ্ছি। আমি তখন এই কথাই ভেবেছিলাম। এ দুঃখ আমি সইতে পারব না। আমি আত্মহত্যা করব। কী শয়তানি!

ইয়াগো। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আমি বলছি তুমি বাড়ি যাও।

এমিলিয়া। ভদ্রমহোদয়গণ, আমায় সত্যি কথা বলতে দিন। উনি আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বামী, আগে এঁর কথা শুনতাম, কিন্তু এখন আর আমি ওঁর বাধ্য নই। হয়ত আমি আর কোনদিন তোমার বাড়ি যাব না ইয়াগো।

ওথেলো। ওঃ। ও, ও, ও। (বিছানার উপর পড়ে গেল)

এমিলিয়া। না না, বিছানা থেকে নেমে এসে গর্জন করো। কারণ তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা করেছ।

ওথেলো। ও, সে খারাপ ছিল! আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি কাকাবাবু। আপনার ভাইঝি বিছানায় পড়ে রয়েছে মৃত অবস্থায় এবং আমারই এই হাত ওকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছে এইমাত্র। আমি জানি এ কাজটা খুবই ভয়ঙ্কর এবং বিষাদজনক।

গ্র্যাশিয়ানো। হায় বেচারী ডেসডিমোনা, একটা দিকে আমি খুশি যে তোমার বাবা আজ নেই। তিনি থাকলে এ দৃশ্য যদি দেখতেন তাহলে মরিয়া হয়ে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে তুলতে পারতেন। সবচেয়ে ভাল দেবদূতকেও হয়ত অভিশাপ দিতেন।

ওথেলো। এটা সত্যিই খুবই দুঃখের। কিন্তু ইয়াগো জানে সে এই লজ্জাজনক কাজ ক্যাসিওর সঙ্গে হাজার বার করেছে। ক্যাসিও তা স্বীকার করেছে। আর সে তার অবৈধ প্রেমের কাজকে চরিতার্থ করেছে আমারই প্রেমের এক স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে। যেটা আমি প্রথম তাকে দিয়েছিলাম। এই স্মৃতিচিহ্নটা হচ্ছে একটা প্রাচীন রুমাল; আমার বাবা যা একদিন আমার মাকে দিয়েছিলেন।

এমিলিয়া। হা ভগবান!

ইয়াগো। জাহান্নামে যাও। চুপ করে থাক বলছি।

এমিলিয়া। সত্যি কথা বার হবেই। আমি চুপ করব! না আমি অবাধে আকুলভাবে বলে যাব। ভগবান, মানুষ, শয়তান, সব একসঙ্গে জড়ো হলেও আমায় চুপ করাতে পারবে না।

ইয়াগো। মাথা ঠাণ্ডা করে বাড়ি যাও।

এমিলিয়া। আমি যাব না। (ইয়াগো তার স্ত্রীকে ছুরি মারতে উদ্যত হলো)

গ্র্যাশিয়ানো। ছিঃ, একজন নারীর উপর তরবারি চালাচ্ছ?

এমিলিয়া। ও নির্বোধ মুর, যে রুমালের কথা বলছ সেটা আমিই ঘটনাক্রমে পেয়ে আমার স্বামীকে দিই। কারণ ও প্রায়ই বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ওই রুমালটা আমাকে চুরি করতে বলত।

ইয়াগো। শয়তানী বেশ্যা!

এমিলিয়া। উনি ওটা ক্যাসিওকে দেবেন! হায়, না আমিই ওটা আমার স্বামীকে দিয়েছিলাম।

ইয়াগো। পাজী, তুই মিথ্যা বলছিস।

এমিলিয়া। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি মিথ্যা বলছি না। এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরনের বোকা লোক এত ভাল স্ত্রীকে নিয়ে কি করবে ?

(মুর ইয়াগোর দিকে ছুটে যেতেই মোঁতানো ও অন্যান্যরা মুরের অস্ত্র কেড়ে নিল। ইয়াগো তার স্ত্রীকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল)

ওথেলো। আকাশে কি আর বজ্র নেই। শয়তান !

গ্র্যাশিয়ানো। মেয়েটি পড়ে গেল। লোকটা নিশ্চয় তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে।

এমিলিয়া। আমাকে আমার গিন্নীমার পাশে শুইয়ে দাও।

গ্র্যাশিয়ানো। লোকটা পালিয়ে গেল, কিন্তু তার স্ত্রী মারা গেল।

মোঁতানো। লোকটা নামকরা পাকা শয়তান। এই অস্ত্রটা আপনি রাখুন। এই অস্ত্রটা আমি মুরের কাছ থেকে উদ্ধার করেছি। আসুন বাইরের দিকের দরজাটা আমরা পাহারা দিইগে, ও যেন পালাতে না পারে। পালাতে গেলে ওকে হত্যা করা হবে। আমিও সেই একই শয়তানটাকে ধরতে যাচ্ছি।

(মোঁতানো, গ্র্যাশিয়ানো ও অন্যান্যদের প্রস্থান)

ওথেলো। আমি ত আর তেমন সাহসী বা বীর নেই। কিন্তু সকলেই আমাকে বীর যোদ্ধা ভেবে আমার অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে। আচ্ছা, মানুষের সততা চলে গেলেও সম্মান কেন বেঁচে যাবে ?

এমিলিয়া। তোমার সেই গানে কি আছে ? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না। আমিও সেই উইলোর গান গাইতে গাইতে মরব।

(গান করতে লাগল)

উইলো, উইলো, উইলো।
শোন মুর, সে ছিল সতী সাধ্বী।
নিষ্ঠুর মুর, সে তোমায় ভালবাসত প্রাণ দিয়ে।
আমি সত্য বলছি, আমার আত্মা শান্তি পাবে।
এই কথা বলতে বলতেই আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি। (মৃত্যু)

ওথেলো। এই ঘরে আমার আর একটা অস্ত্র আছে। এটা স্পেনের। এর নাম হচ্ছে 'আইস ব্রুক টেম্পার'। ওই যে রয়েছে, কাকাবাবু আমি গিয়ে ওটা নিয়ে আসছি।

গ্র্যাশিয়ানো। (ভিতর থেকে) যদি তুমি অস্ত্র নেবার চেষ্টা কর তাহলে তোমায় তার ফল ভোগ করতে হবে এবং তোমার উপর বলপ্রয়োগ করা হবে। তোমার কোন অস্ত্র নেই।

ওথেলো। আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। তা না হলে আমি নিরস্ত্র হলেও আমি আপনাকে আক্রমণ করব।

গ্র্যাশিয়ানোর পুনঃপ্রবেশ

গ্র্যাশিয়ানো। কী ব্যাপার ?

ওথেলো। দেখুন আমার একটা অস্ত্র আছে। এত ভাল অস্ত্র আমি কোন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৈনিকের কাছে দেখিনি, এই হাত আর ঐ অস্ত্র দিয়ে আমি প্রায় কুড়িবার বিপদ কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু এখন সেসব ব্যর্থ অহঙ্কারে পরিণত হয়েছে! ভাগ্যকে কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? এখন আর আমি সে-আমি নেই! আমার কাছে অস্ত্র থাকলেও ভয়ের কিছু নেই। এখানেই আমার যাত্রা শেষ! আপনি কি ভীত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন? আজ ওথেলোর বুকে চলেছে বিরাট যুদ্ধ এবং আজ সে বিশ্রাম নিচ্ছে চিরদিনের জন্য। কিন্তু কোথায় যাবে ওথেলো? ও ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী, কেন তুমি কুয়াশার মত মলিন হচ্ছ? স্বর্গে যখন আমাদের মিলন হবে তখন তোমার ঐ ম্লান দৃষ্টি আমার আত্মাকে স্বর্গচ্যুত করে ফেলে দেবে আর তখন শয়তানরা তা কুড়িয়ে নেবে। কেন তুমি তোমার সতীত্বের মতই হিমশীতল? ও অভিশপ্ত ক্রীতদাস! শয়তানরা কি দেখছ? আমায় চাবুক মার। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখার কোন যোগ্যতা নেই আমার। আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, বাতাসে উড়িয়ে দাও অথবা 'সানকারে' পুড়িয়ে দাও অথবা কোন আগুনের সমুদ্রে আমায় ধুয়ে পবিত্র করে দাও। ও ডেসডিমোনা তুমি মৃত! তুমি মৃত!

লোডোভিগো, মোঁতানো চেয়ারে বাহিত ক্যাসিও ও বন্দী ইয়াগোসহ অন্যান্যদের প্রবেশ

লোডোভিগো। অতিশয় হঠকারী ও হতভাগ্য সেই লোকটি কোথায়?

ওথেলো। আমিই সেই লোক ওথেলো। এই যে এখানে রয়েছি আমি।

লোডোভিগো। বিষাক্ত সাপের মত কুটিল সেই শয়তানটাকে নিয়ে এস।

ওথেলো। আমি শুধু তার পায়ের পাতাগুলো দেখছি। কিন্তু সে এখন গল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি শয়তান হতে পার, কিন্তু তা হলেও আমি তোমায় হত্যা করতে পারি না। (ইয়াগোকে আঘাত করল)

লোডোভিগো। ওর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নাও।

ইয়াগো। আমার দেহ থেকে রক্তপাত হচ্ছে স্যার, কিন্তু আমি মরিনি।

ওথেলো। আমি কোনটাতেই দুঃখিত নই। তবে আমি তোমায় বাঁচিয়ে রাখব। কারণ আমার মতে মরতে পারাটা সুখের।

লোডোভিগো। আচ্ছা ওথেলো, একদিন তুমি কত ভাল ছিলে, সেই তুমি কি করে এই কুকাজ করলে? লোকে কি বলবে?

ওথেলো। কেন, যা খুশি বলবে। একজন সম্মানিত খুনী। কারণ আমি যা কিছু করেছি, তা ঘৃণা থেকে নয়, করেছি সম্মানের খাতিরে।

লোডোভিগো। এই হতভাগ্য লোকটা তার শয়তানি কিছুটা স্বীকার করেছে। আচ্ছা তুমি আর সে দুজনে কি ক্যাসিওর মৃত্যুর জন্য একমত হয়েছিলে?

ওথেলো। হ্যাঁ।

ক্যাসিও। আমার প্রিয় জেনারেল, এর উপযুক্ত কারণ ত কখনো আমি আপনাকে দিইনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওথেলো। আমি তা বিশ্বাস করি। এবং সেইজন্যে ক্ষমা চাই তোমার কাছ থেকে। আচ্ছা তুমি কি ঐ শয়তানটাকে জিজ্ঞাসা করবে ও কেন আমার দেহ আর আত্মাকে অমনভাবে ফাঁদে ফেলেছিল ?

ইয়াগো। আমার কাছ থেকে আর কিছু জানতে চেও না। যা তোমরা জান, জান। এখন থেকে আমি আর একটা কথাও বলব না।

লোডোভিগো। কী প্রার্থনা পর্যন্ত করবে না ?

গ্র্যাশিয়ানো। পীড়ন করলেই ওর মুখ খুলে যাবে।

ওথেলো। যা ভাল বোঝেন করুন।

লোডোভিগো। স্যার, কি হয়েছে আপনি এখনো হয়ত সব জানেন না। একে একে সব জানতে পারবেন। এখানে একটা চিঠি রয়েছে, নিহত রোডারিগোর পকেটে এটা পাওয়া যায়। আর একটা আছে। এর মধ্যে একটা চিঠিতে লেখা আছে রোডারিগোর হাতেই ক্যাসিওর মৃত্যু হবে।

ওথেলো। ও শয়তান।

ক্যাসিও। অত্যন্ত জঘন্য কাজ এবং একটা বিরাট অধর্মাচরণ।

লোডোভিগো। তার পকেটে আর একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। এতে মনে হয়, রোডারিগো এই শয়তানকে পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াগো যথাসময়ে এসে তাকে পরিতৃপ্ত করে।

ওথেলো। ও ভয়ঙ্কর দুর্বৃত্ত! আচ্ছা ক্যাসিও, আমার স্ত্রীর রুমালটা কি করে তুমি পাও ?

ক্যাসিও। আমি আমার ঘরে ওটা পড়ে থাকতে দেখি। এখন ও নিজেই স্বীকার করেছে ও ওটা আমার ঘরে ফেলে দিয়েছিল ওর কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য।

ওথেলো। আমি কত বোকা! বোকা! বোকা!

ক্যাসিও। তাছাড়া রোডারিগোর চিঠিতে আছে ইয়াগোই রোডারিগোকে আমাকে মারার জন্য নিযুক্ত করেছিল এবং সেজন্য রোডারিগো তিরস্কার করেছে ইয়াগোকে। একটু আগে পর্যন্ত রোডারিগো স্বীকার করেছে ইয়াগোই তাকে মারাত্মক আঘাত করেছে।

লোডোভিগো। (ওথেলোর প্রতি) তোমাকে এ বাসভবন ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তোমার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা কেড়ে নেওয়া হলো। এখন থেকে ক্যাসিও সাইপ্রাসের শাসনকর্তা হবে। এখন এই ক্রীতদাসটা সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি পাবে তার নিজের কাছ থেকে। যতদিন পর্যন্ত না ভেনিসবাসীরা তোমার অপরাধের কথা জানতে পারে ততদিন তুমি একা একা বন্দী থাকবে। ওকে নিয়ে চল এখান থেকে।

ওথেলো। একটু থাম। যাবার আগে একটা কি দুটো কথা বলতে চাই। আমি তোমাদের রাজ্যকে কিছু সেবা দান করেছি, সেটা সবাই জানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশ্য এখন সেকথা বলতে চাই না নতুন করে। তবে তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, যখন তোমরা আমার এই কাজের কথা বর্ণনা করবে তখন যেন আমাকে যথাযথভাবে চিত্রিত করো, ঈর্ষাবশতঃ কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলো না। আমাকে একজন মানুষ হিসেবে দেখো যার ভালবাসার মধ্যে গভীরতা ছিল, বেগ ছিল, কিন্তু কোন জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না। যে স্বভাবতঃ ঈর্ষান্বিত ছিল না, কিন্তু অপরের প্ররোচনায় এক চরম জটিলতার জালে জড়িয়ে পড়ে, যে সবচেয়ে এক দামী মুক্তো পেয়েও কোন হীন ভারতীয়ের মত সে মুক্তো ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আরবের রসস্রাবী গাছের মত যার চোখ থেকে অবরুদ্ধ অশ্রু ঝরে পড়েছিল। এইভাবে আমায় বিচার করবে। তাছাড়াও একটা কথা আছে। একবার এলেপ্পো নামে একটা জায়গাতে একজন পাগড়ীধারী তুর্কী একজন ভেনিসবাসীকে প্রহার করে রাজ্যের অপমান করলে আমি সেই পাসিকরা কুকুরটার গলা ধরে তাকে এইভাবে আঘাত করেছিলাম। (নিজেকে ছুরিকাঘাত করল)

লোডোভিগো। ওঃ কী রক্তাক্ত দুঃসময়ই না চলেছে।

গ্র্যাশিয়ানো। আমাদের সব পরিকল্পনা মাটি হয়ে গেল।

ওথেলো। তোমাকে হত্যা করার আগে আমি তোমায় চুম্বন করেছিলাম। এখন আমি নিজেকে মেরে তোমায় আবার চুম্বন করছি; এছাড়া কোন উপায় ছিল না। (বিছানার উপর পতন ও মৃত্যু)

ক্যাসিও। আমি এই ভয়ই করেছিলাম, কিন্তু ভেবেছিলাম, ওঁর হাতে কোন অস্ত্র নেই। ওঁর অন্তরটা সত্যিই খুব বড়।

লোডোভিগো। (ইয়াগোর প্রতি) ও স্পার্টার কুকুর। ক্ষুধা, অন্তর্বেদনা ও দুঃখের সমুদ্রের থেকেও ভয়ঙ্কর ও মর্মান্তিক এই মৃত্যুশয্যায় দুটি মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে দেখ, এ তোমারি কীর্তি। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না, ঢাকা দিয়ে দাও। গ্র্যাশিয়ানো, এ বাড়িটা দখল করে মুরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিন, কারণ আপনিই হবেন তার উত্তরাধিকারী। লর্ড গভর্নর হিসেবে আপনারই উপর থাকবে এই শয়তানের বিচারের ভার। বিচারের পর শাস্তির স্থান কাল ও প্রকৃতির আপনিই ব্যবস্থা করবেন। আমি সোজা দেশে চলে যাব এবং আমার দেশের সরকারের কাছে এই দুর্ঘটনার কথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্ণনা করব। (সকলের প্রস্থান)

BanglaBook.org